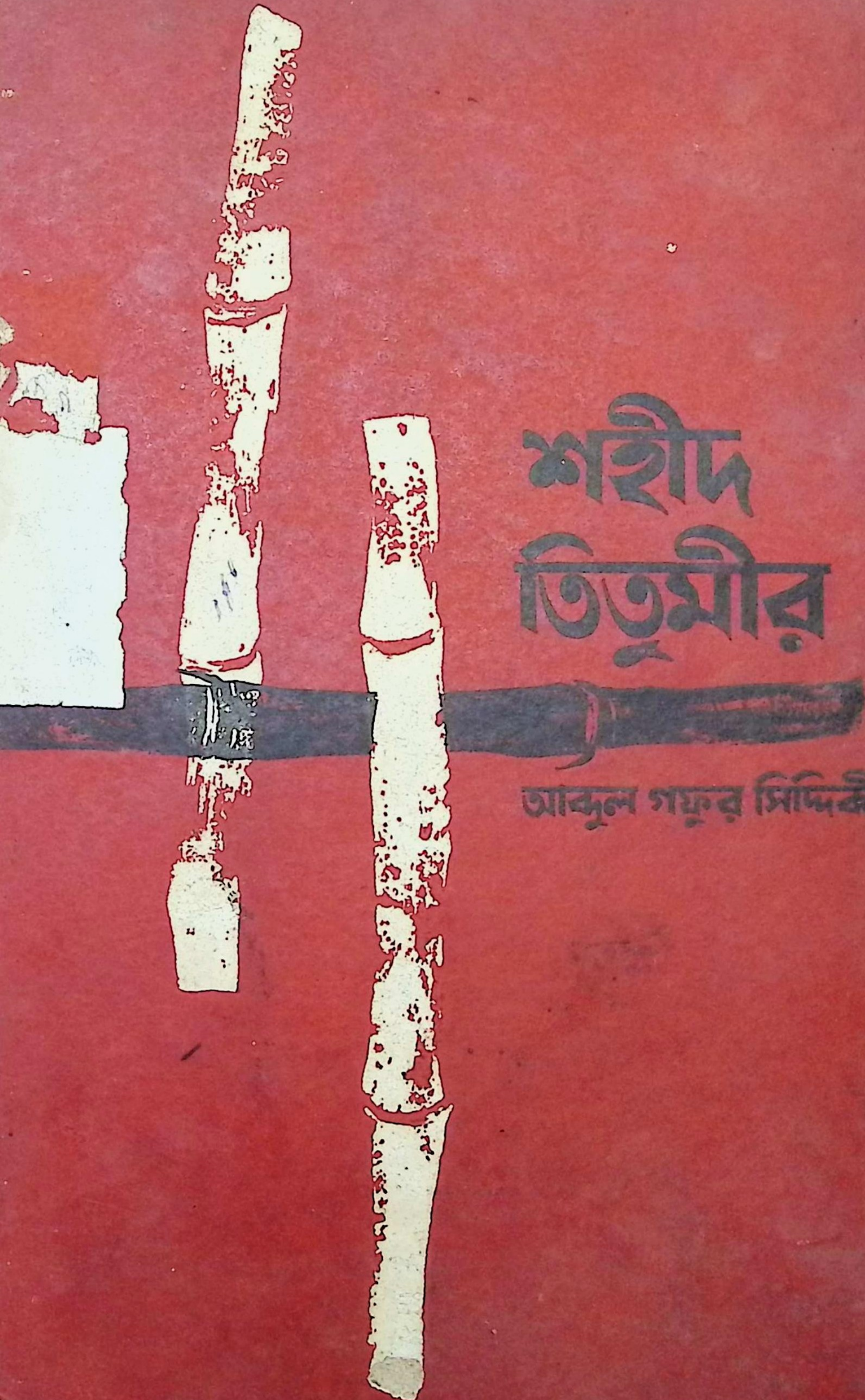
শহীদ তিতুমীর



আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

শহীদ তিতুমীর

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

BENGALI ACADEMY

বাঙ্‌লা একাডেমী
ঢাকা

প্রকাশক ঃ
হাসান জামাল
প্রকাশন-অধ্যক্ষ
বাঙ্লা একাডেমী
ঢাকা–২

●

প্রথম সংস্করণ ঃ
শ্রাবণ, ১৩৬৮

●

প্রচ্ছদপট রূপায়ণ ঃ
কামরুল হাসান

●

ব্লক মুদ্রণ ঃ
ইস্ট-এণ্ড প্রোসেস ওয়ার্কস

●

মুদ্রাকর ঃ
মোহাম্মদ মোবারক আলী
প্যারামাউন্ট প্রেস, ঢাকা-৩

●

মূল্য ঃ এক টাকা

জাতীয় পুণর্গঠন সংস্থার সহযোগিতায় প্রকাশিত

শহীদ তিতুমীর

প্রসঙ্গ-কথা

'শহীদ তিতুমীর' পরলোকগত সাহিত্যিক আবদুল গফুর সিদ্দিকীর সর্বশেষ রচনা। এই রচনাটি মাসিক মোহাম্মদীতে (কার্তিক, ১৩৬০ থেকে শ্রাবণ ১৩৬১ সাল) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক এই প্রবন্ধ লিখবার সময় যে-সব বই ও প্রবন্ধ থেকে উপকরণ নিয়েছিলেন, প্রতি পৃষ্ঠার পাদটীকায় সে সব পুস্তকাদির উল্লেখ করেন নি, বা এ-ধরণের কোন রেফারেন্স দেন নি। তাছাড়া, মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত রচনাটি তিনি জীবিতাবস্থায় পুস্তকাকারে ছাপিয়ে বের ক'রে যেতে পারেন নি এবং গবেষণা-মূলক গ্রন্থে সাধারণতঃ গ্রন্থ-শেষে যে গ্রন্থ-পঞ্জী দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত, তিনি তাও সংযোজন করতে পারেন নি।

'তিতুমীর' সম্পর্কে এ-যাবৎ যে-ক'খানি মূল্যবান গ্রন্থ ও রচনা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো আমরা পড়ে দেখেছি। এই সব গ্রন্থের অধিকাংশই হিন্দু ও ইংরেজ লেখক দ্বারা লিখিত। তাঁরা তিতুমীরের জীবনালেখ্য অঙ্কণের বেলায় তিতুকে অত্যাচারী হিসেবে দেখেছেন। এমনকি কেউ কেউ তাঁকে 'দস্যু' আখ্যা দান করতে দ্বিধা করেন নি। এই সব লেখকের চোখে তিতুমীর 'দস্যু' ও অত্যাচারী পুরুষ হলেও তাঁরা দ্বিধাহীনচিত্তে তিতুর ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টার প্রশংসা না করে পারেন নি। 'তিতুমীর' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বিহারীলাল সরকার 'তিতুমীর ও বাঁশবেড়িয়ার লড়াই' গ্রন্থে (কলিকাতা, ১৩০৪) বলেছেন, 'তিতুমীর বহু গুণ-সম্পন্ন। স্বধর্মে তাহার যেরূপ আসক্তি-অনুরক্তি ছিল, আত্মধর্মাচারে তাহার যেরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, স্বধর্ম প্রচার-প্রসারে তাহার যেরূপ আন্তরিকতা, ঐকান্তিকতা ছিল, স্বধর্মরক্ষাকল্পে তাহার যেরূপ একাগ্রতা-নিষ্ঠামত্তা ছিল, আজকাল মুসলমান সম্প্রদায়ে তাহা বিরল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তিতুমীর উদ্যোগী

সাহসী পুরুষ; তিতুমীর শক্তিশালী উৎসাহী পুরুষ।'

(উপক্রমণিকা, পৃঃ ৩)

'সে মনে করিত, যে-কোন মুসলমান তাহার ভ্রাতা, পিতা, মাতা কিম্বা অন্য কোন আত্মীয় অপেক্ষাও আত্মীয়। ---মুসলমানের গৌরব উদ্ধার হয়ত তিতুর আজন্ম আকাঙ্ক্ষা। তিতুর উদ্দেশ্য ভাল; তিতুর স্বজাতি প্রীতিও প্রশংসার্হ।-----তিতু একান্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ; তাই উদ্দেশ্য সিদ্ধির যে-পথকে প্রকৃষ্ট ভাবিয়াছিল, সেই পথের পথিক হইবার জন্য যৌবনকাল হইতে আপনার দেহমনকে প্রস্তুত করিয়াছিল।···

'মক্কা তীর্থে সৈয়দ আহ্মদের (ব্রেল্ভীর) সহিত তিতুর আলাপ হয়। মক্কায় তিতু এই সৈয়দ আহ্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। এতদিন তিতু যে উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিল, সৈয়দ আহ্মদের শিষ্যত্ব তাহারই সহায়-পোষক হইল। ধর্মের জন্য যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া ধর্ম, সৈয়দ আহ্মদের ইহাই প্রধানতম মত। তিতু গুরুর আদেশ শিরোধার্য করিয়া এই মন্ত্র হৃদয়ে পোষণ করিয়া, বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে বাল্যে যাহা চাহিয়াছিল, যৌবনে যাহা পোষণ করিয়াছিল, প্রৌঢ়ে তাহাই পাইল।' (পৃঃ ১৫—২১)

'তিতু আপন ধর্মমত প্রচার করিতেছিল। সে ধর্মমত প্রচারে পীড়ন তাড়ন ছিল না। লোকে তাহার বাগ্-বিন্যাসে মুগ্ধ হইয়া, তাহার প্রচারে স্তম্ভিত হইয়া, তাহার মতকে সত্য ভাবিয়া, তাহাকে পরিত্রাতা মনে করিয়া, তাহার মতাবলম্বী হইয়াছিল এবং তাহার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। তিতু প্রথমে শোণিতের বিনিময়ে প্রচার সিদ্ধি করিতে চাহে নাই। জমিদার কৃষ্ণদেব জরিমানার ব্যবস্থায় তাহার শান্ত প্রচারে হস্তক্ষেপ করিল।'

(পৃঃ ৪৭)

'বিশ্বকোষে'র সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসুও বলেন, 'বাল্যকাল হইতে তিতু নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিল। নিজ ধর্মে যেমন অনুরাগ ছিল নিজ সম্প্রদায়ের উপরও ততোধিক মমতা ছিল।'

(বিশ্বকোষ: ৭ম ভাগ, ১৩০৩ বাং, পৃঃ ৭৪১)

যাহোক, এ সব লেখকগণের লিখিত তিতুমীর সম্পর্কে বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, মরহুম আবদুল গফুর সিদ্দিকীর

'শহীদ তিতুমীর' রচনাটি ইতিহাস-ভিত্তিক। তিনি এই রচনা লিপিবদ্ধ করতে অনেক পরিশ্রম করেছেন তা বলাই বাহুল্য।

তিতুমীর সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রামাণ্য রচনাগুলি মূল্যবান:

ক॥ W. W. Hunter : The Indian Musalmans. Reprinted from the 3rd. Edition, 1945. The Comrade Publications, Calcutta.

খ॥ Calcutta Review, L (50) P. P. 73–104 ; A Sketch of the Wahhabis in India down to the death of Syed Ahmed in 1831.

গ॥ বিহারী লাল সরকার লিখিত: তিতুমীর বা নারকেলবেড়িয়ার লড়াই॥ ১৩০৪ বাং, কলিকাতা।

ঘ॥ নগেন্দ্র নাথ বসু লিখিত: বিশ্বকোষ॥ ৭ম ভাগ॥ কলিকাতা॥ প্রকাশিত ১৩০৩ বাং।

ঙ॥ শহীদ তিতুমীর (প্রবন্ধ): অশোক গুহ॥ স্বাধীনতা॥ শারদীয়া সংখ্যা ১৩৫৩ বাং।

চ॥ তিতুমীরের কথা (প্রবন্ধ): শতীশ চন্দ্র দেববর্মা॥ হানাফী (কোরবানী সংখ্যা)॥ ১১শ বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা।

সৈয়দ আলী আহ্সান
পরিচালক: বাঙলা একাডেমী

প্রথম অধ্যায়

১১৮৮ বঙ্গাব্দে ১৪ই মাঘ তারিখ মোতাবেক ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে সুবেহ্-সাদিকের সময়, কুখ্যাত পলাশী যুদ্ধাভিনয়ের পঁচিশ বৎসর পরে এবং সিপাহী বিদ্রোহের পচাত্তর বৎসর পূর্বে চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তঃপাতী চাঁদপুর নামক গ্রামে মীর নিসার আলীর জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম মীর হাসান আলী। মাতার নাম আবেদা রোকাইয়া খাতুন। পরবর্তীকালে মীর নিসার আলী তিতুমীর নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

তিতুমীরের সত্যকার পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁহার জন্ম কেমন বংশে হইয়াছিল, তাহারও একটু আলোচনা আবশ্যক; কিন্তু সে আলোচনারও পূর্বে বাংলা দেশে ইসলাম প্রচারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনার অধিকতর আবশ্যক।

মুসলিম বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের ইতিহাস পাঠ করিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা অবগত আছেন যে 'এক হাতে কোরান ও আর এক হাতে তরবারি' ধারণ করিয়া মুসলমানেরা বাংলা দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন নাই, ইসলাম প্রচারকরা যখন প্রথম বাংলা দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের হস্তে কোন যুদ্ধাস্ত্র ছিল না। যাঁহারা কোরান ও তরবারির কথা বলেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা সত্যের অপমানকারী।

মুহম্মদ বিন কাসেম, ইখ্‌তিয়ার বিন বখ্‌তিয়ার খিল্‌জাইর রাষ্ট্রনীতি লইয়া ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বে কেবল ধর্মনীতি লইয়া এদেশে যে প্রায় পঁচিশটি কাফেলা পর পর আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ঐতিহাসিকেরা প্রথম পাঁচটি কাফেলাকে 'মোমেন ইস্‌লাম প্রচারক দল' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

অতঃপর আরও পাঁচটি কাফেলা পর পর এদেশে আগমন করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইতিহাস তাঁহাদিগকে 'আব্দে ইস্‌লাম' প্রচারক দল নামে অভিহিত করিয়াছে। উপরোক্ত দশটি কাফেলা কোন প্রকার যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে রাখিতেন না বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহারা ইসলাম ধর্মের স্বাভাবিকতা, বৈশিষ্ট্য এবং সৌন্দর্যাদির কথা কোরান হাদীস হইতে উদ্ধৃত আয়াত সহ এদেশের লোকদিগকে শুনাইতেন, লোকেরা তাহা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইত এবং ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিত। প্রথম পাঁচটি দলের নিয়ম ছিল তাঁহারা পল্লী অঞ্চলে ভ্রমণরত অবস্থায় ইস্‌লামের বাণী শুনাইয়া বেড়াইতেন, শহরে প্রবেশ করিতেন না। দ্বিতীয় পাঁচটি দলও শহরে প্রবেশ করিতেন না; কিন্তু তাঁহারা এক এক স্থানে মকীম হইয়া ইস্‌লাম প্রচার করিতেন।

উক্ত দশটি দল কর্তৃক ইস্‌লাম প্রচারের সংবাদ জানিতে পারিয়া হিন্দু রাষ্ট্রনায়কেরা এবং হিন্দু প্রধানেরা গুপ্তঘাতক দ্বারা তাঁহাদের অনেককে ও নও-মুস্‌লিমদিগের অনেককে হত্যা করেন। যাঁহারা কোন প্রকারে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন প্রকারে আত্মগোপন করিয়া আরবে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। এই দুঃসংবাদ অবগত হইয়া পর পর আরও দশটি শান্ত কাফেলা ইস্‌লাম প্রচারার্থে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ইতিহাস তাঁহাদিগকে 'রাজনৈতিক গাজী ইসলাম প্রচারক দল' নামে অভিহিত করিয়াছে। এই রাজনৈতিক গাজী ইসলাম প্রচারক দলে সর্বমোট লোক সংখ্যা কত ছিল তাহা জানা যায় না, তবে এতটুকু জানা গিয়াছে যে এই দশটি দলে বহু লোক (গাজী) ছিলেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে উপরোক্ত দশটি গাজী দলের মধ্যে জায়েদ গাজী, আহমদ গাজী, হুসাইন গাজী, মুহম্মদ গাজী, মওজুদ গাজী, মুবাশ্‌শের গাজী, মোনেম গাজী, আমজাদ গাজী, সাবের গাজী ও আবদুল্লাহ গাজী ছিলেন প্রধান।

উপরোক্ত গাজী দলের সহিত বহু হিন্দু রাজার যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে হিন্দু রাজারা পরাজিত হইয়াছিলেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে চব্বিশ পরগনা জেলার জয়গাজী (জয়গাছি) নামক গ্রাম, দোগাজী (দো-গাছি), মোলগাজী (মোল গাছি) আমাদের এই উক্তির সত্যতা স্বীকার করিতেছে।

অতঃপর বঙ্গ-ভারতে রাষ্ট্রনীতি লইয়া যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হইয়া আগমন করিয়াছিলেন সেনাপতি মুহম্মদ বিন কাসেম, ইখ্‌তিয়ার বিন বখ্‌তিয়ার এবং সুলতান মুহম্মদ ঘোরী।

ইঁহাদের পরে আসিয়াছিলেন রাজনৈতিক দরবেশ দল। এই রাজনৈতিক দরবেশ দলের এক এক দলে দরবেশ মুজাহিদ ছিলেন তিন শত হইতে পাঁচ শত পর্যন্ত। ইঁহারাও ইসলাম ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তবে প্রথম প্রথম ইঁহাদিগকে বাদশাহ বাহিনীর সহিত যোগদান করিয়া হিন্দু রাজাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের যাদু প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করিতে হইয়াছিল।

মোমেন, আবেদ ও গাজী ইসলাম প্রচারকদিগকে যদি হিন্দু রাজারা ও হিন্দু সমাজপতিরা বাধা দান না করিত, ইসলাম প্রচারকদিগের উপর যদি অকথ্য ও অবর্ণনীয় অত্যাচার না করিত, তাহা হইলে এদেশে রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে মুসলিম অভিযানের কোন কারণ উপস্থিত হইত কিনা, তাহা বলা যায় না।

যে সকল মুসলিম শিরোমণি, মোমেন, আবেদ, গাজী এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থ আগমন করিয়াছিলেন ও ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চরিত্র, মনুষ্যত্ব, সাধনা প্রণালী, আখ্‌লাক এবং মায়া-মমতাদি দর্শন করিয়া, তাঁহাদের মুখে ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা ও সাম্যবাদের নীতিকথা শ্রবণ করিয়া এদেশের অ-মুসলমানেরা মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহারা স্বাভাবিক ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিল।

কয়েক শতাব্দী পূর্বে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া পর পর দুই দল রাজনৈতিক দরবেশ বঙ্গদেশে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই দুইটি দলের নেতা ও মুর্শিদ ছিলেন মহাত্মা হজরত সৈয়দ শাহ জালাল রাজী ও মহাত্মা হজরত সৈয়দ হাসান রাজী। পুরাতন দলিল-দস্তাবিজ পাঠে জানিতে পারা যায় যে হজরত সৈয়দ শাহ হাসান রাজী হজরত সৈয়দ শাহ জালাল রাজীর পীর-ভাই ছিলেন।

হজরত সৈয়দ শাহ হাসান রাজীর অন্যতম মুরীদ ও খলীফা হজরত সৈয়দ শাহ শাহাদত আলী রাজী আর হজরত সৈয়দ শাহ জালাল রাজীর অন্যতম মুরীদ ও খলীফা হজরত সৈয়দ শাহ আব্বাস আলী রাজী।

হজরত আব্বাস আলী ও হজরত শাহাদত আলী উভয়ে সহোদর ভ্রাতা। আব্বাস আলী জ্যেষ্ঠ এবং শাহাদত আলী কনিষ্ঠ। ইঁহারা উভয়ে আহ্‌লে বায়েত বংশের সন্তান---হজরত দ্বিতীয় আলী ওরফে হজরত আবেদ ওরফে হজরত জয়ন্‌-উল্‌-আবেদীনের অধস্তন বংশধর।

হজরত সৈয়দ শাহাদত আলীর একমাত্র পুত্র মহানুভব দরবেশ ও আলেম হজরত সৈয়দ শাহ হাশমত আলী রাজীর ত্রিংশ অধস্তন পুরুষরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন হজরত সৈয়দ শাহ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে হজরত সৈয়দ শাহাদত আলী ও হজরত সৈয়দ হাশমত আলীর পবিত্র রওজা শরীফ এবং শাহাদত আলীর সহোদরা হজরত আবেদা রওশন বিবির পবিত্র রওজা শরীফ তারাগুনিয়া গ্রামে। তারাগুনিয়া গ্রাম জেলা চব্বিশ পরগনার অন্তঃপাতী বাদুড়িয়া থানার এলাকাধীন।

যে সময় সৈয়দ নিসার আলী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক পূর্বে বর্গী দস্যুরা বাংলা দেশ তথা মুসলিম বাংলা বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা অত্যাচার ও লুণ্ঠনে বাংলার মুসলমান, সমাজকে জর্জরিত করিয়াছিল, মুসলমানদিগের অনেকের বাড়ী ঘর জ্বালাইয়া দিয়াছিল, তাহাদের জেওর-অলঙ্কার, ধন-দওলত, দলিল-দস্তাবিজ, সনদ-পাঞ্জা তায়েদাদ লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল, বহু জীবন নাশ করিয়াছিল। বর্গীরাই মুসলমান-দিগকে পথের ফকীর করিয়াছিল, মুসলমানদিগকে সর্বহারা করিয়া কড়ার ভিখারী করিয়াছিল। বর্গীরা মুসলমানদিগকে ধনেজনে শুধু নিঃস্ব করিয়াই ছাড়ে নাই, তাহারা বাংলার মুসলমানদিগকে ঈমানে আমানেও নিঃস্ব করিবার সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিল।

চৌথ-সন্ধির পর যখন বর্গী দস্যুদিগের সর্বমুখী অত্যাচার থামিয়া গেল, তখন বাংলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্যদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পাদ্রীদিগের সাহায্যে এমন দুইটি কার্য করিল যাহার ফলে মুসলমানদিগের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও মুসলমানেরা হারাইতে বাধ্য হইল। সে দুইটি কার্যের একটি কোম্পানী সরকারের তরফ হইতে নোটিশ জারী করা হইল যে আয়মা লা-খেরাজ ও তৌজী লা-খেরাজের দলিল-দস্তাবিজ, সনদ-পাঞ্জা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দাখিল করিতে হইবে; ইহার অন্যথায় লা-খেরাজগুলি সরকারে বাজেয়াফত হইয়া যাইবে।

যে সকল মুসলমান দাখিল করিতে পারিল না, তাহাদের লা-খেরাজ জায়েদাদ বলিতে কিছুই থাকিল না।

দ্বিতীয়টি হইল বাংলার মুসলমান জমিদারদিগের অধিকাংশ জমিদারী পাদ্রীদিগের সুপারেশিতে খাস করিয়া লইয়া কোম্পানী সরকার তাহা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদিগকে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল।

বর্গীদিগের ইচ্ছা ছিল, বাংলা দেশে নওয়াবী শাসনের উচ্ছেদ করিয়া তাহারা গো-ব্রাহ্মণের রাজ্য স্থাপন করিবে; কিন্তু সন্ধির ফলে তাহারা তাহা পারিল না। তাহাদের এই কার্যের ভার গ্রহণ করিল রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ, রাজা নন্দকুমার, বণিক উমিচাঁদ প্রমুখ বর্ণহিন্দুরা। রানী ভবানী যদিও তাঁহাদিগকে বাধা দান করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা তাঁহার নিষেধকে গ্রাহ্য করেন নাই, আমল দেন নাই।

ঐ সকল স্বদেশদ্রোহীরা মীর জাফর আলী খাঁ, ইয়ার লতীফ, মীর কাসেম আলী খাঁ প্রভৃতিকে দলে ভিড়াইয়া লইয়া স্বদেশভক্ত বীর নওয়াব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে ধ্বংস করিল। ইংরাজ কোম্পানীর অধীনে মীর জাফর আলীকে নওয়াব করা হইল। স্বদেশদ্রোহীদিগের ইচ্ছা ছিল, কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিয়া উভয় কণ্টক দূরে নিক্ষেপ করিবে—গো-ব্রাহ্মণের রাজ্য স্থাপন করিবে।

স্বদেশদ্রোহীদিগের আত্মীয় স্বজনেরা অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার ব্রাহ্মণ কায়স্থরা স্বদেশদ্রোহীদিগের ইঙ্গিতে বন্ধু সাজিয়া কৌশলে বর্গী দস্যুদিগের অসমাপ্ত কার্যকে সমাপ্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা মুসলমানকে শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত করিয়া নামের মুসলমান করিল, মুসলমানদিগের নিকট হইতে ঈমানের বেহেশ্‌তী জেওর হরণ করিবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিল।

পশ্চিম বাংলার হিন্দু জমিদার এবং বর্ণহিন্দুরা তখন ইংরাজের পিয়ারা, তাহারাই তখন সারা বাংলার এমন কি সারা ভারতের কর্তা। সুতরাং সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদিগের উপর তাহারা ন্যায় অন্যায় হুকুম জারি করিবার সাহস রাখিত।

শূদ্রাদি নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগকে যেমন হিন্দু ব্রাহ্মণেরা ধর্ম-কর্মের স্বাধীনতা ও মন্দিরে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল, সেই রূপভাবে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা মুসলমানদিগের মধ্যেও একদল লোককে

মুসলমান ব্রাহ্মণরূপে দাঁড় করাইয়া মুসলমান জনসাধারণকে অন্ধকারে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু জমিদার ও উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিরক্ষর মুসলমান-দিগকে বুঝাইল ঃ

> তোরা গরীব। কৃষিকার্য ও দিনমজুরী না করিলে তোদের সংসার চলে না, এমতাবস্থায় তোদের প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক ও বার্ষিক নামাজ এবং রোজা, হজ, জাকাত, জানাজা, প্রার্থনা, মৃতদেহ স্নান করান প্রভৃতি ধর্মকার্য করিবার সময় কোথায়; আর ঐ সকল কার্য করিয়া তোরা অর্থোপার্জন করিবার সময় পাইবি কখন এবং সংসার যাত্রাই বা নির্বাহ করিবি কি প্রকারে? সুতরাং তোরাও হিন্দু ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় একদল লোক ঠিক কর, তাহারা তোদের হইয়া ঐ সকল ধর্ম কার্যগুলি করিয়া দিবে, তোদেরও সময় নষ্ট হইবে না।

দীন ইসলামের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত পশ্চিম বঙ্গের কৃষক ও কৃষি মজুর শ্রেণীর মুসলমানেরা বাবুদিগের এই পরামর্শ আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিল। ক্রমে পূর্ব বঙ্গের মুসলমান সমাজেও এই ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িল। এই সঙ্গে আজাজিল শয়তান এবং নফ্স আম্মরা তাহাদিগকে প্ররোচনা দান করিল। তাহারা বাবুদিগের কথার জওয়াবে বলিল ঃ

> বাবু, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, এতদিন আমাদিগকে এই প্রকার হিতোপদেশ আর কেহ দেন নাই। আমরা নির্বোধ, কিছু বুঝি না। আপনি আমাদের জন্য যাহা ভাল বিবেচনা করেন তাহা করুন।

পুরাতন যুগে যে সকল মুসলমানকে শাহী দরবার তাহাদের যোগ্যতার সম্মান ও কার্যের পুরস্কার স্বরূপ শরীফ-উত্-তাফায়েন ও শরীফ-উত্-তর্ফ্ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল এবং ওজিফাহ স্বরূপ তাঁহাদিগকে ইসলামের খিদমতের জন্য খিলয়াৎ, আয়মা লা-খেরাজ, সিদ্ধ লা-খেরাজ, পেটি-লা-খেরাজ জায়েদাদ দান করিয়াছিল, মারহাট্টা বর্গীরা তাহাদের বংশধরদিগের আমলে লুণ্ঠন করিয়া সেই সকল জায়েদাদের দলিল-দস্তাবিজ, সনদ পাঞ্জা-তায়েদাদ এবং ধন-দওলত লুণ্ঠন করিয়া লওয়ার ফলে তাহারা কড়ার ভিখারী হইয়াছিল। পক্ষান্তরে অভ্যাস না থাকার জন্য কায়িক পরিশ্রমও তাহারা করিতে পারিত না। শরাফতীর গর্বে ইলেম শিক্ষা না করার জন্য অর্থোপার্জনের ক্ষমতাও তাহাদের ছিল না। পরন্তু মুসলমান

জনসাধারণ তাহাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধাও করিত না। এমতাবস্থায় তাহারা তাহাদের পূর্ব পুরুষদিগের ন্যায়, সম্মান-শ্রদ্ধার দাবি করিয়া হতমান হইত। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ঐ শ্রেণীর মুসলমানদিগকে মুসলমান ব্রাহ্মণের পদে বহাল করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিল।

পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থাদি ঐ শ্রেণীর সর্বহারা শেখ, সৈয়দ, মীর, কাজীদিগকে সহানুভূতির ভাষায় বলিল:

> চাষা, বেয়ারা প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এখন আর আপনাদিগকে পূর্বের ন্যায় মানে না, মানিতে চাহে না। তাহারা এখন আর আপনাদিগকে ভক্তিশ্রদ্ধাও করে না। তাহাদের এই প্রকার ব্যবহারে হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিয়া থাকি। কি করিব, কলিকাল। আমরা ইচ্ছা করিয়াছি, উহাদের ধর্ম কার্য গুলি করিয়া দিবার ভার আপনাদিগের উপর ন্যস্ত করিয়া আপনাদিগকে সাহায্য করিব। আপনারা মুসলমান সমাজের আখঞ্জী, মোল্লা, উস্তাদজী, মুন্‌শীর পদ গ্রহণ করিয়া উহাদের উপর অধিকার বিস্তার করিয়া থাকুন। তাহা হইলে আপনাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হইবে। উহারা আপনাদের অনুগত থাকিবে।

পশ্চিম বঙ্গ হইতে ক্রমশঃ এই অনাচার পূর্ব বঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল। ধনহারা, মূর্খ, অর্ধমূর্খ ও শরাফতীর দাবিদার শেখ, সৈয়দ, মীর, কাজীর দল হিন্দু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য বাবুদিগের কথায় ভুলিল। তাহারা আখঞ্জী, মোল্লা, উস্তাদজী ও মুনশীর পদ গ্রহণ করিয়া মুসলিম জাতির ব্রাহ্মণ সাজিয়া বসিল, মুসলিম জাতির জাতীয় সর্বনাশের পথ খোলাসা করিল।

হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণের আদর্শে মুসলমান সমাজেও ব্রাহ্মণের পদ সৃষ্ট হইল। সাধারণ মুসলমানরা আপাতঃ মধুর ভাবে বিভোর হইয়া ইসলামের ও ইসলামী শরীয়তের পথ হইতে দূরে বহু দূরে গিয়া পড়িল। হিন্দু ব্রাহ্মণ জাতির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে তাহারা আত্মহত্যা করিল।

সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানেরা যে শ্রেণীর হিন্দুদিগের সহিত সর্বদা মিলামিশা করিত তাহারা ছিল গ্রাম্য পাঠশালার গুরু মহাশয়, কর্মকার, কুম্ভকার, নরসুন্দর, সূত্রধর ও গণকঠাকুর। ইহারাও ব্রাহ্মণাদির ইঙ্গিতে নানা ভাবে ও সুকৌশলে ঐ প্রস্তাবের পক্ষে প্রচার আরম্ভ করিল।

যখন বাংলার মুসলমান সমাজে এই প্রকার দুর্দিন মাথাচাড়া দিয়া উঠিল, তখন হিন্দু সমাজের ন্যাড়া-নেড়ির দল এবং তাহাদের নানা শাখা প্রশাখা বিরাট মুসলমান সমাজের হতভাগ্যদিগকে পাপের পথে আর এক ধাপ নামাইয়া দিল। তাহাদের আপাতঃ মধুর ভাব-ভঙ্গী মূর্খ ও ধর্ম-জ্ঞানহীন মুসলমানদিগকে দলে টানিয়া লইল। মুসলমানেরা বে-শরাহ্ কোফ্রি মতের দিকে অকৃষ্ট হইল।

গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা মুসলমান সমাজে হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণের অনুরূপ মোল্লা, আখঞ্জী, উস্তাদজী, মুন্‌শীর পদ স্থষ্টির পক্ষে উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের মতের সমর্থন ত করিলেনই, অধিকন্তু তাহারা পাঠশালায় হিন্দু ছাত্রদিগের সঙ্গে মুসলমান ছাত্রদিগকেও নানা দেব-দেবীর মন্ত্র, বিশেষতঃ স্বরস্বতী দেবীর বন্দনা কণ্ঠস্থ ও নিত্য আবৃত্তি করাইতেন। এ নিয়ম বহুদিন পর্যন্ত চলিয়াছিল। আমার বাল্যকালে আমিও এই নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমার ওয়ালেদ মরহূমের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহাদের পাঠ্যজীবনেও এই নিয়ম পালন করিতে হইয়াছিল। এখন আর সম্পূর্ণ সূত্রটি আমার মনে নাই; যতটুকু স্মরণ আছে, নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম:

সরস্বতী ভগবতী, মোরে দাও বর,
চল ভাই পড়ে সব মোরা যাই ঘর।
ছিকি মিকি ঝিকি রে স্থবর্ণের চক,
পাত-দোত নিয়ে চল জয় গুরুদেব।।

বলিয়া নমস্কার করিয়া বাড়ী যাইতে হইত। সালাম বা সেলাম বলিলে গুরুমহাশয় তাহা গ্রাহ্য করিতেন না; বরং শাসন করিতেন।

মুসলমান ছাত্ররা ক্রমশঃ এইভাবে দীন ইসলামের দিক হইতে কোফরের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। অপর দিকে মুসলমান যুবকেরা পেঁচো-পাঁচির ভাসান যাত্রার রংঢং নাচ গানের মোহে আকৃষ্ট হইয়া দীন-দারী পরিত্যাগ করতঃ সেই দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। পাড়ায় পাড়ায় সন্ধ্যাকালে ভাসান যাত্রার মহড়া চলিতে লাগিল।

ইহার ফলে মুসলমানদিগের মধ্যে যে বিষ-বাষ্প প্রবেশ করিল, তাহাতে মুসলমান সমাজের যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলে উন্মাদ হইয়া উঠিল। মুসলমান পুরুষেরা এবার তহ্‌বন ছাড়িয়া ধূতি ধরিল, নিজের নামের প্রথমে

'শ্রী' লিখিতে লাগিল, দাড়ি কামাইয়া গোঁফ বড় করিল, নামাজ, রোজা পরিত্যাগ করিল, বাবু সাজিল। ইহার ফলে বর্গীদিগের ধ্বংসলীলার হাত হইতে যে সকল মসজিদ রক্ষা পাইয়াছিল, মুসল্লীর ও শুভদৃষ্টির অভাবে তাহাও ধ্বংসের পথে আগাইয়া চলিল।

এইভাবে মুসলমান জনসাধারণ দীনদারী, পরহেজগারী ছাড়িয়া পাক-নাপাকী ও ওজু-গোসল ছাড়িয়া, তাহারা 'হাত-পা ধোওয়া', 'গা ধোওয়া' ও 'স্নান করা' আরম্ভ করিল। এইরূপে তাহারা ইসলামী শরীয়ৎ বিধানের মস্তকে কুঠার হানিতে লাগিল; আর মুসলমান নববিধানের আখঞ্জী, উস্তাদজী, মোল্লা, মুন্‌শীরা কি করিলেন? তাঁহারা পয়সার লালসায় একা একা লাশের গোসল দিতে আরম্ভ করিলেন। দুই চারি জনকে পুতুলরূপে নিজের পশ্চাতে দাঁড় করাইয়া জানাজা-প্রার্থনা সমাপ্ত করিতে লাগিলেন। কেবল তাহাই নহে, কাফনের পাঁচ কাপড় ও তিন কাপড়ের পরিবর্তে দুই কাপড় দিয়া কাফন আত্মসাৎ করিতে শুরু করিলেন।

এই সময় শিশুদিগের নাম সমস্যাও দেখা দিয়াছিল। নবজাত শিশুর অভিভাবক নাম নির্বাচনের জন্য মোল্লা ও উস্তাদজীর নিকট আসিল; কিন্তু তাহাদের ইসলামী জ্ঞানের অভাব, সুতরাং তাহারা শিশুর অভিভাবককে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন:

> তোমরা মুসলমান হইলেও বাংলা দেশের মুসলমান। আরব দেশের মুসলমানদিগের জন্য যেমন আরবী ভাষার প্রয়োজন, তেমনি বাংলা দেশের মুসলমানদিগের জন্য বাংলা ভাষার নাম প্রয়োজন। কাসেম উদ্দীন, ইক্‌রাম উদ্দীন, জয়েন উদ্দীন, মঈন উদ্দীন, আকলিমা খাতুন, হালিমা খাতুন, রওশন আরা, খোদায়জাতুল কোবরা, উম্মে হাবীবা এসব নাম আরবী ও ফারসী ভাষার নাম। বাংলা ভাষার নাম এদেশের শিশুর জন্য অবশ্য প্রয়োজন।

ঠাকুর মহাশয়ের ব্যবস্থা অনুসারে নাম রাখা হইতে লাগিল—গোপাল, নেপাল, গোবর্ধন, হরিফুল্লা, নবাই, কুশাই, রূপি, বাউলী, পদ্মা, চিনী, চাঁপা, পটল, মুক্তা।

এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলা যাইতে পারে যে ইসলামের কোন চিহ্নই তখন পশ্চিম বাংলার সাধারণ মুসলমানদিগের মধ্যে অবশিষ্ট

রহিল না। তাহাদের দেখাদেখি পূর্ব বাংলায়ও এই সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এমনই যুগ-সন্ধিক্ষণে হাদী-এ-বাঙ্গালা সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর বাংলার বুকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিসার আলী ব্যতীত, তাঁহার পিতামাতার আরও তিনটি পুত্রকন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল—একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা। পুত্রের নাম রাখা হইয়াছিল সৈয়দ নিহাল আলী এবং কন্যা দুইটির নাম রাখা হইয়াছিল হামিদা খাতুন ও হাসিনা খাতুন। নিহাল আলী পরবর্তী কালে পিঠামীর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

নিসার আলীর জন্মপল্লীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব

মুঘল সম্রাট জালাল উদ্দীন মুহম্মদ আকবরের রাজত্বকালে এবং তাহারও পূর্বে হয়দারপুর স্বাধীন হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল। তখন হয়দারপুর ছিল শহর আর এখন হয়দারপুর একটি সামান্য গ্রাম। তখনকার হয়দারপুরের চৌহদ্দি ছিলঃ পূর্ব দিকে বেড়ভূম, পশ্চিম দিকে পদ্মা নদী ও মস্‌নদপুর, উত্তর দিকে মস্‌নদপুর এবং দক্ষিণ দিকে ব্রাহ্মণ নগর।

হয়দারপুরের শেষ স্বাধীন নরপতি রাজা কীর্তিধ্বজ চক্রবর্তীর রাজত্ব কালে মুঘল সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ যশোহরের বিদ্রোহী রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ মানসিংহ সসৈন্যে মস্‌নদপুর (অধুনা মস্‌নন্দপুর) আগমন করিয়া রাজা কীর্তিধ্বজ চক্রবর্তীকে এই মর্মে আদেশনামা প্রেরণ করিয়াছিলেন, "আমি এক দিন এক রাত্রি আপনার রাজধানীতে সসৈন্যে অবস্থিতি করিব।" রাজা কীর্তিধ্বজ মানসিংহের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কীর্তিধ্বজের সেনাপতি নীলমণি নিহত হইলে সৈন্যেরা ও রাজা স্বয়ং পলায়ন করেন।

হয়দারপুরের চতুর্থ রাজা চন্দ্রধ্বজ চক্রবর্তীর সিংহাসনারোহণের সময় তাঁহার স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে বর্তমান হয়দারপুরের পূর্ব দিকের কতকাংশকে চাঁদপুর নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। এই চাঁদপুরেই সৈয়দ নিসার আলী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহানুভব সৈয়দ উমর দারাজ

সৈয়দ নিসার আলীর দাদা-আব্বা (পিতামহ) হজরত সৈয়দ শাহ কদম রসূল শিশু নিসার আলীর জন্মকালে জীবিত ছিলেন না। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হজরত সৈয়দ শাহ উমর দারাজ জীবিত ছিলেন। নিসার আলীর জনক সৈয়দ হাসান আলী পিতৃব্য সৈয়দ উমর দারাজের নিকট মুরীদ হইয়া তাঁহার নিকট হইতে খিলাফতী সনদ শিজ্‌রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পৌত্রের জন্মসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সৈয়দ উমর দারাজ স্বীয় বাসভবন তারাগুনিয়া হইতে চাঁদপুর আগমন করতঃ শিশুর আকীকা করিয়া শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন নিসার আলী।

নিসার আলীর হাতে তখ্‌তী ও শিক্ষা

বালক নিসার আলীর বয়ঃক্রম যখন সাড়ে চারি বৎসর, তখন তাঁহার পিতা মাতা পুত্রের হাতে তখ্‌তী দিয়া পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বালক নিসার আলীর হাতে তখ্‌তীর পর হয়দারপুর গ্রামের তৎকালের শ্রেষ্ঠ উস্তাদ মুন্‌শী লালমিঞাকে বালককে আরবী, ফারসী ও উর্দূ ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য ও সেরপুর গ্রামের পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্যকে বালকের বাংলা ভাষা ও ধারাপাতাদি শিক্ষা দিবার জন্য উস্তাদ ও শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

বালক নিসার আলীর প্রাথমিক শিক্ষা লালমিঞা ও রামকমল ভট্টাচার্যের নিকট সমাপ্ত হওয়ার পর বিহার শরীফের একজন শিক্ষাবিদ্ অপ্রত্যাশিত ভাবে একদিন চাঁদপুর উপস্থিত হইলেন। গ্রামের অভিভাবকরা এই শিক্ষাবিদ্‌কে উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া পছন্দ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত করিয়া লালমিঞা ও ভট্টাচার্য মহাশয়কে দ্বিতীয় ও

তৃতীয় শিক্ষকের পদে রাখিয়া হয়দারপুর ও চাঁদপুরের মধ্যস্থলে এক মাদ্রাসা কায়েম করিলেন এবং এই শিক্ষকত্রয়ের উপর মাদ্রাসা পরিচালনার ভার অর্পণ করিলেন। এই নবাগত শিক্ষাবিদ্ ছিলেন আলেম ও হাফিজ। তিনি হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ নামে মশহূর হইলেন।

হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ পূর্ণ দুই বৎসর কাল মাদ্রাসার ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করিয়া নিসার আলী প্রভৃতি ছাত্রকে শরীয়তী ও তরীকতী শিক্ষা দিলেন। ছাত্রদিগের এই শিক্ষা সমাপ্ত হইলে হাফিজ সাহেব অভিভাবক দিগের নিকট দেশে যাইবার উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

অভিভাবকেরা হাফিজ সাহেবের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। বিদায়ের দিন নিসার আলী হাফিজ সাহেবকে বলিলেনঃ "আপনি আব্বাজানকে বলুন, আমি আপনার সহিত বিহার শরীফ যাইতে চাই।" হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ নিসার আলীর প্রস্তাব সৈয়দ হাসান আলী প্রমুখ বজর্গানকে জানাইলেন। এই প্রস্তাবে অন্য সকলেরই অমত হইল; কিন্তু নিসার আলীর জনক ও জননী প্রস্তাবে রাজী হইলেন। সৈয়দ হাসান আলী বলিলেনঃ দেশ ভ্রমণ শিক্ষার বিশেষ উপাদান। দশ বৎসর কিতাব পড়িয়া যে শিক্ষা না হয়, ছয় মাস দেশভ্রমণ করিলে তাহা অপেক্ষাও অধিক শিক্ষালাভ করা যায়। সৈয়দ হাসান আলীর এই উক্তি শ্রবণ করিয়া আর কাহারও অমত থাকিল না; নিসার আলী বিহার শরীফ গমনের অনুমতি পাইলেন।

হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ নিসার আলীকে সঙ্গে লইয়া বিহার শরীফ যাত্রা করিলেন এবং যথাসময় তাঁহারা বিহার শরীফ পেঁৗছিলেন। কয়েক দিন বিশ্রামের পর সুবা বিহারের ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানগুলি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। পীর আওলিয়াওলীর রওজা-পাক জিয়ারত করিলেন। জিন্দা দরবেশ সাহেবদিগের কদমবোস্ হইলেন। ছয় মাস পরে উস্তাদ শাগরিদ সুবে বাংলা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং যথাসময় তাঁহারা চাঁদপুর পেঁৗছিলেন।

সৈয়দ নিসার আলীর বয়ঃক্রম যখন অষ্টাদশ বৎসর, তখন তাঁহার কিতাব পড়া সমাপ্ত হইয়াছিল। নিসার আলী কোরান মজিদের ও হাদীস শরীফের হাফিজ হইলেন। আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিল। ফারসী ব্যাকরণ শাস্ত্র, আরবী ফরায়েজ শাস্ত্র, আরবী

দর্শন শাস্ত্র, ফারসী তসওফ শাস্ত্র, আরবী মোন্তেক শাস্ত্র, আরবী ও ফারসী কাব্যশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ নিসার আলী সমাপ্ত করিলেন।

নিসার আলী স্বীয় উস্তাদদ্বয়ের নিকট ও গুরুমহাশয়ের নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা কণ্ঠস্থ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, নিজের জীবনে তাহা পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেন। সৈয়দ নিসার আলী তৎকালে প্রচলিত বাংলা ভাষা ও অঙ্ক শাস্ত্রও নিজের আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন।

সৈয়দ নিসার আলী আরবী, ফারসী ও বাংলা ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তিনি যখন যে ভাষায় বক্তৃতা করিতেন, তাঁহাকে সেই ভাষাভাষী বলিয়া শ্রোতাদিগের ধারণা জন্মিত।

সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর

সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন কেন, তাহা বলা দরকার। বাংলা দেশে যিনি নিসার আলীর আদি পিতা, তাঁহার নাম ছিল হজরত সৈয়দ শাহাদত আলী। শাহাদত আলীর একমাত্র পুত্র সৈয়দ হাশমত আলী। হাশমত আলীর অন্যতম পুত্র সৈয়দ আব্দুল্লাহ। সৈয়দ আব্দুল্লাহ ছিলেন একাধারে দরবেশ ও বিশিষ্ট আলেম। দিল্লীর তখ্তনশীন বাদশাহ জাফরপুরের প্রধান বিচার আদালতের[১] প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে মীর ইন্সাফ উপাধিগৌরবে ভূষিত করিয়াছিলেন[২]। সেই সময় হইতে শাহাদাত আলীর বংশধরেরা মীর[৩] ও সৈয়দ উভয় উপাধিই ব্যবহার করিতেন।

সৈয়দ নিসার আলী তিতু নামে পরিচিত হইয়াছিলেন কেন, সেই কথাটাই এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়। নিসার আলীর জন্মের বহু পূর্ব হইতে বাঙ্গালীরা ডাক্তারের নাম জানিত না। হাকিমের নাম জানিত, পরন্তু হাকিমী চিকিৎসাও সহজলভ্য ও সহজপ্রাপ্য ছিল না।

---

১ জাফরপুর তখন যশোহরের শামিল ছিল। বর্তমান সময় জাফরপুর গ্রাম চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত।

২ ইংরাজেরা মীর ইন্সাফকে চীফ জজ বলিত।

৩ মীর শাহী আমলের শ্রেষ্ঠ উপাধি এবং সৈয়দ বংশগত উপাধি।

দেশে কবিরাজ, বৈদ্য ছিল ; কিন্তু যখন তখন লোকে কবিরাজ বৈদ্য ডাকিত না। জ্বর-জাড়ি কদাচ কখন হইত। ম্যালেরিয়া জ্বর, টাইফয়েড জ্বর, টাইফাস জ্বর তখন বাঙ্গালীর অজ্ঞাত ছিল। জ্বর-জাড়ি হইলে বাড়ীর বা পাড়ার গৃহিণীরা ফেন, পাতার রস, মুথার রস, মাটি সেকা দিয়া---তিনদিন পরে, কখন কখন আট দিন পরে, রোগীকে সেবন করাইত। তাহাতেই জ্বর সারিয়া যাইত।

তাহাতে যদি জ্বর আরোগ্য না হইত, তাহা হইলে গৃহিণীরা ঘুষড়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করাইতেন, জ্বর সারিয়া যাইত। দুই চারি বৎসর আর রোগীর জ্বর-জাড়ি হইত না।

জানিতে পারা গিয়াছে, নিসার আলীর বয়ঃক্রম যখন পাঁচ ছয় বৎসর তখন একবার তাঁহার জ্বর হইয়াছিল। সেই জ্বরে নিসার আলী কয়েকদিন ভুগিয়াছিলেন। তখনকার নিয়মানুসারে অষ্টাহারা দিয়া বেলপাতা ও মুথা গোঁড়ের রস, বটি-সেকা দিয়া নিসার আলীকে সেবন করান হইয়াছিল ; কিন্তু জ্বর আরোগ্য হয় নাই। সুতরাং উপরোক্ত গাছ-গাছড়াগুলির দ্বারা ঘুষড়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া নিসার আলীকে সেবন করান হইলে জ্বর আরোগ্য হইয়াছিল।

উক্ত মহা তিক্ত ঔষধ সেবন করিতে নিসার আলী আদৌ অস্বীকৃতি জানাইতেন না, বিনা আপত্তিতে ঔষধ সেবন করিতেন। দৌহিত্রের এই অবস্থা দর্শন করিয়া জয়নব খাতুন আদর করিয়া নিসার আলীকে 'তিতামিঞা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। নিসার আলী সেই তিতামিঞা হইতে তিতুমীর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহাই তিতামীর বা তিতুমীর নামের ইতিহাস। এখন হইতে আমরা নিসার আলীকে তিতুমীর নামেই উল্লেখ করিব।

তিতুমীরের শরীর চর্চা

যে যুগে তিতুমীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী কিশোর ও যুবকেরা তখন শরীর চর্চা করিত। হয়দারপুর ও চাঁদপুর এই উভয় গ্রামের মধ্য স্থলে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে শরীর চর্চার আখড়া ছিল। এই আখড়ার উস্তাদ ছিলেন হয়দারপুর নিবাসী শেখ মুহম্মদ হানিফ।

হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ মাদ্রাসার প্রধান মোদার্রেস পদে বহাল হওয়ার পর তিনি কোন কোন সময় আখড়ার কসরত দর্শন করিতেন ও ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে উস্তাদ মুহম্মদ হানিফকে হুঁশিয়ার করিতেন; ফলে, হানিফ মিয়া হাফিজ সাহেবের দিকে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইলেন ও হাফিজ সাহেবকে আখড়ার উস্তাদ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। কেবল তাহাই নহে, নিজেও হাফিজ নিয়ামত উল্লার শাগরেদী স্বীকার করিলেন।

হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ নিয়মিতভাবে কস্‌রত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ডন-কুস্তী, মালকাঠ উত্তোলন, সিনামারা, হা-ডুডু খেলা, লাঠি খেলা, ঢাল শড়কী খেলা, তরবারি ভাজা, তীর গুলতী, কটুর চালনা, বাঁশের বন্দুক চালনা, গেঁটে কামান চালনা আখড়ায় শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ মাদ্রাসার ছাত্রদিগকে যেমন কিতাবী ইলেম শিক্ষা দিতে লাগিলেন, তেমনই আখড়ার ছাত্রদিগকে নানাশ্রেণীর কস্‌রতও শিক্ষা দিতে লাগিলেন। হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ ছাত্রদিগকে কোরান, কাব্য ও অলঙ্কার রসের আস্বাদ দিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন না, তিনি প্রত্যহ বৈকালে ও সন্ধ্যারাত্রিতে আখড়ার শিষ্যদিগকে নানাবিধ ওজুদী কস্‌রত, নানাপ্রকার অস্ত্র চালনার কৌশল এবং প্রয়োজনীয় রাজনীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই আখড়ার সর্দার ছাত্র হইলেন দুই জন---শেখ মুহম্মদ হানিফ ও সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।

তিতুমীরের বিবাহ

তিতুমীরের বিবাহ হইয়াছিল চব্বিশ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া থানার (তখন বাদুড়িয়ায় থানা প্রতিষ্ঠা হয় নাই) অন্তর্গত খালপুর গ্রামের বিখ্যাত দরবেশ হজরত শাহ সূফী মুহম্মদ আসমত উল্লাহ সিদ্দিকীর পৌত্রী এবং হজরত শাহ সূফী মুহম্মদ রহীম উল্লাহ সিদ্দিকীর কন্যা মায়মূনা খাতুন সিদ্দিকার সহিত। দেয়ানমোহর ধার্য হইয়াছিল সতের শত টাকা ও পাঁচ আশরফী[৪]।

---

৪ খাসপুরের সিদ্দিকী বংশের কন্যাদের দেয়ানমোহরের বাঁধা নিয়ম ছিল সতের শত টাকা ও পাঁচ আশরফী। আজিও এই নিয়ম প্রচলিত আছে।

তিতুমীরের বিবাহের চতুর্দশ দিন পরে তাঁহার ছোট দাদাজান সৈয়দ উমর দারাজ রাজী—একশত পাঁচ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করিয়াছিলেন এবং ছয়মাস পরে তাঁহার পিতা সৈয়দ হাসান আলী ওফাত করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে হাসান আলীর বয়স হইয়াছিল পঞ্চান্ন বৎসর।

কলিকাতায় তিতুমীর

পিতৃ-বিয়োগের এক বৎসর পরে যুবক তিতুমীর জননী, মাতামহী, মাতামহ, সহধর্মিনী এবং কনিষ্ঠ ভাই-বোনদিগের নিকট বিদায় লইয়া উস্তাদ হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্‌র সঙ্গে কলিকাতা গমন করিলেন।

তিতুমীর ও তাঁহার উস্তাদ হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্‌ এবারও কলিকাতায় আসিয়া তালিব টোলায় (বর্তমান নাম তালতলা) হাফিজ মুহম্মদ ইসরাঈলের বাসায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন[৫]।

তৎকালের কলিকাতা শহর বলিতে পূর্ব-উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের চৌহদ্দি ছিল বর্তমান সময় যে স্থানে আপার সার্কুলার রোড সেই স্থান। পশ্চিম দিকের চৌহদ্দি ছিল গঙ্গা। এই চৌহদ্দির বাহিরে যে সকল স্থান ছিল, ইংরাজ সেই সকল স্থানকে পঞ্চান্নগ্রাম নামে অভিহিত করিয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, পঞ্চান্নগ্রাম নওয়াবী আমলের।

তখন সূতানুটি, গোবিন্দপুর, ধাপধাড়া, চুনাপুকুর, কুনারীটোলা, তালিব টোলা, মিস্‌রীগঞ্জ, মাহ্‌দীবাগ, কোমেদান বাগ, হরিণবাড়ী, শরীফপুর লতিফপুর, ইয়ারপুর, হামেদপুর, নবাগতপুর, মীর্জাপুর, পার্সীবাগান, রাধাপুর, বাগবানপুর—এই উনিশখানি গ্রাম লইয়া কলিকাতা শহর ছিল। রাস্তার সংখ্যা ছিল অতি কম। কলুটোলা হরিণবাড়ী গ্রামের অন্তর্ভুক্ত একটি পাড়ার নাম ছিল। শোভাবাজার, আহিরিটোলা, কুমার টুলি নামের পাড়াগুলির তখনও সৃষ্টি হয় নাই।

---

৫ হাফিজ মুহম্মদ ইসরাঈলও বিহার শরীফের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কলিকাতার তালিবটোলার জামে মসজিদে পেশ ইমামের পদে বহাল ছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি কলিকাতায় প্রবাস জীবন যাপন করা কালে তালিবটোলার মুন্‌শী সৈয়দ আহসান আলীর একমাত্র কন্যা আকলিমা খাতুনকে বিবাহ করিয়া কলিকাতা-বাসী হইয়াছিলেন।

কুস্তী প্রতিযোগিতার সংবাদ

তিতুমীর ও হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্ কয়েকদিন কলিকাতায় অবস্থিতি করার পর একদিন শুনিতে পাইলেন, মিসরীগঞ্জের[৬] নাদের হুসাইন খলীফার আখড়ায় একদল নামজাদা কুস্তীগীর কুস্তী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন।

নির্দিষ্ট দিন নির্দিষ্ট সময় হাফিজ মুহম্মদ ইসরাঈল হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্ ও তিতুমীরকে সঙ্গে লইয়া কুস্তী প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিবার জন্য নাদের হুসাইন মিসরীগঞ্জের আখড়ায় উপস্থিত হইলেন। যথাসময় কুস্তী আরম্ভ হইল। তিনদিন ধরিয়া দ্বাদশ জন পাহালওয়ানের ছয়টি জোড়-কুস্তী হইল[৭]।

তিনদিন ছয়জোড় কুস্তী দর্শন করিয়া কুস্তী ইল্‌মে বিশেষজ্ঞ হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্ শিষ্য তিতুকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ কুস্তী দর্শন করিয়া কেমন বুঝিলে? সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছ কি?

জওয়াবে তিতু বলিলেনঃ ইঁহাদের সকলেই নামযাদা পাহালওয়ান, আমি কি ইঁহাদের যোগ্যতার দোষ ত্রুটির বিচার করিতে পারি?

শাগরীদের মুখে এই প্রকার শায়েস্তা জওয়াব শ্রবণ করিয়া উস্তাদ হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্ সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেনঃ তুমি কি সাহস করিতে পার? আমিত কুস্তীর সমস্ত দাঙ-প্যাঁচ ইল্‌ম তোমাকে শিক্ষা দিয়াছি।

জওয়াবে তিতু বলিলেনঃ আপনার হুকুম পাইলে এবং সকল মুরুব্বির দেওয়া থাকিলে আমার সাহস হয়।

হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্ শিষ্যের মুখে এই প্রকার আদবানা জওয়াব পাইয়া খুবই সন্তুষ্ট হইলেন এবং হাফিজ মুহম্মদ ইসরাঈলকে সমস্ত কথা

---

৬ মিসরীগঞ্জ তালিবটোনারই একটি অংশ। ইংরাজ আমলে এখানে আসিয়া মিসরবাসী সওদাগরেরা বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং সেই জন্যই তালিবটোলার এই অংশ মিসরীগঞ্জ নামে অভিহিত হইয়াছিল।

৭ সে যুগে তখনও পেশাদারী কুস্তী প্রতিযোগিতার রেওয়াজ হয় নাই। দেশের ধনবান ব্যক্তিরা বখ্‌শিশ দিয়া পাহালওয়ানদিগকে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহারা বিজয়ী পাহালওয়ানকে ইনাম ও খেলৎ দিতেন এবং পরাজিত পাহালওয়ানকে কেবল ইনাম দিতেন। পাহালওয়ান হইয়া ধন উপার্জন করিতে হইবে, এই প্রকার মনোবৃত্তি তখন পাহালওয়ানদিগের মনে আদৌ স্থান পাইত না।

বলিলেন। হাফিজ মুহম্মদ ইসরাঈল খলীফা নাদের হুসাইনকে জানাইলেন, খলীফা নাদের হুসাইন তিতুমীরের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া প্রথম দিনের বিজয়ী পাহালওয়ান আরিফ আলীর সহিত তিতুর জোড় সাব্যস্ত করিলেন এবং উভয়কে আখড়ায় নামাইয়া দিলেন।

আখড়ায় নামিয়া তিতু স্বীয় জোড় পাহালওয়ান আরিফ আলীর উভয় হস্ত ধারণ করিয়া চুম্বন করতঃ বলিলেনঃ

> আপনি বয়ঃজ্যেষ্ট। কর্তব্য পালন করিতে গিয়া হয়ত কিছু বে-আদবী হইতে পারে। আপনি আমার সে বে-আদবী গ্রহণ করিবেন না। এখনও আমার শিক্ষাকাল। ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। আপনি আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলি ক্ষমা করিবেন। আমি আমার উস্তাদের সম্মান রক্ষারই চেষ্টা করিব। আমার উস্তাদ আমাকে যতটুকু শিক্ষা দিয়াছেন, আমি আপনার নিকট ততটুকুরই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব। আশাকরি, আপনি আমার ধৃষ্টতা গ্রহণ করিবেন না।

পাহালওয়ান আরিফ আলী তিতুর বিনয় সৌজন্য ও নির্ভিকতায় মুগ্ধ হইলেন। তিনি তিতুর দেহের গঠন সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য সৌন্দর্য দর্শন করিয়া সুখানুভব করিলেন। উভয়ে যথানিয়মে তাল ঠুকিয়া কুস্তীর দাঙ-প্যাঁচ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত উভয় পাহালওয়ান নানা ছন্দে-বন্দে কুস্তী করিলেন; কিন্তু জয় পরাজয়ের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছিল না; দর্শকেরা অনিশ্চিত উদ্বেগের মধ্যে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর দর্শকদিগের বিস্ফারিত চক্ষু দেখিল, তিতু জয়লাভ করিয়া আরিফ আলীর বক্ষের উপর বসিয়া আছেন।

এই অবস্থা দর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। সকলেই তিতুমীরকে সম্বর্ধনা জানাইল। আখড়ার উস্তাদ নাদের হুসাইন আখড়ায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং উভয় পাহালওয়ানকে পৃথক করিয়া তিতুকে বক্ষের উপর উঠাইয়া লইয়া উপরে উঠিলেন। দর্শকেরা তিতুর সাবাসী ঘোষণা করিতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়

কলিকাতা শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাহালওয়ান আরিফ আলীকে পরাজিত করিয়া সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর জয়লাভ করায় কেবল যে তিতুরই প্রশংসা হইয়াছিল তাহা নহে, তিতুর উস্তাদ হাফিজ নিয়ামত উল্লাহরও যথেষ্ট প্রশংসা হইয়াছিল। কয়েকদিন পর্যন্ত দলে দলে লোক আসিয়া বাচ্চা পাহালওয়ান তিতুকে ও তাঁহারা উস্তাদ নিয়ামত উল্লাহ্‌কে দর্শন করিয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে লাগিল।

মিস্‌রীগঞ্জের আখড়া কমিটির সদর মিসরের অন্যতম সওদাগর জামাল উদ্দীন আফেন্দী আরিফ আলীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী পাহালওয়ান কোন প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই ত? জওয়াবে আরিফ আলী বলিয়াছিলেন: না, তিনি কোন প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় ত গ্রহণ করেনই নাই, অধিকন্তু তাঁহার পাহালওয়ানী কৌশলকে আমি ন্যায়তঃ ধর্মতঃ প্রশংসা করিতে বাধ্য।

আখড়ার প্রেসিডেন্ট জামাল উদ্দীন আফেন্দী শেষ দিনের কুস্তী সমাপ্তির পর খলীফা নাদের হুসাইনকে বলিলেন:

> অদ্য রাত্রে আমার বাড়ীতে আপনার বাচ্চা পাহালওয়ান তিতুমীরের, হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্‌র, হাফিজ মুহম্মদ ইসমাঈলের এবং অপর দ্বাদশ জন পাহালওয়ানের দাওয়াত থাকিল, আপনি আমার তরফ হইতে বলিয়া দিন। সকলে মেহেরবানি করিয়া দাওয়াত্‌ কবুল করিলে আমি অনুগৃহীত হইব।

সকলে আফেন্দী সাহেবের দাওয়াত কবুল করিলেন। আফেন্দী সাহেবও সকলের মেহ্‌মাননেওয়াজী করিলেন।

মিস্‌রীগঞ্জের আখড়ার কুস্তীতে কলিকাতার অন্যতম নামজাদা পাহালওয়ান আরিফ আলীর পরাজয় এবং বাংলার এক পল্লীগ্রামের পাহালওয়ান তিতুমীরের জয়সংবাদ বিদ্যুতবেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই সংবাদে পাহালওয়ানদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। পথে, বাজারে, দোকানে সর্বত্রই এই সংবাদের চর্চা হইতে লাগিল। মীর্জাপুর গ্রামেও এই সংবাদ পেঁৗছিল।

সে যুগে মীর্জাপুর গ্রামে এক নামকরা আখড়া ছিল। আখড়ার উস্তাদ ছিলেন শেখ মুহম্মদ হাসান। তিনি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হইলেন এবং স্থির করিলেন, যে কোন উপায়েই হউক এই পল্লী গ্রামের পাহালওয়ানকে পরাজিত করিয়া কলিকাতার পাহালওয়ানদিগের সুনাম ও ইজ্জত রক্ষা করিতেই হইবে।

নাদের হুসাইনের নিকট শেখ মুহম্মদ হাসানের পত্র

খলীফা মুহম্মদ হাসান এইরূপ চিন্তা করিয়া এক প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, মীর লাল মুহম্মদের সহিত তিতুমীরের কুশ্‌তী প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা। এইরূপ স্থির করিয়া মুহম্মদ হাসান খলীফা নাদের হুসাইনকে এক পত্র লিখিয়া তিতুমীরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার দাওয়াত্‌ পাঠাইলেন। যথাসময় পত্র বাহক দাওয়াত্‌ পত্র লইয়া খলীফা নাদের হুসাইনকে দিল। নাদের হুসাইন পত্র বাহককে সঙ্গে লইয়া তালিবটোলায় হাফেজ মুহম্মদ ইসরাঈলের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া পত্রখানি মুহম্মদ ইসরাঈলকে দিলেন।

মুহম্মদ ইসরাঈল পত্র পাঠ করিয়া নিয়ামত উল্লাহ্‌ ও তিতুমীরের হাতে দিলেন। উভয়ে পত্র পাঠ করিয়া নাদের হুসাইনের মত জানিতে চাহিলেন।

খলীফা নাদের হুসাইন পত্র বাহককে জিজ্ঞাসা করিলেন: খলীফা সাহেব, কাহার সহিত আমাদের তিতুমীরের জোড় সাব্যস্ত করিয়াছেন? পত্রবাহক বলিল: খলীফা সাহেব মীর লাল মুহম্মদের সহিত জোড় সাব্যস্ত করিয়াছেন।

নির্দিষ্ট দিন সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরকে সঙ্গে লইয়া

হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্ হাফিজ মুহম্মদ ইসরাঈল ও খলীফা নাদের হুসাইন মীর্জাপুর আখড়ার খলীফা শেখ মুহম্মদ হাসানের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে সকলে এক সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতঃ আখড়ায় গমন করিলেন।

নির্ধারিত সময়ে খলীফা শেখ মুহম্মদ হাসান উভয় পাহালওয়ানকে আখড়ায় নামাইয়া দিলেন। মীর লাল মুহম্মদ স্বীয় উস্তাদ মুহম্মদ হাসানের পদধূলি গ্রহণ করিয়া আখড়ায় নামিলেন। তিতুমীরও স্বীয় উস্তাদ হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্র উস্তাদ বন্ধু হাফিজ মুহম্মদ ইসরাঈলের এবং উস্তাদ তুল্য খলীফা নাদের হুসাইনের পদধূলি গ্রহণ করিয়া ও উপস্থিত সকলের দোয়া ভিক্ষা করিয়া আখড়ায় নামিয়া পড়িলেন।

উভয় পাহালওয়ান আখড়ায় নামিয়া উভয়ে উভয়কে পরাজিত করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতে ছিলেন না। অনেক্ষণ পর্যন্ত কাহারও জয়-পরাজয় সাব্যস্ত হইল না। তাহার পর আল্লাহ্র রহমতে তিতুমীর মীর লাল মুহম্মদকে চিৎ করিয়া তাঁহার বক্ষের উপর চড়িয়া বসিলেন।

এই অবস্থা দর্শন করিয়া দর্শকেরা আনন্দে তিতুমীরের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। আখড়া কমিটীর সদর (প্রেসিডেন্ট) মীর্জা গোলাম আম্বিয়া বলিয়া উঠিলেন: সাবাস্ সৈয়দ নিসার আলী, সাবাস্! সাবাস তিতুমীর সাবাস। সাবাস শের-ই চাঁদপুর সাবাস। খলীফা নাদের হুসাইন মহা আনন্দে বলিয়া উঠিলেন: সাবাস হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্র পাহালওয়ানী কৌশল—সাবাস। বিজয়ী ও পরাজিত পাহালওয়ানদ্বয়কে ইন্‌য়াম খিলাত দিয়া উৎসাহিত করা হইয়াছিল।

এখানে আমরা সর্বপ্রথম মীর্জা গোলাম আম্বিয়ার পরিচয় দিব। মীর্জা গোলাম আম্বিয়া ছিলেন শাহী খান্দানের লোক এবং তিনি ছিলেন লা-আওলাদ—নিঃসন্তান। পক্ষান্তরে তিনি ছিলেন মীর্জাপুর গ্রামের জমিদার। জমিদারীতে যাহা আয় হইত, তাহার অধিকাংশই ব্যয় হইত সৎকার্যে।

তাঁহার বাড়ীর চৌহদ্দি ছিল বর্তমান সময় কলিকাতায় বৈঠকখানা রোড নামে যে রাস্তাটি আছে ঐ রাস্তার পশ্চিম, মীর্জাপুর রোড (পরে মীর্জাপুর ষ্ট্রীট) নামের রাস্তার উত্তর বর্তমান আমহার্স্ট ষ্ট্রীটের আরও পশ্চিমে প্রায় কুড়ি হস্ত দূরে উত্তর দক্ষিণে লম্বা এবং দক্ষিণ টাওয়ার বাগান নামক বাগিচা। তাঁহার বাড়ীর চতুর্দিক ছিল প্রাচীর বেষ্টিত। তাঁহার বাড়ীর

নাম ছিল মীর্জা মঞ্জিল। তাঁহারই বৈঠকখানার নামে বৈঠকখানা রোড এবং তাঁহারই পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে মীর্জাপুর রোড হইয়াছিল। মীর্জা মঞ্জিলের দক্ষিণ দিকে ছিল মীর্জা তালাব ও মীর্জা বাগ। এই মীর্জা তালাব ও মীর্জা বাগ পরবর্তীকালের মীর্জাপুর পার্ক নামে অভিহিত হইয়াছিল। এক্ষণে উক্ত মীর্জাপুর পার্ক কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির নির্দেশে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক নামে অভিহিত হইয়াছে। মীর্জা গোলাম আম্বিয়া বৃদ্ধ বয়সে বৈঠকখানা রোডের ও মীর্জাপুর রোডের জমি এবং মীর্জা তালাব ও মীর্জা বাগ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিকে দান করিয়া এবং অপরাপর সম্পত্তি ও বাড়ীঘর বিক্রয় করিয়া মক্কা শরীফে হিজরত করিয়াছিলেন। বর্তমান সময় বৈঠকখানা রোডের যে ইতিহাস বর্ণনা করা হইয়া থাকে, তাহা সত্য নহে। মীর্জা তালাব ও মীর্জা বাগকে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক নাম দিবার কোন অধিকার ন্যায়তঃ ধর্মতঃ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ছিল না। যে সময় মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ শ্রদ্ধানন্দের স্মৃতি রক্ষার্থ মীর্জাপুর পার্কের নাম পরিবর্তন করিয়াছিলেন, তখন কলিকাতার প্রায় বিংশ সহস্র মুসলমান উক্ত মীর্জাপুর পার্কে সমবেত হইয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ; কিন্তু মিউনিসিপ্যালি কর্তৃপক্ষ তাহা গ্রাহ্য করেন নাই।

মীর্জা সাহেবের দৈনন্দিন কার্য-সূচী

এখানে উল্লেখযোগ্য যে মীর্জা গোলাম আম্বিয়া ছিলেন আহ্‌লে সুন্নাত জমায়াতভুক্ত মুসলমান। তিনি যে নিঃসন্তান ছিলেন, সে কথা আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি।

তাঁহার দৈনন্দিন কার্যসূচী ছিল নিম্নরূপ : এশার নামাজের পর প্রত্যহ মজলিস বসিত। মজলিসে অনেক বিশিষ্ট লোক যোগদান করিতেন। রাত্রি আন্দাজ এগারটার সময় মজলিস ভঙ্গ হইত। যেদিন কোন মেহমান না থাকিত, সে দিন মীর্জা সাহেব অন্দর মহলে ভোজন করিতেন আর যে দিন মেহমান থাকিত, সেদিন তিনি বাহির মহলে মেহমানের সঙ্গে ভোজন করিতেন। ভোজনান্তে শয্যা গ্রহণ করিতেন।

রাত্রি আন্দাজ চারটার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া হাজতে ইন্‌সানী (পেশাব পায়খানার প্রয়োজন থাকিলে) সমাপ্ত করিয়া, ওজু করিয়া পাক

হইতেন এবং তাহাজ্জদ নামাজ ও বেতেরের নামাজ আদায় করিয়া ফজরের সময় পর্যন্ত তস্‌বীহ তিলওয়াতে সময় অতিবাহিত করিতেন। তাহার পর ফজরের নামাজ আদায় করতঃ পুনরায় তসবীহ তাহলিলে ইশরাকের সময় পর্যন্ত অতিবাহিত করিয়া ইশরাকের নামাজ আদায় করতঃ হুজরা হইতে বাহির হইতেন এবং মজলিসে যোগদান করিতেন।

এই সময় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি মজলিসে আসিয়া মিলিত হইতেন। ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতির আলোচনা চলিত। এই আলোচনার সময়ই নাশতা আসিত। মীর্জা সাহেব সকলকে সঙ্গে লইয়া নাশতা করিতেন, অতঃপর চিলিমবরদার কলিকায় তামাক সাজিয়া দিয়া যাইত। বেলা আন্দাজ নয়টা সাড়ে নয়টার সময় মজলিস ভাঙ্গিত।

মজলিস ভঙ্গ হইলে মীর্জা গোলাম আম্বিয়া বৈষয়িক কার্যে মনোনিবেশ করিতেন। পেশকার আবশ্যকীয় কাগজ-পত্র দৃষ্টি করাইলে তাহাতে প্রয়োজনীয় হুকুম দিতেন।

দ্বিপ্রহরের আহারান্তে বিশ্রামের পর মীর্জা গোলাম আম্বিয়া কাছারীতে বসিতেন। এই সময় প্রজাবর্গের, পাড়াপড়শীর ও মালতের লোকদিগের নিবেদন-আবেদন, অভাব-অভিযোগ শুনিতেন এবং বিচার ব্যবস্থা করিতেন। প্রায় পাঁচটার সময় কাছারী ভঙ্গ হইত। আসরের নামাজ অন্তে মীর্জা গোলাম আম্বিয়া নাশতা করিয়া ভ্রমণে বাহির হইতেন। কোন দিন মগরিবের পূর্বে, কোনদিন মগরিবের পরমীর্জা মঞ্জিলে প্রত্যাবর্তন করিতেন।

অতঃপর মীর্জা সাহেব বাঁদী-চাকর বাজার সরকারদিগের সহিত সংসার সংক্রান্ত আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া এশার নামাজ আদায় করিতেন।

ফাতেহা-দো-আজ-দহম

যে সময় সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর ও তাঁহার উস্তাদ হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ মীর্জা মঞ্জিলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে ছিল রবিউল আউয়াল মাস—হজরত রসূলুল্লাহর জন্ম মাস। ১১ই রবিউল আউয়াল তারিখে প্রাতঃকালের মজলিসে মীর্জা গোলাম আম্বিয়া সকলকে জানাইলেন ঃ

অদ্য বৈকালে মীর্জা মঞ্জিলের নিয়মানুসারে দরওয়ানেরা লাঠি ও

ঢাল-সড়কী খেলা করিবে। সন্ধ্যার পর মিলাদ শরীফ বয়ান হইবে।
আপনারা সকলে উক্ত দুইটি জলসায় সবান্ধবে যোগদান করিবেন।

মীর্জা গোলাম আম্বিয়ার জমিদারী কার্যের জন্য মীর্জা মঞ্জিলের কয়েক-জন বেতনভুক দরওয়ান ছিল। দরওয়ানদিগের মধ্যে কতক ছিল বাঙ্গালী এবং কতক ছিল বিহারী। বিহারী দরওয়ানেরা ছিল গয়ার লোক এবং বাঙ্গালী দরওয়ানেরা ছিল বাকেরগঞ্জের লোক। প্রত্যেক বৎসর তাহারা ফাতেহা-দো-আজ-দহম উপলক্ষে ১১ ই রবিউল আউয়াল তারিখের বৈকালে মীর্জা মঞ্জিলের বৈঠকখানার সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে লাঠি ও ঢাল-সড়কী খেলা করিয়া নিজেরা আনন্দ উপভোগ করিত এবং দর্শকদিগকেও আনন্দ দান করিত।

বৈকালে যথাসময়ে খেলা দেখিবার জন্য মীর্জা মঞ্জিলের বৈঠকখানা প্রাঙ্গণে বহু লোকের সমাগম হইল। দরওয়ানেরাও লাঠি ও ঢাল-সড়কী সজ্জায় সজ্জিত হইয়া আঙ্গিনায় কাতারবন্দীভাবে দাঁড়াইল। গয়ার দরওয়ানদিগের সর্দারের নাম শের মুহম্মদ খাঁ এবং বাকেরগঞ্জের দরওয়ান-দিগের সর্দারের নাম আহমদ হুসাইন মিয়া। মীর্জা সাহেব উক্ত সর্দারদ্বয়কে জমাদার বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

খেলা আরম্ভের সময় হইলে মীর্জা সাহেব জমাদারদ্বয়কে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন:

> আজ তোমাদের সৌভাগ্য বশতঃ এখানে সৈয়দ সাহেব ও তাহার উস্তাদ হাফিজ সাহেব উপস্থিত আছেন। ইঁহারা উভয়েই লাঠি ও ঢাল-সড়কী খেলায় পারদর্শী। আমি আশা করি, তোমরা আজ খেলা দেখাইয়া উভয় মেহ্‌মানকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে। অদ্যকার পবিত্র দিনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এবং তোমাদের সম্মান অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আল্লাহ্‌র রহম তোমাদের উপর অবতীর্ণ হউক, ইহাই আমি আল্লাহ্‌র দরগাহে প্রার্থনা করিতেছি।

মীর্জা সাহেবের উৎসাহবাণী ও তাঁহার দোওয়া প্রাপ্ত হইয়া জমাদারদ্বয় সকলকে সশ্রদ্ধ তসলীম জানাইয়া নিজ দলের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইল এবং খেলা আরম্ভ করিবার নির্দেশ দিল। খেলোয়াড়েরা প্রথমে লাঠি খেলা, তাহার পর ঢাল-সড়কী খেলা আরম্ভ করিল। খেলা শেষ হইলে

জমাদারদ্বয় পুনরায় মীর্জা সাহেবের ও মাননীয় অতিথিদ্বয়ের সম্মুখে আসিয়া তস্‌লীম করিয়া দাঁড়াইল।

মীর্জা গোলাম আম্বিয়া হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্‌র দিকে তাকাইয়া বলিলেন ঃ

> অদ্যকার খেলার দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে আপনাদের মন্তব্য-সমালোচনা শ্রবণ করিবার জন্য খেলোয়াড়েরা এবং দর্শকবৃন্দ আগ্রহান্বিত। আশাকরি, আপনারা আমাদিগকে ও খেলোয়াড়দিগকে হতাশ করিবেন না।

মীর্জা সাহেবের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্ জমাদারদ্বয়কে বলিলেন, 'আপনারা খেলোয়াড়দিগকে আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে বলুন।' জমাদারদ্বয়ের ইঙ্গিতে খেলোয়াড়েরা সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্ শিষ্য নিসার আলী ওরফে তিতুমীরকে খেলার সমালোচনা করিবার নির্দেশ দিলেন।

তিতুমীর কর্তৃক খেলার সমালোচনা

সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর স্বীয় উস্তাদের আদেশে খেলার সমালোচনা করিলেন। সমালোচনা শ্রবণ করিয়া দর্শকেরা ও খেলোয়াড়েরা স্তম্ভিত হইল। তিতুমীরের সমালোচনার সারমর্ম ছিল, 'লাঠি খেলায় গয়ার খেলোয়াড়েরা উত্তম খেলোয়াড় এবং ঢাল-সড়কী খেলায় বাকেরগঞ্জের খেলোয়াড়েরা উত্তম খেলোয়াড় ; কিন্তু কোন দলের খেলোয়াড়দিগের খেলাই প্রথম শ্রেণীর খেলা নহে। তাহাদের খেলায় অনেক দোষ-ত্রুটি রহিয়াছে।'

দর্শকদিগের অনুরোধ

সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের সমালোচনা শ্রবণ করিয়া মীর্জা গোলাম আম্বিয়া ও অপরাপর দর্শক তিতুমীরকে বলিলেন ঃ

> আপনি যখন এমন নিপুণ সমালোচক, তখন খেলা দেখাইয়া

খেলোয়াড়দিগের ভুল-ত্রুটি বুঝাইয়া দিলে আমরা অনুগৃহীত হইব।

জওয়াবে তিতুমীর বলিলেন, 'আমি কাহার সহিত খেলা করিয়া আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করিব?'

মীর্জা সাহেব হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্‌র দিকে তাকাইয়া তিতুমীরের উক্তির জওয়াবে বলিলেন, 'আপনার উস্তাদের সহিত খেলা করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

সৈয়দ নিসার আলী স্বীয় উস্তাদের দিকে তাকাইলে হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্‌ বলিলেন, 'মেজ্‌মানের আদেশ পালন করা মেহ্‌মানের অবশ্য কর্তব্য।' ইহা বলিয়া হাফিজ সাহেব তিতুকে সঙ্গে লইয়া আসরে নামিয়া পড়িলেন।

আসরে নামিয়া হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্‌ ও তিতুমীর প্রথমে লাঠি খেলা আরম্ভ করিলেন এবং খেলার মধ্য দিয়া তিতু খেলোয়াড়দিগের দোষ-ত্রুটি বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। লাঠি খেলার পর ঢাল-সড়কী খেলা আরম্ভ হইল। তিতুমীর এই খেলার মধ্য দিয়াও খেলোয়াড়দিগের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি বুঝাইয়া দিলেন।

উস্তাদ শাগরীদের খেলা দেখিয়া সাধারণ দর্শক ও খেলোয়াড়েরা উভয়কে সাবাসী দিলেন। সকলে একবাক্যে বলিলেন, 'এমন উচ্চাঙ্গের খেলা আমরা আর কখনও দেখি নাই।'

মীর্জা সাহেবের মুর্শিদ-সংবাদ

১৩ই রবিউল আউয়াল মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মীর্জা গোলাম আম্বিয়া সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর এবং হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্‌কে বলিলেন, 'অদ্য বৈকালে আমি কোন স্থানে যাইব না। আমার মুর্শিদ কেবলা অদ্য এখানে তশরীফ আনিবেন।'

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্‌ ও তিতুমীর এক বাক্যে বলিলেন, 'তাহা হইলে আমরাও তাহার অভ্যর্থনার জন্য এখানে হাজির থাকিব।'

মগ্‌রিবের পূর্বে মীর্জা গোলাম আম্বিয়ার মুর্শিদ হজরত শেখ শাহ্ কামাল মীর্জা মঞ্জিলে আসিয়া পৌঁছিলেন। উপস্থিত সকলে যথাযোগ্য-ভাবে শাহ্ সাহেবের অভ্যর্থনা করিলেন।

এশার নামাজের পর মীর্জা মঞ্জিলে যথা নিয়মে মজলিস বসিল। এই দিন অপর কোন বিষয়ের আলোচনা হইল না ; কেবল হজরত শাহ্ কামাল ইসলাম ও তওহীদের ব্যাখ্যা সকলকে শুনাইতে লাগিলেন। এই সময় সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর মধ্যে মধ্যে শাহ্ সাহেবকে প্রশ্ন করিতেছিলেন আর মীর্জা গোলাম আম্বিয়া ও হাফিজ নিয়ামত উল্লাহ্ লক্ষ্য করিতেছিলেন, শাহ্ সাহেব যেন তিতুমীরের দিকে অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইতেছেন। এইভাবে শাহ্ সাহেবের সাহচর্যে তিতুমীরের দুই দিন ও তিন রাত্রি অতীত হইল।

তিতুমীর দুই দিন তিন রাত্রি শাহ্ সাহেবের উপদেশ শ্রবণ করিয়া শাহ্ সাহেবকে বলিলেন, 'হুজুর। আমি আপনার নিকট বায়াত গ্রহণ করিয়া দিন-দুনিয়ার তালিম পাইতে চাই।' তিতুমীরের কথার জওয়াবে হজরত শাহ্ কামাল বলিলেন:

> তোমাকে তালিম দিবার অধিকার আমার আছে। আমি যে কয়দিন এখানে অবস্থিতি করিব, তোমাকে তালিম দিব, কিন্তু তোমাকে মুরীদ করিবার অধিকার আমার নেই। আল্লাহ্ তোমার জন্য উপযুক্ত মুর্শিদ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। যথা সময় তুমি তাহার দর্শন পাইবে।

ইহা বলিয়া হজরত শাহ্ কামাল কিছুক্ষণ তিতুমীরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, 'বাবা নিসার আলী। আমি বুঝিতেছি, তোমার ভাগ্যলিপি শাহাদাতের গৌরবে গৌরবান্বিত।'

শাহ্ কামালের পরিচয়

এখানে হজরত শাহ্ কামালের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি। তিনি ছিলেন বাকেরগঞ্জের অধিবাসী। তাহার পিতামাতা তাহার নাম রাখিয়া ছিলেন আফতাব উদ্দীন।

আফতাব উদ্দীন স্বীয় মুর্শিদের শিক্ষা ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া শেখ[৮] ও শাহ্ কামাল এই দরবেশী উপাধি ও সনদ-সিজরা পাইয়াছিলেন।

মুর্শিদের সন্ধানে তিতুমীর

অতঃপর নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল, অনুসন্ধান ব্যতীত যোগ্য মুর্শিদ পাওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং তিনি যোগ্য মুর্শিদের সন্ধানে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বহুস্থানে এবং দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া যোগ্যতম মুর্শিদের সন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি মনঃপুত মুর্শিদের সন্ধান প্রাপ্ত হয়েন নাই। তিতুমীর হতাশ হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিতুমীর জানিতে পারিলেন, তালিবটোলায় সম্প্রতি এক দরবেশের শুভাগমন হইয়াছে। তিনি জাগ্রত পীর। তাঁহার নাম জাকী শাহ্। তিতুমীর জাকী শাহের দরবারে উপস্থিত হইলেন। কয়েকদিন যাতায়াতের পর তিতুমীর জাকী শাহ্‌কে বলিলেন, 'হুজুর। আপনার কাছে আমি মুর্শিদ হইয়া দীন-দুনিয়ার তালিম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।' শাহ্ সাহেব তিতুমীরের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'তুমি যতদিন বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ ও হজ আদায় না করিবে, ততদিন মুর্শিদের দর্শন পাইবে না। ইহাই তোমার ভাগ্যলিপি।'

---

৮ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শেখ বংশগত উপাধি নহে। উহা সাধনাগত উপাধি। সাধনায় যিনি সিদ্ধিলাভ করেন, তিনি যে বংশের সন্তান হউন না কেন, তিনি হয়েন শেখ। শেখ অর্থে বোজর্গ বুঝা যায়। যেমন হজরত বড় পীর সাহেব সৈয়দজাদা হইয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার ফলে তিনি শেখ।

চতুর্থ অধ্যায়

তিতুমীরের মক্কাশরীফ যাইবার সঙ্কল্প

সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর জাকী শাহের নিকট হইতে উক্ত ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়া মক্কা-মোয়াজ্জমায় গমন, তওয়াফ এবং হজ আদায় করিবার সঙ্কল্প করিলেন। অতঃপর তিতুমীর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চাঁদপুর প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া জননী, মাতামহ, সহধর্মিনী, ভাইবোন এবং আত্মীয়-স্বজনকে জাকী শাহের ইঙ্গিত এবং নিজের দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন। সকলের মত হইল। তিতুমীর সকলের নিকট বিদায় লইয়া মক্কাশরীফের পথে রওয়ানা হইলেন।

যথা সময় তিতুমীর মক্কাশরীফ পেঁৗছিয়া কাবা বায়তুল্লায় জিয়ারত, তওয়াফ এবং হজ আদায় করিলেন এবং মদীনা শরীফ গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

মুহম্মদ হুসাইনের সহিত তিতুমীরের পরিচয়

হজ কার্য সমাধার পর যখন হাজী সাহেবরা মদীনা শরীফ গমনের জন্য ব্যস্ত, সেই সময় হজরত শাহ মওলানা মুহম্মদ হুসাইনের সহিত সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের সাক্ষাৎ ও পরিচয় হইল। কথা প্রসঙ্গে তিতুমীর মুহম্মদ হুসাইনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কোথায় ও কাহার নিকট মুরীদ হইয়াছেন ?'

তিতুমীরের প্রশ্নের জওয়াবে মওলানা মুহম্মদ হুসাইন বলিলেন, 'আমার মুর্শিদ কেবলা ভারতবর্ষেরই লোক। তাহার পাক নাম সৈয়দ আহমদ রাজী ; ব্রেল্‌ভী শহর তাহার জন্ম স্থান।'

অতঃপর মওলানা মুহম্মদ হুসাইন সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কাহার মুরীদ হইয়াছেন?'

জওয়াবে তিতুমীর বলিলেন, 'আমার আজিও সে সৌভাগ্য হয় নাই।' ইহা বলিয়া তিতুমীর মুর্শিদের সন্ধানে বহুস্থানে ভ্রমণ, হজরত শাহ্ কামাল ও হজরত জাকী শাহের দরবারে স্বীয় আর্জী পেশ, তাঁহাদের জওয়াব প্রভৃতি কথা পরিচয় করিলেন।

তিতুর মুখে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মওলানা মুহম্মদ হুসাইন তিতুমীরকে বলিলেন, 'আপনি যদি ইচ্ছা করেন, আমার মুর্শিদ কিবলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহিত এই প্রসঙ্গের আলাপ করিতে পারেন।'

তিতুমীর বলিলেন, 'আপনার মুর্শিদ কিবলাকে আমি কোথায় পাইব এবং কি উপায়েই বা আমি তাঁহার দরবারে পরিচিত হইব?'

মুহম্মদ হুসাইন বলিলেন, 'বর্তমান সময় তিনি মক্কাশরীফেই আছেন। আপনি ইচ্ছা করিলে, আমি আপনাকে তাঁহার দরবারে লইয়া যাইতে পারি।'

মওলানা মুহম্মদ হুসাইনের প্রস্তাবে সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর সম্মত এবং পীরের মুলাকাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন।

হজরত ব্রেল্‌ভী সাহেবের দরবারে তিতুমীর

যথাসময় তিতুমীর মুহম্মদ হুসাইনের সহিত পীরের দরবারে হাজির হইলেন। হজরত পীর প্রথম দর্শনেই তিতুমীরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। উভয়ের সহিত উভয়ের হকিকত বিষয়ের আলাপ আলোচনায় দুইদিন কাটিল। এই দুই দিন উভয়ে উভয়কে নানাভাবে ও নানাদিক দিয়া পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষার ফলে পীর সাহেব বুঝিলেন, নিসার আলী ওরফে তিতুমীর তাহার নিকট মুরীদ হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য এবং তিতুমীরও বুঝিলেন, হজরত ব্রেল্‌ভী সাহেব তাঁহার মুর্শিদ হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য।

তৃতীয় দিনে সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর হজরত শাহ্ সৈয়দ আহমদ ব্রেল্‌ভী রাজীর নিকট ইসলামের চারি তরিকা মতে মুরীদ হইলেন। মুর্শিদ সাহেব মুরীদ সৈয়দকে নিজের কাছে রাখিয়া সবক ও তায়াজ্জা দিতে লাগিলেন।

অতঃপর হজরত মওলানা শাহ্ সৈয়দ আহমদ ব্রেল্‌ভী রাজী মুরীদ-দিগকে সঙ্গে লইয়া হজরত রসূলুল্লাহ্‌র রওজা পাক ও অপরাপর বুজর্গের রওজা শরীফ জিয়ারত উদ্দেশ্যে মদীনার পথে যাত্রা করিলেন। কোন কোন সিরতকার লিখিয়াছেন, মওলানা ব্রেল্‌ভীর কাফেলায় তাঁহার পাঁচশত মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। কাফেলা মদীনা শরীফে পৌঁছিলে অল্পদিনের মধ্যেই সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের সাধনা সমাপ্ত হইয়াছিল। তিতুমীর স্বীয় মুর্শিদের নিকট হইতে খিলাফতী সনদ ও সিজরা মদীনায় রওজা পাক মধ্যেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের বয়ঃক্রম উনচল্লিশ বৎসর হইয়াছিল।

হজরত সৈয়দ ব্রেল্‌ভী রাজী এবং তাঁহার মুরীদ ও খলীফারা হজরত রসূলুল্লাহ্‌র রওজা পাক ও অপরাপর বুজর্গের রওজা শরীফ জিয়ারত, মসজিদ-ই-নববীতে জুমার নামাজ আদায় এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলির দর্শন ও জিয়ারত সমাপ্ত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং কারবালা শরীফের পথে রওয়ানা হইলেন।

কাফেলা প্রথমে কূফা শহরে পৌঁছিয়া যে মসজিদে হজরত মোর্তাজা আলীকে তরবারির আঘাতে জখম করা হইয়াছিল, প্রথমে সেই মসজিদ জিয়ারত করিলেন, তাহার পর অপরাপর ঐতিহাসিক স্থান দর্শন ও জিয়ারত সমাপ্ত করিয়া কূফার জামে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করতঃ কারবালা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

কাফেলা কারবালায় উপস্থিত হইয়া শহীদানের মক্‌বারা জিয়ারত সমাপ্ত করিয়া ইরাক, দামিশ্‌ক, মিসর, পারস্য ও আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক স্থানগুলি দর্শন ও বোজর্গানের কবর জিয়ারত সমাপ্ত করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন।

যথাসময় হজরত মওলানা শাহ্ সৈয়দ আহমদ রাজী তাঁহার কাফেলা সহ ব্রেল্‌ভীতে পৌঁছিলেন এবং মওলানা সাহেব স্বীয় মুরীদদিগকে তিন

দিন বিশ্রামের নির্দেশ দিলেন। তিন দিন বিশ্রামের পর সকল মুরীদ ও খলীফা বিদায়ের জন্য হজরত মওলানা রাজীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

মওলানার নির্দেশ

বিদায়দানের সময় হজরত মওলানা শাহ্ সৈয়দ আহমদ রাজী স্বীয় মুরীদ ও প্রিয় খলীফা মওলানা মুহম্মদ ইসমাইল ও মওলানা মুহম্মদ ইসহাককে নিম্নরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন :

> তোমরা স্ব স্ব বাড়ীতে পৌঁছিয়া একপক্ষকাল বিশ্রাম করিবে। তাহার পর আমার সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্রেল্‌ভী অভিমুখে রওয়ানা হইবে। তোমরা এখানে উপস্থিত হইলে আমি তোমাদিগকে সঙ্গে লইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিব। সুবা বিহারের পাটনায় উপস্থিত হইয়া কয়েকদিন তথায় বিশ্রাম করিব। তাহার পর সুবা বাংলার কলিকাতা অভিমুখে রওয়ানা হইব।[১]

বাঙ্গালী খলীফাদিগের প্রতি হজরত মওলানা রাজী এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছিলেন :

> আমরা যখন পাটনায় পৌঁছিব, তখন মওলানা আবদুল বারী খাঁ[২] মওলানা মুহম্মদ হুসাইন, মওলানা শরীয়তউল্লাহ্, মওলানা সৈয়দ নিসার আলী, মওলানা সূফী খোদাদাদ সিদ্দিকী[৩] ও মওলানা কারামত আলীকে সংবাদ প্রেরণ করিব।

---

১ এখানে উল্লেখযোগ্য যে হজরত মওলানা ব্রেল্‌ভী মক্কায় অবস্থিতি কালে মক্কা মদীনার আলেম সমাজের নিকট জিহাদের জন্য ফতওয়া চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা ফতওয়া দিয়াছিলেন, যেহেতু ভারতবর্ষ দার-উল-হরব, সেইহেতু ভারতবর্ষে জুমার নামাজ জায়েজ (সিদ্ধ) হইবে না। পক্ষান্তরে জুমা আদায় করা ফরজ। এই ফরজ আদায় করিবার জন্য জিহাদ ঘোষণা করিয়া যুদ্ধ করতঃ দেশকে দার-উল-ইসলামে রূপ দিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর জন্য দার-উল-আমান করার ঘোষণা করিতে হইবে। ইহা মুসলমানদিগের জন্য ফরজ।

২ মওলানা আবদুল বারী খাঁ, মওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁর ওয়ালিদ।

৩ মওলানা সূফী খোদাদাদ সিদ্দিকী এই জীবনী লেখকের ওয়ালিদ মাজেদের অগ্রজ।

তোমরা তাঁহাদের নিকট হইতে আমাদের কলিকাতায় পোঁছিবার সংবাদ জানিতে পারিবে এবং নির্দিষ্ট তারিখে কলিকাতা আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইবে। কলিকাতায় যে পরামর্শ সভা হইবে, সেই সভায় আমাদের চূড়ান্ত কার্যক্রম স্থির হইবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাঁহারা ঈমানদার ও বিশ্বাসী, তাঁহারা কলিকাতার সভায় যোগদান করিতে ত্রুটি করিবে না।

মওলানা হাফিজ জামাল উদ্দীনের প্রতি নির্দেশ দিয়াছিলেনঃ তুমি এবং মওলানা খায়ের উদ্দীন[8] উভয়ে কলিকাতার মধ্যে যাহারা আমার মুরীদ ও খলীফা, তাহাদিগকে এবং যাহারা মুরীদ নহে অথচ পাকা ঈমানদার তাহাদিগকে সভায় যোগদানের জন্য নির্দেশ দিবে এবং প্রস্তুত থাকিতে বলিবে।

হজরত মওলানার উপরোক্ত নির্দেশ গ্রহণ করিয়া সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মওলানা ইসমাইল ও ইসহাকের পুনরায় ব্রেলী আগমন

যথা সময় সকলে নিজ নিজ আবাসে পোঁছিলেন এবং মুর্শিদের নির্দেশের অনুসরণ করিতে রহিলেন। মওলানা মুহম্মদ ইসমাইল ও মওলানা মুহম্মদ ইসহাক মুর্শিদের নির্দেশানুসারে কয়েকদিন বিশ্রামের পর পুনরায় ব্রেলী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং যথা সময় ব্রেলী পোঁছিলেন।

হজরত মাওলানা সাহেবের ভারত ভ্রমণ

হজরত মওলানা সৈয়দ আহমদ রাজী হজরত মওলানা ইসমাইল ও হজরত মওলানা ইসহাককে সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন সুবায় ভ্রমণ করিয়া ভক্ত, মুরীদ ও খলীফাদিগের সহিত জিহাদ সম্বন্ধে আলাচনা করিয়াছিলেন এবং সকলেই এক বাক্যে জিহাদের পক্ষে রায় দিয়াছিলেন।

---

৪ মওলানা খায়ের উদ্দীন, মওলানা আবুল কালাম আজাদের ওয়ালিদ। মওলানা খায়ের উদ্দীনই কলিকাতার গড়ের মাঠে ঈদায়েনের নামাজের জন্য জামায়াত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎপূর্বে গড়ের মাঠে ঈদায়েনের নামাজ পড়া হইত না।

হজরত মওলানা সৈয়দ আহমদ ব্রেল্‌ভী আলোচনার পর প্রত্যেক সুবা (প্রদেশ) ও জেলা হইতে দুই চারিজন করিয়া নিমন্ত্রিত প্রতিনিধি সঙ্গে লইয়াছিলেন। যখন তাঁহারা সুবা বিহারের পাটনায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখন মওলানা সাহেবের কাফেলার প্রায় শতাধিক মোজাহিদ যোগদান করিয়াছিলেন।

পাটনায় উপস্থিত হইয়া মওলানা সৈয়দ আহমদ ব্রেল্‌ভী রাজী কয়েকজন বিশ্বাসী সংবাদ বহনকারীকে সুবা বাংলার মওলানা আবদুল বারী খাঁ, মওলানা মুহম্মদ হুসাইন, মওলানা শরীয়ত উল্লাহ্, মওলানা সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর, মওলানা সূফী খোদাদাদ সিদ্দিকী, মওলানা সৈয়দ কারামত আলী জোয়ানপুরী, হাফিজ মওলানা জামাল উদ্দীন প্রমুখকে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত মোজাহিদদিগকে এ সংবাদও প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, কোন তারিখে কলিকাতার কোথায় পরামর্শ সভার অধিবেশন হইবে।

যে সময় হজরত সৈয়দ আহমদ ব্রেল্‌ভী রাজী সদলবলে কলিকাতা অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে সর্বভারতের অতিবিশ্বাসী মুজাহিদের সংখ্যা প্রায় দুই শতের কম হইবে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তখন কলিকাতা শহর সর্বভারতের রাজধানী, কলিকাতায় তখন ভারতের বড় লাট এবং বিশিষ্ট ইংরাজ রাজনীতিকরা অবস্থিতি করিতেছিলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই তাঁহাদের সন্দেহের কোন কারণ ঘটে নাই। হজরত মওলানা সৈয়দ আহমদ কলিকাতার বেগম শামসুন নিসা খানমের বাগান বাড়ীতে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হজরত মওলানা সৈয়দ আহমদ রাজীর প্রেরিত সংবাদ বাহকেরা যথা সময় নির্দিষ্ট খলীফাদিগের নিকট সংবাদ পৌঁছাইয়া দিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া বেগম সাহেবার উপরোক্ত বাগান বাড়ীতে পৌঁছিয়া সকল সংবাদ হজরত মওলানাকে জানাইলেন।

মওলানা শরীয়ত উল্লাহ্, মওলানা আবদুল বারী খাঁ প্রমুখ মুজাহিদ ইমামদিগের নেতৃত্বে ফরিদপুর, পাবনা, বাকেরগঞ্জ, ঢাকা, মোমেনশাহী, চাঁদপুর-হয়দারপুর, খাসপুর, হাকিমপুর, রসূলপুর, লবঙ্গ, রংপুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় শতাধিক ঈমানদার মুজাহিদ যথাসময় কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া মওলানার সহিত মিলিত হইলেন। কলিকাতার হাফিজ

মওলানা জামাল উদ্দীন, মওলানা খায়ের উদ্দীন প্রমুখ আলেম মুজাহিদরা পূর্বেই মওলানা সাহেবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় পরামর্শ সভা

কলিকাতার শামস্থন নিসা খানমের বাগান বাড়ীতে তিন দিন ধরিয়া পরামর্শ সভার অধিবেশন চলিল। অনেক আলোচনার পর স্থির হইল যে পাটনায় জিহাদীদিগের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় রাজধানী স্থাপন করা হউক এবং সকল সুবায় প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপন করা হউক। প্রাদেশিক রাজধানী হইতে কেন্দ্রে খাজানা (টাকা) সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর বলিলেনঃ

> বাংলা দেশের মুসলমানদিগের ঈমান খুবই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদিগকে পাকা মুসলমান করিতে না পারা পর্যন্ত বাংলার তরফ হইতে জিহাদ ঘোষণা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবে। আমি তাহাদের মধ্যে ইসলামের ব্যবস্থা করিতেছি। কেবল তাহাই নহে, আমি মনে করি, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও স্বাধীনতার সংগ্রামে আমাদের সহিত যোগদান করিতে পারে। একটু চেষ্টা করিলে এই পথে আমরা সাফল্য লাভ করিতে পারি; কারণ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ জাতির উপর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা সন্তুষ্ট নহে। আমরা যদি মুসলমানদিগকে পাকা মুসলমান করিয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানদিগকে একতাবদ্ধ করতঃ বিলাতী ও দেশী নীলকরদিগকে শায়েস্তা করিতে পারি, তাহা হইলে কেন্দ্রের নির্দেশ মান্য করিয়া, কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া কেন্দ্রকে সাহায্য করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে না। ইংরাজ নীলকর দেশীয় নীলকরদিগের সাহায্যে যে পরিমাণ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বুঝা যাইতেছে নীলকরেরাই বর্তমান সময় দেশের শাসনকর্তা; ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নাম মাত্র শাসন

ক্ষমতার অধিকারী। আমি আশাকরি, আপনারা আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

মওলানা সৈয়দ কারামত আলী জোয়ানপুরী সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তিনি আরও বলিলেনঃ

ভারতবর্ষকে দার-উল-হরব সাব্যস্ত করিবার যে ফতওয়া করা হইয়াছে, আমি সেই ফতওয়া অগ্রাহ্য করিতে চাই না ও পারি না; কিন্তু হিকমাতে আমালীর ভিতর দিয়া এই ফতওয়াকে রূপ দিতে না পারিলে বাংলার মুসলমানদিগের ঈমান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে পারা সম্ভব হইবে না। আমার এ কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে দার-উল-হরবে জুমা নাজায়েজ; কিন্তু জুমা নাজায়েজ করিলে মসজিদগুলি বিরাণ হইয়া যাইবে; পক্ষান্তরে মসজিদগুলি ধ্বংস হইলে যে জমির উপর মসজিদগুলি প্রতিষ্ঠিত তাহা এবং অকফ্ জায়েদাদগুলি স্বভাবতই অন্যের অধিকার দাঁড়াইবে। কেবল তাহাই নহে, জিহাদের ফলে মুসলমানদিগের জয় হইবে কি পরাজয় হইবে, তাহারও কোন স্থিরতা নাই। যদি জয় হয়, কতদিন পরে জয় হইবে, সে কথাও জোর করিয়া বলা চলে না। তাহা ব্যতীত ঈমান সুদৃঢ় করার শ্রেষ্ঠ পথ হইতেছে, মসজিদে জমাতে প্রত্যহ পাঁচবার উপস্থিত হওয়া। বহিবঙ্গে--ভারতের অপরাপর প্রদেশের মুসলমানদিগের মধ্যে শয়তানী হরকত খুব কম সংখ্যার মুসলমানদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু বাংলার মুসলমানদিগের উপর শয়তানের প্রভাব খুব অধিক। সুতরাং আমি হজরত মওলানা শাহ সৈয়দ নিসার আলীর সুচিন্তিত মতের সমর্থন করিতেছি। আপনারা জিহাদ ঘোষণা করুন, তাহাতে আমার কোন অমত নাই। বাংলা কেন্দ্রকে সকল দিক দিয়া সাহায্য করিবে; কিন্তু আপাততঃ প্রকাশ্যভাবে জিহাদে যোগদান করা বাংলার পক্ষে সম্ভব হইবে না[৫]।

পরামর্শ সভায় স্থির হইল, 'বাঙলা কেন্দ্রকে অপর সকল বিষয়ে গোপনে সাহায্য করিবে; কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে জিহাদে অংশ গ্রহণ করিবে

৫ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ হজরত শাহ সৈয়দ আহমদ শহীদ চরিত্রে লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা রহিল। তিতুমীর চরিত্রে বিস্তারিত আলোচনার স্থানাভাব।

না, তবে যাঁহারা কেন্দ্রের সহিত যোগদান করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদিগকে বাধা দেওয়া হইবে না।

হান্টার সাহেব প্রমুখ হজরত শাহ সৈয়দ আহমদ রাজী ও তাঁহার মুরীদ ও খলীফাদিগকে অহাবী বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন[৬]; কিন্তু তাঁহাদের এই মতবাদ যে ভ্রম প্রমাদ, মুসলমানদিগের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই যে তাঁহারা এই অসত্য মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা নিম্নে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকেরা হান্টার প্রমুখের মত সমর্থন করেন নাই। নজ্‌দ বা নেজদের শেখ আবদুল অহাব কোন ধর্মমত প্রচার করেন নাই অথবা কোন ধর্মমতের সংস্কার করেন নাই। ইহাই হইল নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকেদের সুচিন্তিত অভিমত। হজরত শাহ সৈয়দ আহমদ ব্রেল্‌ভী রাজীর মুর্শিদ ছিলেন দিল্লীর প্রাতঃস্মরণীয় আলেম ও সাধক হজরত শাহ্ আবদুল আজীজ মেহাদ্দিসে দেহলবী রাজী। হজরত শাহ্ দেহলবীর বিশিষ্ট খলীফাদিগের মধ্যে সৈয়দ ব্রেল্‌ভী রাজী ছিলেন শ্রেষ্ঠ। হজরত ব্রেল্‌ভী রাজীর ইসলামী শরীয়ত, তরিকাত, মারিফত ও হকিকাত জ্ঞানে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি উপরোক্ত চারিটি স্তরের সাধনা সংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন।

মওলানা সৈয়দ ব্রেল্‌ভী কোন্ কোন্ তরিকার মুরীদ

হজরত মওলানা শাহ্ সৈয়দ আহমদ ব্রেল্‌ভী রাজী কোন্ কোন্ তরিকায় মুরীদ হইয়াছিলেন এখানে তাহার একটু আলোচনা আবশ্যক। তিনি কাদেরীয়া, চিশতীয়া, নক্‌শবন্দীয়া ও মোজাদ্দাদিয়া এই চারি তরিকায় একই মুর্শিদের নিকট মুরীদ হইয়াছিলেন এবং তিনিও উক্ত চারি তরিকায়

---

৬ মিঃ হান্টার এবং তাঁহার পদাঙ্কের অনুসরণকারীরা লিখিয়াছেন, অহাবী কথাটি মূলতঃ আরব দেশের এক সম্প্রদায়ের উপর প্রযোজ্য। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শেখ আবদুল অহাবের নাম হইতে অহাবী নামের সৃষ্টি হইয়াছে। গত শতাব্দীর প্রারম্ভ মধ্যে আরবের নজ্‌দ প্রদেশে আবদুল অহাবের জন্ম হয়। সুতরাং সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও তাঁহার শিষ্যগণ অহাবী মুসলমান।—বিহারীলাল সরকার।

মুরীদ করিতেন; কিন্তু তাঁহার মুরীদরা যে তরিকায় সাধনা করিতে ইচ্ছা করিতেন; তিনি সেই তরিকার নির্দিষ্ট পথে মুরীদদিগকে শিক্ষা দিতেন।

হজরত মওলানা ব্রেল্‌ভী রাজীর চারি তরিকায় চারিটি শেজরা পৃথক; কিন্তু আমি উক্ত চারিটি পৃথক পৃথক শেজরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কেবল তাঁহার চিশতীয়া তরিকার শেজরাটি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এবং পাঠক পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য এইখানে চিশতীয়া তরিকার শেজরা লিপিবদ্ধ করিলাম।

ব্রেল্‌ভী রাজীর চিশতীয়া তরিকার শেজরা

(১) হজরত রসূলে মকবুল হইতে—(২) হজরত মুর্তাজা আলী (কঃ) (৩) হজরত হাসান বসরী (তাবেইন), (৪) হজরত আবদুল আহাদ, (৫) হজরত ফজায়েল বিন্ আয়াজ, (৬) হজরত ইব্রাহীম আদ্‌হাম (তায়িফে সালতানাত), (৭) হজরত খোজায়ফা মরয়ানী, (৮) হজরত আবূ হুরায়রা (বকরী), (৯) হজরত শেয়াখ আলাউদ্দীন, (১০) হজরত আবূ ইসহাক খাজে চিশতী, (১১) হজরত খাজে আবূ আহম্মদ চিশতী, (১২) হজরত খাজে মুহম্মদ চিশতী, (১৩) হজরত ইউসুফ চিশতী, (১৪) হজরত খাজে মওদূদ চিশতী, (১৫) হজরত শেরীফ জেন্দুনী, (১৬) হজরত খাজে উসমান খারুনী, (১৭) হজরত খাজে ময়েন উদ্দীন চিশতী (সুলতানুল্ হেন্দ), (১৮) হজরত শেয়াখ শাহ কুতুব উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (কোতবুল আকতাব), (১৯) হজরত শেয়াখ ফরীদ উদ্দীন শখরগঞ্জি, (২০) হজরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া—সর্দার, (২১) হজরত সিরাজ উদ্দীন, (২২) হজরত শেয়াখ আবদুল হক দেহলবী (তফসীরে হাক্কানীর গ্রন্থকার), (২৩) হজরত খাজে নূর (কুতবুল আলম), (২৪) হজরত হিশাম উদ্দিন (মাণিকপুরী), (২৫) হজরত সৈয়দ জয়জ হামেদ শাহ্, (২৬) হজরত শেয়াখ হাসান তাহের, (২৭) হজরত ইউসুফ নাসেহী (ফাকী খাঁন), (২৮) হজরত শেয়াখ আবদুল আজীজ দেহলবী, (২৯) হজরত শেয়াখ নজমুল হক, (৩০) হজরত শেয়াখ কুৎবুল্ আলম, (৩১) হজরত শেয়াখ রফিক উদ্দীন, (৩২) হজরত

শেয়াখ আবদুর রহিম, (৩৩) হজরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দেহলবী, (৩৪) হজরত শাহ্ মওলানা আবদুল আজীজ মোহাদ্দিসে দেহলবী, (৩৫) হজরত শাহ্ সৈয়দ আহমদ ব্রেল্ভী শহীদ ইমামে তামান্না ও (৩৬) হজরত শাহ্ সৈয়দ নিসার আলী শহীদ ওরফে তিতুমীর শহীদ।

পঞ্চম অধ্যায়

হজরত মওলানা ব্রেল্‌ভীর যুগ

যে যুগে মহাপ্রাণ হজরত সৈয়দ আহমদ ব্রেল্‌ভী, দীন ইসলামের খিদ্‌মতে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন, সে যুগ ভারতের বিশেষতঃ বাংলা দেশের মুসলমানদিগের জন্য অন্ধকারের যুগ বলিয়া পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। যদি সে যুগে হজরত ব্রেল্‌ভী এবং তাঁহার খলীফারা জাতীয় জীবনে চেতনা সঞ্চারের কাজে অগ্রসর না হইতেন, তাহা হইলে মুসলিম ভারত ও মুসলিম বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই মোর্তেদ (কাফের) হইয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল বলিয়া কোন কোন চিন্তানায়ক অনুমান করিয়াছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে হজরত মওলানা শাহ্ সৈয়দ আহমদ ব্রেল্‌ভী রাজীর জীবন-নাট্যের একটা দিকই সাধারণে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে। সে দিকটি হইতেছে তিনি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং বিশ্বাসঘাতকদিগের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে শহীদ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই দিকটাই তাঁহার জীবন সংগ্রামের বড় দিক নহে। তাহার জীবন সংগ্রামের বড় দিক হইতেছে তিনি নফস্ আম্মারা ও আজাজিল শয়তানের সহিত পাঠ্য জীবনাবসানের পর হইতে পুরাপুরিভাবে জিহাদ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি যদি তাহা না করিতেন, তাহা হইলে তাহার মুরীদ ও খলীফারা ততটা যোগ্যতালাভ করিতে পারিতেন না। তিতুমীর শহীদ-চরিতে সেকথার বিস্তারিত আলোচনার স্থানাভাব।

হজরত ব্রেল্‌ভী রাজী কলিকাতায়

হজরত মওলানা শাহ্ সৈয়দ আহমদ রাজী সর্বমোট তিন বার কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বার আসিয়াছিলেন

মক্কা শরীফে হজ করিতে যাওয়ার সময় এবং তৃতীয়বার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন মক্কা শরীফ হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর।

হজরত ব্রেল্‌ভী রাজী প্রথম বার কলিকাতায় আগমনের পূর্বেই তাহার নাম আফগান সীমান্ত হইতে আসাম সীমান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই প্রথম বার কলিকাতায় আসিয়া তিনি স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন কলিকাতার তৎকালীন বড় মসজিদ কিতাব উদ্দীন সরকারের মসজিদে।

এই প্রথম বারেই তাঁহার নিকট মুরীদ হইয়াছিলেন ফাতেমা খানম ও শামসুন নিসা খানম। শামসুন নিসা খানম মুরীদ হওয়ার পর তাহার 'বিবি বাগান'স্থিত বাগানবাড়ীতে মওলানা সাহেবকে স্থান দিয়াছিলেন।

হজরত ব্রেল্‌ভী প্রথম ও দ্বিতীয় বার কলিকাতায় আসিয়া, কলিকাতা হইতেই মক্কাশরীফ রওয়ানা হইয়াছিলেন এবং তৃতীয় বার তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, ভারতের অপরাপর প্রদেশে সফর করার পর কলিকাতা আসিয়া জিহাদের শেষ পরামর্শ করিয়াছিলেন।

বর্তমান সময় কলিকাতার যে স্থানে রাজাবাজার ট্রাম ডিপো টকী হাউস ও কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতাল, ঐ স্থানের নাম ছিল বিবি বাগান। বিবি বাগান ও বাগানের বাড়ীটির মালিক ছিলেন শামসুন নিসা খানম। মওলানা শাহ সৈয়দ আহমদ ব্রেল্‌ভী রাজী যখন কলিকাতায় আগমন করিতেন, তখন তিনি উক্ত বাগান বাড়ীতেই অবস্থিতি করিতেন।

মওলানা ব্রেল্‌ভী সাহেবের শাহাদত

ইতিহাসের পাঠকপাঠিকারা অবগত আছেন যে, মারহাট্টা বর্গী দস্যুরা বাংলা দেশের বাঙ্গালী জাতির উপর বিশেষতঃ বাঙ্গালী মুসলমানদিগের উপর আর শিখেরা উত্তর ও পশ্চিম ভারতের মুসলমানদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল।

বিগত ১৮২০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসরকাল শিখেরা মুসলমান জাতির উপর যে প্রকার ভয়াবহ অত্যাচার করিয়াছিল, ভারতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কবল হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত ও স্বাধীন করিবার জন্যও তাঁহার—হজরত মওলানা শাহ্ সৈয়দ আহমদ ব্রেল্‌ভী

রাজীর জিহাদ---যুদ্ধ চলিতেছিলই, অত্যাচারী শিখদিগের অত্যাচারের প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যেও সৈয়দ সাহেবের বীর মোজাহিদ দল জিহাদ যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং শিখেরা ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল এবং অতি সন্তর্পণে গোপনে মোজাহিদদিগের বালাকোটের গুপ্ত আড্ডা একযোগে আক্রমণ করিয়া ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখে হজরত ব্রেল্ভী রাজী ও তাঁহার বহু খলীফা, মুরীদ ও ভক্তকে রাত্রির অন্ধকারে হত্যা করিয়াছিল ; ফলে, ভারতবাসীর স্বাধীনতার স্বপ্ন চিরদিনের জন্য না হউক দীর্ঘ দিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিল।

তিতুমীরের চাঁদপুর প্রত্যাবর্তন

কলিকাতার সভা সমাপ্ত হইলে সকলে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলেন, তিতুমীরও চাঁদপুর আগমন করিলেন। তিতুমীর কয়েকদিন চাঁদপুরে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সারা বাংলা দেশে স্বীয় উদ্দেশ্য প্রচার করিয়া[১] পুনরায় চাঁদপুর প্রত্যাবর্তন করেন এবং চাঁদপুর-হায়দরপুরে একসভায় বক্তৃতা করেন। এই সভায় বহু হিন্দু মুসলমান যোগদান করিয়াছিলেন।

চাঁদপুর-হায়দরপুরের সভায় তিতুমীরের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল : ইসলামে পূর্ণ বিশ্বাস, হজরত রসূলুল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন, কৃষক সম্প্রদায়ের হিন্দুদিগের সহিত একতাবদ্ধ হওয়া, নীলকরদিগের অত্যাচার দমন এবং বাংলা দেশ হইতে ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করা।

এই সভার কয়েকদিন পরে সরফরাজপুর[২] নামক স্থান হইতে কয়েকজন মুসলমান তিতুমীরের নিকট আগমন করিয়া জানাইল :

আমাদের ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ মুসলমান উচচবর্ণের হিন্দুদিগের প্ররোচনায় নিম্নবর্গের হিন্দুদিগের সহিত বিরোধ করিতেছে এবং তাহারা দীন ইসলামকে বাক্যে, কার্যে, আচারে, ব্যবহারে অগ্রাহ্য

---

১ এই সময় তিতুর সহিত ভৈরব রায়ের পরিচয় হয় এবং ভৈরব রায়ও একই উদ্দেশ্যে গঠনমূলক কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।

২ হিন্দু ও ইংরেজ লেখকরা সরফরাজপুরকে সর্পরাজপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শাহী আমলে সরফরাজপুরে একজন কালেক্টর নিযুক্ত ছিলেন।

> করিতেছে। সুতরাং আমরা আশাকরি, আপনি সরফরাজপুর একটি খান্‌কাহ স্থাপন করিয়া ঐ অঞ্চলের[৩] মুসলমানদিগের মধ্যে সারাহ্‌ জারী করুন।

এই প্রস্তাবে তিতুমীর সম্মত হইলেন এবং সরফরাজপুর গমন করিলেন।

সরফরাজপুরে তিতুমীরের কার্যসূচী

সরফরাজপুর উপস্থিত হইয়া তিতুমীর জানিতে চাহিলেন, এখানে শাহী আমলের জামে মসজিদ ও শাসন কর্তার বাসভবন কোথায় ছিল? ভক্তেরা স্থানটি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন:

> বর্গী দস্যুরা মসজিদ ও শাহী বালাখানা ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। তাহার পর আর মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। মুসল্লীরা তারাগুনিয়ার মসজিদে জুমার নামাজ পড়িয়া থাকেন।

সেদিন ছিল শনিবার। পূর্বের জামে মসজিদের পোতায় কাঁচা মসজিদ ও শাহী আমলের শাসনকর্তার বাসভবনের পোতায় তিতুমীরের খান্‌কাহ বা হুজরা ঘর প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইল এবং পরবর্তী শুক্রবারে নূতন মসজিদে জুমার নামাজ পড়া হইল। এইদিন জুমার নামাজে ইমাম ও মাত্র চারিজন মুক্তাদী জুমার নামাজ আদায় করিয়াছিলেন।

পরবর্তী শুক্রবারে জুমার নামাজে যে কয়জন মুসল্লী যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা ইমাম সহ নয়জন হইয়াছিল।

দ্বিতীয় দিনের জুমার নামাজ অন্তে তিতুমীর সমবেত হিন্দু মুসলমানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:

> ইসলাম ধর্ম শান্তির ধর্ম। যাহারা মুসলমান নহে, তাহাদের সহিত কেবল ধর্মে ব্যবধানের জন্য অ-হেতুক বিবাদ করা আল্লাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌র রসূল পছন্দ করেন না, বরং আল্লাহ্‌র প্রিয় রসূল এই কথাই ঘোষণা করিয়াছেন, যে কোন প্রবল শক্তি সম্পন্ন অমুসলমান যদি কোন দুর্বল অমুসলমানকে তাহার ন্যায়সঙ্গত দাবী অগ্রাহ্য করিয়া তাহার প্রতি অন্যায় জুলুম ও অবিচার করে মুসলমানেরা সেই দুর্বলকে সাহায্য করিতে বাধ্য।

---

৩ চাঁদপুর হইতে সরফরাজপুর প্রায় ছয় ক্রোশের ব্যবধান।

তিনি আরও বলিলেন :

মুসলমানদিগকে কথায় বার্তায়, আচারে ব্যবহারে মুসলমান হইতে হইবে, তাহারা যদি এই আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অমুসলমানের আচার-ব্যবহার এবং কথা ও কার্যকে পছন্দ করে, হাসরের ময়দানে কিয়ামতের মহাবিচারের দিন আল্লাহ্ তাহাদিগকে সেই অমুসলমান লোকের সঙ্গে স্থান দিবেন।

তিতুমীর বলিলেন :

ইসলামী শরীয়াত ও তরিকত এই দুইটি মিলাইয়া মুসলমানদিগের গার্হস্থ্য ধর্ম এবং মারেফাত ও হাকিকাত এই দুইটি মিলাইয়া মুক্তি। যাহারা ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিবেন।

তিনি আরও বলিলেন :

নামাজ পড়া, রোজা রাখা, দাড়ি রাখা, গোফ ছাঁটা মুসলমান-দিগের জন্য অবশ্য পালনীয় ও অবশ্য করণীয়। ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা মহা গুনাহ্। তোমাদের মধ্যে যাহারা অমুসলমান-দিগের আদর্শে ঐ সকল কার্য পরিত্যাগ করিবে, আল্লাহ্ তাহা-দিগকে কঠোর শাস্তি দিবেন।

তিনি বলিলেন :

মুসলমানদিগকে এমন নামে পরিচিত হইতে হইবে, যাহাতে সহজেই বুঝা যায় যে, সে মুসলমান। যদি কেহ এই বিধিকে উপেক্ষা করে, আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হইবেন। আল্লাহ্র ও আল্লাহ্র রসূলের আদেশ, বিধি-নিষেধ মান্য না করিলে গুনাহ্গার হইবে এবং অগ্রাহ্য করিলে কাফের হইতে হইবে। আশাকরি, মুসলমানেরা মোমেন হইবে এবং কোফরের পথ পরিত্যাগ করিবে।

পুঁড়ার জমিদারের নিকট তিতুমীরের সংবাদ

দেশপ্রেমিক ও 'শরাহওয়ালা' তিতুমীর মুসলমান জাতির মধ্যে এই ভাবে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রসূলের আদেশ, বিধি-নিষেধ শুনাইয়া তাহাদিগকে

পথ প্রদর্শন করিতে শুরু করিলেন। যথাসময় এই সংবাদ পুঁড়ার প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ও নীলকর কৃষ্ণদেব রায় ও তাঁহার আমলাদিগের কর্ণগোচর হইল।

জমিদার ও নীলকর কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীরের মসজিদ ও হুজরা ঘর প্রতিষ্ঠা, জুমার নামাজ, বক্তৃতার সংবাদ জানিতে পারিয়া তিতুমীরের গতিবিধি ও প্রচার সংবাদাদি সংগ্রহের জন্য অতি বিশ্বাসী পাইক মতি উল্লাহ্‌র উপর ভার অর্পণ করিলেন।

কৃষ্ণদেব রায় মতি উল্লাহ্‌কে বলিলেন:

> তিতু অহাবী ধর্মাবলম্বী। অহাবীরা তোমাদের হজরত মুহম্মদের ধর্মমতের শত্রু; কিন্তু তাহারা এমন চতুর যে কথার ফাঁকে তাহাদিগকে কেহ অহাবী বলিয়া ধরিতে পারে না। তোমরা মুসলমান হইলেও আমার প্রজা। সুতরাং আমি আমার মুসলমান প্রজাদিগকে বিপথগামী হইতে দিতে পারি না। আজ হইতে তুমি তিতু ও তাহার শিষ্যবর্গের গতিবিধির উপর নজর রাখিবে এবং সকল কথা আমাকে জানাইবে।

গোবরা—গোবিন্দপুরে কৃষ্ণদেবের পত্র

পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় পাইক মতি উল্লাহ্‌কে উপরোক্ত ভার অর্পণ করিয়া তিতুমীরের ইসলাম প্রচারে বাধা দানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য গোবরা—গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়ের নিকট পত্র ও বিশ্বাসী লোক প্রেরণ করতঃ পরামর্শ চাহিলেন। দেবনাথ রায় পত্রোত্তরে কৃষ্ণদেবকে জানাইলেন:

> গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন পরামর্শ দিতে আমি অক্ষম।

দেবনাথ রায়ের নিকট হইতে এই মর্মে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণদেব রায় পুনরায় দেবনাথকে লিখিলেন:

> আপনি কোন প্রকারের গাফিলী না করিয়া আমার এই পত্র পাওয়া মাত্রই কালীপ্রসন্ন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করুন এবং আমাকে পরামর্শ দিন।

দেবনাথ রায় উপরোক্ত পত্র প্রাপ্ত হইয়া পত্র বাহককে বলিলেন:

তুমি স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম কর, আমি গোবরডাঙ্গা হইতে ফিরিয়া আসিয়া পত্রের উত্তর দিব।

ইহা বলিয়া দেবনাথ অশ্বারোহণে গোবরডাঙ্গা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

দেবনাথ রায় কালীপ্রসন্ন বাবুকে কৃষ্ণদেব রায় লিখিত পত্রগুলি দিয়া বলিলেন, 'কি পরামর্শ দেওয়া যায়?' জওয়াবে কালীপ্রসন্ন বাবু কহিলেন:

আপনি কৃষ্ণদেব রায়কে লিখুন, তিনি যেন কোন প্রকার গাফিলী না করিয়া কয়েকজন মুসলমানকে বাধ্য করিয়া, তাহাদের দ্বারা তিতুমীরের বিরুদ্ধে এক নম্বর শান্তিভঙ্গের নালিশ গ্রহণ করেন এবং সেই অজুহাতে তিতুমীরের দল ভাঙ্গিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন।

কালীপ্রসন্ন বাবু আরও বলিলেন:

কৃষ্ণদেব রায় যেন প্রত্যহ আমার ও আপনার নিকট পরিস্থিতির বিবরণ পাঠান।

দেবনাথ রায় গোবরডাঙ্গা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কৃষ্ণদেবকে পত্র লিখিয়া সেই উপদেশ পত্র পত্র-বাহকের হস্তে দিলেন এবং তাহাকে বিদায় করিলেন।

দেবনাথ রায়ের পত্র প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণদেব মতি উল্লাহ্‌কে ডাকিলেন। মতি উল্লাহ্‌ আসিলে কৃষ্ণদেব সুকৌশলে তিতুমীর ও তাহার দলের খবরাখবর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মতি উল্লাহ্‌ জওয়াবে যাহা বলিবার চেষ্টা করিল, তাহাতে বাধা পড়িল সদর নায়েবের আগমনে। কৃষ্ণদের রায় নায়েবকে বলিলেন:

চাঁদপুরের তিতুমীর অহাবী হইয়া গিয়াছে। সে সর্পরাজপুর আসিয়া আমার মোচলমান প্রজাদিগকে অহাবী ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছে। তুমি কি এ সংবাদে অবগত আছ?

নায়েব পাকা অভিনেতার ভঙ্গিতে বলিল:

হুজুর, সংবাদ রাখি। কিন্তু হুজুরকে সংবাদ জানাই নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমিই তিতুকে শায়েস্তা করিয়া পরে আপনাকে জানাইব।

কৃষ্ণদেব রায় বলিলেন :

ইহা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। হিন্দু মোচলমান উভয়েই আমার প্রজা। উভয়েই আমার সন্তান। সন্তানের ধর্মাধর্ম মঙ্গলা-মঙ্গল দেখিবার ও চিন্তা করিবার একমাত্র অধিকারী আমি। আমার মোচলমান প্রজারা সরল। একজন অহাবী ধর্মাবলম্বী আসিয়া আমার জমিদারীর মধ্যে আমার মোচলমান প্রজাদিগকে মোহাম্মদের ধর্ম থেকে অহাবী ধর্মে দীক্ষিত করিবে আর আমি তা দেখিব, সহ্য করিব? যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। তিতুকে আর বাড়িতে দেওয়া হইবে না। অদ্যই তুমি আমার প্রধান প্রধান মোসলমান প্রজাদের তলব দাও। তাহারা আসিয়া তিতুর বিরুদ্ধে আমার নিকট অশান্তির নালিশ দায়ের করুক।

জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া নায়েব জে-আজ্ঞা বলিয়া মতি উল্লাহ্‌কে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল।

বৈকালে মতি উল্লাহ্, তাহার চাচা গোপাল, জ্ঞাতি চাচাত ভাই নেপাল ও গোবর্ধনকে সঙ্গে লইয়া জমিদারের কাছারীতে উপস্থিত হইল। তাহারা যে নালিশী আরজী পেশ করিল, তাহার মর্ম নিম্নরূপ :

চাঁদপুরের অধিবাসী তিতুমীর তাহার অহাবী ধর্ম প্রচারার্থে আমাদের সর্পরাজপুর গ্রামে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে এবং আমাদিগকে অহাবী ধর্মমতে দীক্ষিত করিবার জন্য নানাপ্রকার জুলুম জবরদস্তি করিতেছে। আমরা পূর্বাপর যে ভাবে আমাদের পৈত্রিক ধর্ম পালন করিতেছি, তিতুমীর তাহাতে বাধা দিতেছে। তিতুমীর ও তাহার দলভুক্ত লোকেরা যাহাতে সর্পরাজপুরের জনগণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে ধর্মে দীক্ষিত করিতে না পারে, জবরদস্তি মূলক আমাদিগকে দাড়ি রাখিতে, গোঁফ ছাটিতে, গো হত্যা করিতে, আরব দেশের নাম রাখিতে বাধ্য করিতে না পারে, হিন্দু মুসলমানে বিরোধ ঘটাইতে না পারে, হুজুরের দ্বারে তাহার বিহিত ব্যবস্থার জন্য আমাদের এই নালিশ। হুজুর মালেক। হুজুর আমাদের মা-বাপ।

জমিদার কৃষ্ণদেব রায় গোপাল, নেপাল ও গোবর্ধনের টীপসহিযুক্ত উক্ত

দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়া হুকুম দিলেন যেঃ

১। যাহারা তিতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অহাবী হইবে, দাড়ি রাখিবে, গোঁফ ছাটিবে, তাহাদের প্রত্যেককে ফি দাড়ির উপর আড়াই টাকা ও ফি গোঁফের উপর পাঁচ সিকা খাজানা দিতে হইবে। ২। মসজিদ প্রস্তুত করিলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচ শত টাকা ও প্রত্যেক পাকা মসজিদের জন্য এক সহস্র টাকা জমিদার সরকারে নজর দিতে হইবে। ৩। পিতা-পিতামহ বা আত্মীয়স্বজন সন্তানের যে নাম রাখিবে, সে নাম পরিবর্তন করিয়া অহাবী মতে আরবী নাম রাখিলে প্রত্যেক নামের জন্য খারিজানা ফি পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হইবে। ৪। গো-হত্যা করিলে হত্যাকারীর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া দেওয়া হইবে, যেন সে ব্যক্তি আর গো-হত্যা করিতে না পারে। ৫। যে ব্যক্তি অহাবী তিতুমীরকে নিজ বাড়ীতে স্থান দিবে তাহাকে তাহার ভিটা হইতে উচ্ছেদ করা হইবে[৪]।

কৃষ্ণদেব রায়ের উক্ত আদেশের প্রতিবাদ

পুঁড়ার জমিদার ও নীলকর কৃষ্ণদেব রায় শরাহওয়ালা তিতুমীর এবং তাঁহার ভক্তদিগের শরাহ্ জারী বন্ধ করিবার জন্য উপরোক্ত পাঁচ দফা হুকুম জারী করিলে হজরত আলী[৫] সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর সেই

---

৪ বাঙ্গালী সম্পাদক বিহারীলাল সরকার লিখিয়াছেন, পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তখন প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার। সুতরাং তাঁহার আদেশও প্রবল প্রতাপশালী ছিল।

৫ মুসলমান ভক্তেরা তিতুমীরের নাম উচ্চারণ করিত না; তাহারা তিতুমীরকে হজরত আলী বলিয়া সম্বোধন করিত।

আদেশের প্রতিবাদ করিয়া কৃষ্ণদেবকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন[৬]।

৬ তিতুমীরের পত্রের নকল:

ব: জনাব বাবু কৃষ্ণদেব রায় জমিদার মহাশয় সমীপে—
পুঁড়ার জমিদার বাড়ী।

মহাশয়!

আমি আপনার প্রজা না হইলেও আপনার স্বদেশবাসী। আমি লোক-পরম্পরায় জানিতে পারিলাম যে, আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, আমাকে ওহাবী বলিয়া আপনি মুসলমানদিগের নিকট হেয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আপনি কেন এরূপ করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারা মুশকিল। আমি আপনার কোন ক্ষতি করি নাই। যদি কেহ আমার বিরুদ্ধে আপনার নিকট কোন মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাকে উত্তেজিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার উচিত ছিল সত্যের সন্ধান করিয়া হুকুম জারী করা। আমি দীন ইসলাম জারী করিতেছি। মুসলমানদিগকে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দিতেছি। ইহাতে আপনার অসন্তোষের কি কারণ থাকিতে পারে? যাহার ধর্ম সেই বুঝে। আপনি ইসলাম ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। ওহাবী ধর্ম নামে দুনিয়ায় কোন ধর্ম নাই। আল্লাহ্‌র মনঃপুত ধর্মই ইসলাম। ইসলাম শব্দের অর্থ হইতেছে শান্তি। একমাত্র ইসলাম ধর্ম ব্যতীত আর কোন ধর্মই জগতে শান্তি আনয়ন করিতে পারে না। ইসলামী ধরণের নাম রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছোট করা, ঈদুল আজহার কোরবানী করা ও আকীকা কোরবানী করা মুসলমানদিগের উপর অল্লাহ্‌র ও আল্লাহ্‌র রসূলের আদেশ। মসজিদ প্রস্তুত করিয়া আল্লাহ্‌র উপাসনা করা ও আল্লাহ্‌র হুকুম। আপনি ইসলাম ধর্মের আদেশ, বিধি-নিষেধের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমি আশাকরি, আপনি আপনার অন্যায় হুকুম প্রত্যাহার করিবেন। ফক্‌ত—

হাকির ও না-চিজ—
সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তিতুমীরের পত্র ও তাহার প্রতিক্রিয়া

কৃষ্ণদেব রায় পত্র গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাহার পত্র?' জওয়াবে পত্রবাহক বলিল, 'হজরত আলীর পত্র।' কৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হজরত আলী কে?' 'চাঁদপুরের মীর সাহেব, আমার মোর্শেদ।' কৃষ্ণদেব বলিলেন, 'কে, সেই অহাবী তিতু? আচ্ছা, তুই কে?'

নিকটে উপস্থিত ছিল মুচিরাম ভাণ্ডারী। সে বলিল, 'ওর নাম আমন মণ্ডল। ওর বাবার নাম কামন মণ্ডল। ও হুজুরের প্রজা। পূর্বে ও দাড়ি কামাইত। এখন দাড়ি রাখিয়াছে, তাই হুজুর ওকে চিনিতে পারিতেছেন না।'

মুচিরামের উক্তি শ্রবন করিয়া কৃষ্ণদেব বলিলেন, 'তুই বেটা দাড়ির খাজনা দিয়াছিস?' আমিনুল্লাহ্ মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল, 'না, দাড়ির খাজনা দেওয়া হয় নাই।'

কৃষ্ণদেব বলিলেন, দাড়ির খাজনা দিস নাই, নাম বদল করিয়াছিস, তাহার খারিজানা দিয়াছিস?'

আমিনুল্লাহ্ বলিল:

> হুজুর, দাড়ি রাখা আমাদের ধর্মের আদেশ। আমি আমার ধর্মের আদেশ পালন করিয়াছি, নাম সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহাও ঠিক নহে। আমার প্রকৃত নাম আমিনুল্লাহ্, আমার পিতার নামও কামাল উদ্দিন। লোকে আমাদিগকে আমন ও কামন বলিয়া ডাকে; উহা আমাদের ডাক নাম।

আমিনুল্লাহ্র জওয়াব শ্রবন করিয়া কৃষ্ণদেব রায় ক্রোধে জ্বলিয়া

উঠিলেন এবং হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন :

কে আছিস রে? আমার সম্মুখে তর্ক করে, বেটার এত বড় স্পর্দ্ধা! একে গারদে নিয়ে গিয়ে উচিত শাস্তি দে।

প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের হুকুমে মুচিরাম ভাণ্ডারী এবং আরও কয়েকজন বর্কন্দাজ অগ্রসর হইয়া আমিনুল্লাহ্‌কে গারদে লইয়া গেল। তাহার পর হতভাগ্য আমিনুল্লাহ্‌র ভাগ্যে যাহা ঘটিল, পাঠক-পাঠিকারা তাহা অনুমান করিয়া লইবেন। তবে এইটুকু জানাইয়া রাখা আবশ্যক যে, আমিনুল্লাহ্‌ প্রথম শহীদ।

মুহূর্ত মধ্যে এই দুঃসংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মুসলমান শরাহ-ওয়ালাদিগের হৃদয় বেদনায় অস্থির হইয়া উঠিল। তাহারা খোদার দরবারে বিচার চাহিল।

কলিকাতায় ষড়যন্ত্র সভা

গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায়ের উপদেশ অনুসারে কৃষ্ণদেব রায় প্রত্যহ লোক মারফত গোবর ডাঙ্গায় ও গোবরা-গোবিন্দপুরে তিতুমীরের সংবাদ ফলাও করিয়া পাঠাইতেন। দেবনাথের ও গোবর ডাঙ্গার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় কালীপ্রসন্নের বিশিষ্ট বন্ধু কলিকাতার লাটু বাবু স্বীয় বাসভবনে এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় যাহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের নাম উল্লেখযোগ্য : ১। লাটু বাবু (কলিকাতা), ২। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (গোবর ডাঙ্গা), ৩। দেবনাথ রায়[১] (গোবরা-গোবিন্দপুর), ৪। নূর নগরের জমিদারের ম্যানেজার, ৫। টাকীর জমিদারের সদর নায়েব। ৬। রানাঘাটের জমিদারের ম্যানেজার, ৭। কৃষ্ণদেব রায় (পুঁড়া), ৮। রাম রাম চক্রবর্তী (বশিরহাট থানার[২] দারোগা), ৯। দুর্গাচরণ চন্দ্র চৌধুরী (যদুর আটি) প্রভৃতি।

---

১ দেবনাথ রায়ের পিতা রতিকান্ত রায় তখনও বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া জমিদারী শাসন করিতেন দেবনাথ রায়।

২ তখন বাদুড়িয়া বা স্বরূপনগর থানা হয় নাই এবং বশিরহাট মহকুমাও হয় নাই। একমাত্র থানা তখন বশিরহাট।

সভায় বহু বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়ঃ

১। তিতুমীর এবং তাহার দলের লোকদিগকে যে কোন উপায়েই হউক, দমন করিতেই হইবে; তাহা না হইলে জমিদারদিগের মর্যাদা থাকিবে না।

২। পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের দ্বারা তিতুকে শাসন ও দমন করিতে হইলে পার্শ্ববর্তী জমিদারেরা যাহাতে ধন, জন ও পরামর্শ দ্বারা কৃষ্ণদেবকে সাহায্য করেন, সে চেষ্টাও করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, তিতুকে দমন না করিলে হিন্দু জাতির পতন অনিবার্য।

৩। প্রয়োজন হইলে কৃষ্ণদেব রায়ের সহায্যার্থে বাংলার সমস্ত হিন্দু জমিদারদিগকেও কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে দ্বিধা করিলে চলিবে না।

৪। যে কোন উপায়েই হোক, ইংরাজ নীলকরদিগকেও দলে লইয়া তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে হইবে যে, তিতু ইংরাজদিগের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

৫। মোল্লাআটী নীলকুঠির ম্যানেজার মিঃ ডেভীস কালীপ্রসন্ন বাবুর বন্ধু। মিঃ ডেভীসকে দলে টানিয়া লইবার ভার কালীপ্রসন্ন বাবুর উপর ন্যস্ত করা হউক। কারণ, মিঃ ডেভীসের অধীন বহু লাঠিয়াল ও সড়কীওয়ালা নিযুক্ত আছে; তাহাদের সাহায্য পাওয়া যাইবে।

৬। প্রচার দ্বারা হিন্দু জনসাধারণের মনে তিতুর ও তাহার দলের ত্রাস জন্মাইয়া দিতে হইবে। প্রচার করিতে হইবে, তিতু অত্যাচারী, হিন্দুর সম্মান-সম্ভ্রম নষ্টকারী, হিন্দুর জাতি-নাশকারী, হিন্দু-নারীর সম্ভ্রম নষ্টকারী।

৭। হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে আরও প্রচার করিতে হইবে যে, তিতু গো-মাংস দ্বারা হিন্দুর দেবালয়াদি পবিত্র স্থানগুলি অপবিত্র করিয়াছে এবং হিন্দুর মুখে কাঁচা গো-মাংস গুঁজিয়া দিয়া তাহাদের জাতি নাশ করিতেছে।

৮। নানাভাবে ও নানাদিক দিয়া প্রধান প্রধান ইংরাজ রাজ-পুরুষদিগের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে হইবে যে, পলাশীর ও

গিরিয়ার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিতু দলবদ্ধ হইয়াছে। তিতু নিজেকে বাদশা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

৯। হুগলী গ্রামের (নারিকেলবাড়িয়া গ্রামের নিকটবর্তী) নীলকুঠির এজেন্ট মিঃ পাইরন ও উক্ত নীলকুঠির এবং আরও কতকগুলি নীলকুঠির ম্যানেজার লাটু বাবুর বন্ধু। ইহাদিগকে এবং কলিকাতার ও হুগলীর পাদ্রিদিগকে দলে আনিবার ভার লাটু বাবুর উপর অর্পণ করা হউক। আরও স্থির হইল যে, লাটুবাবুর চারিশত হাবশী যোদ্ধা প্রয়োজনের সময় যাহাতে পাওয়া যায়, এই সভা সে জন্য লাটুবাবুর নিকট আবেদন জানাইতেছে।

১০। এই সভা বশিরহাটের দারোগা রাম রাম চক্রবর্তীর সর্বপ্রকার সাহায্য পাওয়ার জন্য তাহার নিকট আবেদন জানাইতেছে।

গোবর ডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন বাবু এই সময় দারোগা রাম রাম চক্রবর্তীকে বলিলেন:

> আপনি ব্রাহ্মণ এবং আমরাও ব্রাহ্মণ। তাহা ছাড়া আপনি আমাদের অনেকেরই আত্মীয়। আপনি এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া সকল কথা শুনিলেন ও বুঝিলেন। এক্ষণে আপনি বলুন, হিন্দু জাতির এই বিপদের সময় আপনি জাতিকে কতটা সাহায্য করিবেন?

জওয়াবে রাম রাম চক্রবর্তী বলিলেন:

> হিন্দু জাতির এই মহান কার্যে প্রাণ দিয়াও যদি সাহায্য করিতে হয়, তাহা করিব। আমি তিতুমীরকে রাজদ্রোহী প্রমাণ করিব।

কৃষ্ণদেব রায়ের পূর্ণ উদ্যমে কার্য আরম্ভ

কলিকাতার সভা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যে সকল তিতু-শিষ্যের নিকট হইতে তখনও দাড়ি, গোঁফ ইত্যাদির খাজনা আদায় হয় নাই এবং নাম খারিজ-ফি আদায় হয় নাই কৃষ্ণদেব রায় নায়েব ও বর্কন্দাজদিগের উপর তাহা আদায় করিবার জন্য কড়া হুকুম দিলেন।

নায়েব একজন গোমস্তা ও কয়েকজন বর্কন্দাজকে সরফরাজপুর প্রেরণ করিলেন। তাহারা সরফরাজপুর উপস্থিত হইয়া দেখিল, তিতুমীর শিষ্য দিগকে লইয়া মসজিদে শুক্রবারের সাপ্তাহিক নামাজ পড়িতেছে। সুতরাং

তাহারা অপেক্ষা করিতে থাকিল। নামাজ পড়া শেষ হইলে গোমস্তা তিতুমীরকে ও তাহার শিষ্যদিগকে জমিদারের আদেশ শুনাইল।

তিতুমীরের জওয়াব

গোমস্তার মুখে সকল কথা শ্রবণ করিয়া সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর গোমস্তাকে বলিলেন:

> তোমাদের বাবুর নিকট আমি এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করিয়া আমার ধর্মের আদেশ, বিধি ও নিষেধের কথা জানাইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি আমার পত্র উপেক্ষা করিয়াছেন। তিনি আমার মুরীদ ও পত্রবাহক আমিনুল্লাহ্‌র উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছেন। যাহা হউক, আমি তোমাদিকে পুনরায় বলিয়া দিতেছি যে, তাহার আদেশ আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ এবং মানব সমাজের ন্যায়, নীতি ও বিধি বহির্ভূত। জমিদার ডাকিলে প্রজার যাওয়া উচিত। কিন্তু তিনি যে ভাবে ও যে ভঙ্গিতে মুসলমানদিগের সহিত গায়ে পড়িয়া ঝগড়ায় মাতিয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে কেহ তাহার আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না। বিশেষতঃ দাড়ি-গোঁফের খাজনা দিবার জন্য এবং তাহার অ-ইসলামী হুকুম পালন করিয়া তাহার অন্যায়ের প্রশ্রয় দিবার জন্য আমার দ্বীন-ইসলাম নিষেধ করিয়াছে। মুসলমানদিগের নিকট জমিদারের অন্যায় হুকুম অপেক্ষা আল্লাহ্‌র হুকুম অনেক বড় ও অধিক মূল্যবান।

কৃষ্ণদেব রায়ের গোমস্তা ও বর্কন্দাজেরা তিতুমীরের এই প্রকার জওয়াব শ্রবণ করিয়া এবং তাহার উপস্থিত শিষ্যসংখ্যা অনেক অধিক দেখিয়া তাহারা প্রস্থান করিল ও কৃষ্ণদেবকে সকল কথা জানাইল।

কৃষ্ণদেব রায় সকল কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিতুমীরকে গ্রেফতার করিবার জন্য দ্বাদশ জন সশস্ত্র বর্কন্দাজ প্রেরণ করিলেন।

এদিকে তিতুমীরের মুরীদ-মুসল্লীরা সকলেই তাহাদের মোর্শেদের উপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য মসজিদ প্রাঙ্গনে উপবেশন করিলে।

বর্কন্দাজেরা দূর হইতে তিতুমীরের লোকসংখ্যা দর্শন করিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল এবং তাহাদের প্রভুকে সকল কথা জানাইল।

কৃষ্ণদেব রায়ের দূত প্রেরণ

কৃষ্ণদেব রায় বর্কন্দাজদিগের মুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া নিম্নলিখিত স্থানে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে প্রেরণ করিয়া সংবাদ দিলেন ও পরামর্শ জানিতে চাহিলেন।

অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে গোবর ডাঙ্গায়, খড়েশ্বর মুখোপাধ্যায়কে গোবরা-গোবিন্দপুরে, লাল বিহারী চট্টোপাধ্যায়কে সেরপুরে মিঃ বেনজামিনের নিকট, বনমালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে হুগলী নীলকুঠিতে, হৃদয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মোল্লা আটি নীলকুঠিতে, লোকনাথ চক্রবর্তীকে বশিরহাট থানায়, কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলিঙ্গা পুলিশ ফাঁড়িতে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গবাসী সম্পাদক বিহারী লাল সরকার লিখিয়াছেন, কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাদুড়িয়া থানায় প্রেরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু তখন বাদুড়িয়া থানা স্থাপিত হয় নাই। তখন কলিঙ্গা গ্রামে বশিরহাট থানার অধীন পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপিত হইয়াছিল।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, লোকনাথ চক্রবর্তী বশিরহাট থানার সর্বশক্তিমান দারোগার ভগ্নিপতি।

বৃহস্পতিবার

যে দিন পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় কর্তৃক তিতুমীরকে গ্রেফতার করিয়া পুঁড়ায় আনিবার জন্য দ্বাদশ জন সশস্ত্র বর্কন্দাজ প্রেরিত হইয়াছিল এবং বর্কন্দাজরা তিতুমীরকে গ্রেফতার করিয়া আনিতে সাহস করে নাই, সেদিন ছিল শুক্রবার, জুমার নামাজের দিন।

আমি এখানে যে বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যার পরের ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, সে বৃহস্পতিবার ছিল পূর্বোক্ত শুক্রবারের পরের বৃহস্পতিবার। আলোচ্য বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর গোবরডাঙ্গা, গোবরা-গোবিন্দপুর, মোল্লা আটী,

হুগলী ও সেরপুর হইতে কৃষ্ণদেবের সাহায্যার্থে সহস্রাধিক লাঠিয়াল, সড়কীওয়ালা ও ঢাল-তরবারিধারী বীর যোদ্ধা পুঁড়ার কৃষ্ণদেবের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আহারাদি করিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। পরের দিন শুক্রবারের প্রভাতে কৃষ্ণদেব নবাগত সৈন্যদিগকে বলিয়া দিলেন, 'তোমরা দশটার মধ্যেই প্রস্তুত হইবে।'

শুক্রবারের আক্রমণ

শুক্রবার বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় কৃষ্ণদেব রায় সেনাপতির বেশে সুসজ্জিত হইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া পেঁ ৗছিলেন এবং সইস্ ফুলচাঁদকে বলিলেন, 'আমার অশ্ব আনায়ন কর।' মুচিরাম ভাণ্ডারীকে বলিলেন, 'আমার জগৎবার আনিয়া দাও।' ফুলচাঁদ ও মুচিরাম প্রভুর আদেশ পালন করিল। অতঃপর কৃষ্ণদেব নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন:

> নবাগত সৈন্যদিগের মধ্য হইতে পাঁচশত সৈন্য আমার সঙ্গে যাইবে এবং অবশিষ্ট পাঁচশত সৈন্য বাড়ীর পাহারায় মোতায়েন থাকিবে।

নায়েব যথাযথ ভাবে জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের আদেশ পালন করিল।

বেলা প্রায় বারটার সময় সৈন্যদিগকে সাজাইয়া গুছাইয়া লইয়া সেনাপতি কৃষ্ণদেব রায় সরফরাজপুর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সর্বাগ্রে অশ্বপৃষ্টে কৃষ্ণদেব রায়, তাহার পশ্চাতে তরবারিধারী হাবশী সৈন্য, তাহাদের পশ্চাতে লাঠিধারী সৈন্য চলিতে আরম্ভ করিল। এই সৈন্যবাহিনীকে ও সেনাপতিকে ঘিরিয়া চলিল তিরন্দাজ ও সড়কীওয়ালা সৈন্যরা।

সেনাপতি ও সৈন্যবাহিনী সরফরাজপুর গ্রামের মধ্যে পেঁ ৗছিয়া মসজিদের দিকে অগ্রসর হইল। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সেদিন ছিল শুক্রবার। যখন কৃষ্ণদেব রায় ও তাহার সৈন্যদল মসজিদের নিকটবর্তী হইল, তখন খোত্বা সমাপ্ত হইয়া ফরজ নামাজ আরম্ভ হইয়াছে।

কৃষ্ণদেবের সৈন্যরা রে রে শব্দে ডাক ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে এবং মুসলমান বিদ্বেষমূলক শব্দ উচচারণ করিতে করিতে মসজিদ আক্রমন করিল।

মসজিদে আগুন ধরাইয়া দিল। সমস্ত মুসল্লীই অল্পবিস্তর অগ্নিদগ্ধ হইয়া নামাজ ছাড়িয়া মসজিদের বাহির হইয়া আসিলেন।

হজরত আলী সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরও অগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। তিনি ও তাঁহার শিষ্যবর্গ দাঁড়াইয়া দেখিলেন, মুসলমানের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় মসজিদ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে এবং কৃষ্ণদেবের সৈন্যরা মসজিদ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সৈন্যরা মসজিদ পুড়াইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইল না। তাহারা নিরস্ত্র জখম মুসল্লী মুসলমানদিগকে অক্রমণ করিল। কৃষ্ণদেবের সড়কীওয়ালা সৈন্যরা দুইজন জখমী মুসল্লীকে সড়কীবিদ্ধ করিয়া শহীদ করিল।

অতঃপর কৃষ্ণদেবের হুকুমে তাহার সৈন্যরা শরাহ্‌ওয়ালা তিতু-শিষ্যদিগের বাড়ীঘর লুণ্ঠন করিল এবং পুড়াইয়া দিল। তাহার পর কৃষ্ণদেব রায় ও তাহার সৈন্যরা পুঁড়া গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

কৃষ্ণদেব রায়ের কীর্তিকথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। হজরত আলী সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর এবং নামাজীরা পুড়িয়া জখম হইয়াছেন, তাহারা সৈন্যদিগের আক্রমণেও জখম হইয়াছেন এবং দুইজন মুসল্লী সড়কীবিদ্ধ হইয়া শহীদ হইয়াছেন—এ সংবাদ বিদ্যুৎবেগে বহু দূরপল্লী পর্যন্ত পৌঁছিল। দক্ষিণ, পূর্ব, উত্তর দিক হইতে এবং ইছামতি নদীর পশ্চিম পার হইতে দলে দলে মুসলমান আসিয়া হামদর্দি দেখাইতে লাগিল।

পুলিশ ফাঁড়িতে মুসলমানদিগের ইত্তেলা

অতঃপর মুসলমানেরা কলিঙ্গার পুলিশ ফাঁড়িতে জমিদার কৃষ্ণদেব রায় ও তাহার সৈন্যদিগের বিরুদ্ধে মসজিদ ও ঘরজ্বালানী, খুন, জখম, মারপিট ও লুণ্ঠন প্রভৃতির অভিযোগে মোকদ্দমা রুজু করিলেন।

কলিঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মুসলমানদিগের ইত্তেলা গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু সে কর্মচারী সরেজমিন পরিদর্শনাদি কিছুই করিল না। লাশ, আলামত, জখমী কিছুই গ্রহণ করিল না। সে মুসলমান ইত্তেলাকারীকে লাশ মাটি দিবার (কবর দিবার) জন্য নির্দেশ দিল।

পুলিশ ফাঁড়িতে জমিদার পক্ষের ইত্তেলা

উপরোক্ত ইত্তেলার আঠার দিন পর জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের সদর নায়েব কলিঙ্গা ফাঁড়িতে উপস্থিত হইয়া হজরত আলী তিতুমীর ও তাঁহার শতাধিক ভক্ত মুরীদকে আসামী করিয়া এই মর্মে এক ইত্তেলা করিল যে, নীলচাষদ্রোহী, জমিদারদ্রোহী এবং ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীদ্রোহী তিতুমীর নামক ভীষণ প্রকৃতির এক অহাবী মুসলমান এবং তাঁহার সহস্রাধিক শিষ্য পুঁড়ার জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেব রায় মহাশয়ের দুইজন বর্কন্দাজ ও একজন গোমস্তাকে অন্যায় ও বে-আইনীভাবে কয়েদ করিয়া গুম্ করিয়াছে। বহু অনুসন্ধানেও আমরা তাহাদের সন্ধান পাইতেছি না। আমাদের উক্ত পাইক ও গোমস্তা সরফরাজপুর মহলের প্রজাদের নিকট খাজনা আদায়ের জন্য মহলে গিয়াছিল। খাজনার টাকা লেন-দেন ও ওয়াশীল সম্বন্ধে প্রজাদের সহিত বচসা হওয়ায় তিতুমীরের হুকুম মতে তাহার দলের লোকেরা আমাদের গোমস্তা-পাইকদিগকে জবরদস্তি করিয়া কোথায় কয়েদ করিয়াছে তাহা জানা যাইতেছে না। তিতুমীর দম্ভভরে প্রচার করিতেছে যে, সে এদেশের রাজা। সুতরাং খাজনা আর জমিদারকে দিতে হইবে না।

জমাদারের তদন্ত

পুঁড়ার সদর নায়েবের উক্ত ইত্তেলা প্রাপ্ত হইয়া ফাঁড়ির জমাদার তদন্ত করিবার জন্য পুঁড়ার জমিদার বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং তিতুমীর ও তাঁহার কয়েকজন বিশিষ্ট মুরীদকে জমিদার বাড়ীতে হাজির হইবার জন্য তলব দিল।

যে কনস্টেবল তিতুমীর ও অপরাপর আসামীদিগকে ডাকিতে আসিয়াছিল, তিতুমীর তাহাকে বলিলেন:

> আমরা জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়ীতে যাইব না। অকুস্থান সরফরাজপুর বলিয়া ইত্তেলায় বলা হইয়াছে। সুতরাং সরফরাজপুর আসিয়া তদন্ত করিতে হইবে। অদ্য হইতে আঠার দিন পূর্বে

আমরা যে সকল ইত্তেলা করিয়াছিলাম, জমাদারকে সে মোকদ্দমাও তদন্ত করিতে হইবে।

জমাদার কনষ্টেবলের মুখে তিতু-পক্ষের জওয়াব শ্রবণ করিয়া বাধ্য হইয়া সরফরাজপুর আসিল। মুসলমানেরা কৃষ্ণদেব রায়ের ও তাহার সৈন্য ও লাঠিয়ালগিদের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করিয়াছিলেন, সে সকল অভিযোগের প্রমাণ করিলেন। শহীদদিগের কবর ও জখমীদিগকে দেখান হইল। বহু নিরপেক্ষ লোক সাক্ষী দিলেন, কৃষ্ণদেব রায় স্বয়ং সেনাপতি রূপে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। জমিদার পক্ষের মোকদ্দমার প্রমাণ হইল না।

বারাসাত কোর্টে কৃষ্ণদেবের হাজিরা

কয়েকদিন ধরিয়া ফাঁড়ির জমাদার তদন্ত করিল। জমিদার কৃষ্ণদেব রায় এই সময় হাজির ছিলেন না। কয়েক দিন পরে ৭ই জুলাই (১৮৩১) তারিখে কৃষ্ণদেব রায় বারাসাতে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হইয়া এক দরখাস্ত দ্বারা বলিলেন:

> আমি দাঙ্গাহাঙ্গামার কিছুই জানি না। আমি কলিকাতায় ছিলাম। এক্ষণে ঘটনা ও মোকদ্দমা সম্বন্ধে অবগত হইয়া আদালতে হাজির হইয়াছি এবং এই দরখাস্ত পেশ করিতেছি।

জমাদারের রিপোর্ট

কলিঙ্গা ফাঁড়ির জমাদার কয়েক দিন ধরিয়া মোকদ্দমা দুইটি তদন্ত করিয়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট এই মর্মে এক রিপোর্ট পেশ করিল যে, উভয় পক্ষের অভিযোগ অত্যন্ত সঙ্গিন। মুসলমানদিগের অভিযোগের বহু আলামত ও নিদর্শন আমি দর্শন করিয়াছি। জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের নায়েব তিতুমীর ও তাহার দলের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে, সে সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া জানা গেল যে, সে তিন জন কর্মচারী সদর নায়েবের সঙ্গেই রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে সদর নায়েবের জওয়াব এই যে, আমি মফস্বলে তদন্তে

আসিবার পর তিতুমীর ও তাঁহার লোকেরা গোমস্তা ও পাইকদ্বয়কে মুক্তি দিয়াছে। এ কারণ আমি মনে করি, এই জটিল মোকদ্দমা দুইটি বশিরহাটের অভিজ্ঞ দারোগা রাম রাম চক্রবর্তীকে তদন্ত ও খাতেমা রিপোর্টের অধিকার দেওয়া হউক।

জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের জামিন

উপরোক্ত রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট জমিদার কৃষ্ণদেব রায়কে তলব মতে হাজির হইবার আদেশ দিয়া জামিন দিলেন এবং বশিরহাটের দারোগা রাম রাম চক্রবর্তীকে মোকদ্দমা তদন্ত করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র খাতেমা রিপোর্ট দিবার আদেশ দিলেন।

রাম রাম চক্রবর্তীর স্বরূপ

দারোগা রাম রাম চক্রবর্তী যথাসময় সরফরাজপুর আসিয়া মোকদ্দমার তদন্ত আরম্ভ করিল। মুসলমানদিগকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিতে লাগিল। কেবল তাহাই নহে, হিন্দু কনস্টেবলের রুলের গুতায় মুসলমানেরা আপ্যায়িত (?) হইতে লাগিলেন। দারোগা রাম রাম চক্রবর্তী বলিল :

> নেড়ে ব্যাটারা জমিদারকে ফ্যাসাদে ফেলিবার জন্য মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে। আমি সব বেটাকে জেলে পুরিব। আর এই তিতু ব্যাটা যত অনিষ্ট অশান্তির মূল। এই ব্যাটাকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরবিদায় দিয়া তবে আমার আর কাজ।

দারোগা রাম রাম চক্রবর্তী কয়েক দিন পুঁড়ার জমিদারের নেমক খাইয়া এবং জামাই-আদরে জমিদারের পালঙ্কের উপর আরাম উপভোগ করিয়া মোকদ্দমার তদন্ত শেষ করতঃ হেড কোয়ার্টারে---বশিরহাট থানায় চলিয়া গেল এবং খাতেমা রিপোর্ট প্রেরণ করিল।

দারোগার খাতেমা রিপোর্ট

১। জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের গোমস্তা ও পাইকদিগকে তিতু এবং তাহার লোকেরা বে-আইনীভাবে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল, একথা সত্য ; কিন্তু তাহারা তিতুর কয়েদখানা হইতে কৌশলে পলায়ন করিয়া আত্মগোপন করিয়াছিল। পুলিশের আগমন সংবাদে তাহারা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং মোকদ্দমা অচল ও ডিস্মিসের যোগ্য।

২। তিতুমীর এবং তাহার লাঠিয়ালেরা জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের ও তাহার পাইক বর্কন্দাজদিগের বিরুদ্ধে ঘরজ্বালানী, লুণ্ঠন, দাঙ্গা এবং খুন সম্বন্ধে যে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছে, তাহা যোগ-সাজশী ও ভিত্তিহীন। জমিদারকে হয়রান ও বিপদগ্রস্থ করিবার জন্য তাহারা এই মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি করিয়াছে।

৩। তিতু এবং তাহার দলের লোকেরা নিজেরাই তাহাদের নামাজ ঘর পুড়াইয়া দিয়াছে। সেমতে এই মোকদ্দমা অচল এবং ডিস্মিসের যোগ্য।

সপ্তম অধ্যায়

যেদিন মোকদ্দমার শুনানীর দিন ধার্য ছিল, সেই দিন আদালত বসিলে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পেশ্‌কার হাকিমের সম্মুখে দারোগা রাম রাম চক্রবর্তীর প্রেরিত খাতেমা রিপোর্ট এবং তিতুমীরের পক্ষের একখানি দরখাস্ত পেশ করিল।

তিতুমীরের পক্ষের দরখাস্তের মর্ম

১। যেহেতু, দারোগা রাম রাম চক্রবর্তী জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের কুটুম্ব ;

২। যেহেতু, দারোগা রাম রাম চক্রবর্তী পুঁড়া গ্রামের অন্যতম বিশিষ্ট অধিবাসী লোকনাথ চক্রবর্তীর সম্বন্ধী এবং লোকনাথ চক্রবর্তী কৃষ্ণদেব রায়ের নীল চাষের পরামর্শদাতা ;

৩। যেহেতু, দারোগা রাম রাম চক্রবর্তী এই মোকদ্দমা তদন্তের সময় জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া ও আহারাদি করিয়া মোকদ্দমার তদন্ত করিয়াছেন এবং আমাদের পক্ষের সাক্ষ্য-সাবুদ গ্রহণ করেন নাই ;

৪। যেহেতু, জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বিরুদ্ধে খুন, জখম, ঘর জ্বালানী, মসজিদ জ্বালানী, লুন্ঠনাদির অভিযোগ আছে ;

৫। যেহেতু, দারোগা রাম রাম চক্রবর্তী ষড়যন্ত্রকারী কৃষ্ণদেব রায়, কালীনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবনাথ রায় প্রমুখের সহিত কলিকাতার লাটু বাবুর বাড়ীতে পরামর্শ-সভায় উপস্থিত ছিল এবং আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে ;

৬। যেহেতু, দারোগা রাম রাম চক্রবর্তীর সহায়তায় ও উৎসাহে জমিদার কৃষ্ণদেব রায় মুসলমানদিগের ধর্মের উপর অন্যায় ভাবে ও অসঙ্গত উপায়ে হস্তক্ষেপ করিবার সাহসী হইয়াছে, সেইহেতু উক্ত দারোগার রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের সত্য মোকদ্দমা নষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং হুজুর আদালতে আমাদের আবেদন, হুজুর যদি সরেজমিনে গিয়া স্বয়ং তদন্ত করেন, সমস্ত তথ্য প্রকাশ পাইবে। আর হুজুর যদি একান্তই সরেজমিনে যওয়ার তকলীফ স্বীকার করিতে রাজী না হয়েন, তাহা হইলে সাক্ষীদিগকে তলব দিয়া গরীব ও উৎপীড়িত মুসলমানদিগের প্রতি সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়।

বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মুসলমানদিগের দরখাস্তের উপর কোন প্রকার গুরুত্ব না দিয়া, দারোগার রিপোর্টের উপর গুরুত্ব দিয়া উভয় পক্ষের মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিলেন।

মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হওয়ায় জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তাহার মুসলমান শরাহ্‌ওয়ালা প্রজাদিগের উপর নানা প্রকার জুলুম করিয়াছিলেন। মিঃ হার্বার্ট নামক জনৈক পদস্থ ইংরাজ এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম নিম্নরূপ :

> অতঃপর তিতুমীরের শিষ্যদিগের উপর জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের পক্ষ হইতে নানা প্রকার অত্যাচার হইয়াছিল। জমিদার কৃষ্ণদেব রায়, জমিদার দেবনাথ রায়, জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তিতুমীরের মতাবলম্বী মুসলমান প্রজাদিগকে জব্দ করিবার জন্য বাকী খাজানা আদায় বিলে গ্রেফতার করিয়া সদর কাছারীতে আনয়ন পূর্বক তাহাদের উপর নানা প্রকার জুলুম করিয়াছিল এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে বহু মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া ডিক্রী হাসিল করতঃ তাহাদিগকে ভিটাচ্যুত করিয়াছিল।

মুসলমানদিগের আপীল

বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমের বিরুদ্ধে উপর আদালতে আপীল করিবার জন্য তিতুমীর এবং তাহার কয়েকজন শিষ্য ১৮৩৬

খ্রীস্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতায় গমন করিলেন। কিন্তু জজ সাহেবের প্রত্যাবর্তনের কোন সঠিক সংবাদ জানিতে না পারিয়া, বিফল মনোরথ হইয়া তিতুমীর এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল।

মিস্‌কীন শাহের সরফরাজপুর আগমন

মিস্‌কীন শাহ্‌ কে এবং কেন তিনি সরফরাজপুর আগমণ করিয়া সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এখানে সর্বাগ্রে সে কথার একটু আলোচনা আবশ্যক।

পাঠকপাঠিকাদিগের স্মরণ আছে যে, তিতুমীর এবং তাঁহার ওস্তাদ হাফেজ নিয়ামত উল্লাহ্‌ যখন মীর্জাপুর গ্রামের জমিদার মীর্জা গোলাম আম্বিয়ার বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন গোলাম আম্বিয়ার মোর্শেদ হজরত শাহ্‌ কামালের সহিত তিতুমীরের সাক্ষাত হইয়াছিল। তিতুমীর তাহার নিকট মুরীদ হওয়ার বাসনা জানাইয়াছিলেন। কিন্তু পীর শাহ্‌ কামাল তিতুকে মুরীদ ত করেনই নাই, অধিকন্তু তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমার ভাগ্য শাহাদাতের গৌরবে গৌরবান্বিত'। মিস্‌কীন শাহ্‌ এই পীর শাহ্‌ কামালের অন্যতম মুরীদ। শাহ্‌ কামালের নির্দেশক্রমে মিস্‌কীন শাহ্‌ সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

একদিন আসরের নামাজের পর হজরত আলী নিসার আলী সরফরাজ পুরের জ্বালাইয়া দেওয়া হুজরা ঘরের পোতার উপর বসিয়া যখন বিশিষ্ট মুরীদদিগকে মোরাকেবা মোশাহেদার তালিম দিতেছিলেন, তখন মিস্‌কীন শাহ্‌ তথায় আগমন করিয়া নিজের পরিচয় দান করিলেন। তিতুমীর হজরত শাহ্‌ কামালের মুরীদ মিস্‌কীন শাহ্‌কে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। সেই দিন হইতে তিতুর শাহাদাতের দিন পর্যন্ত মিস্‌কীন শাহ্‌ তিতুমীরের সঙ্গে ছিলেন।

হজরত সৈয়দ নিসার আলীর সহিত মিস্‌কীন শাহের আলাপ আলোচনা

চলিতে থাকা কালে তিতুমীরের অন্যতম প্রধান মুরীদ নারিকেলবাড়িয়া নিবাসী সুফি ময়েজ উদ্দিন বিশ্বাস তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন :

> হজরত, জমিদার কৃষ্ণদেব রায় যখন আপনার উপর নিত্য নূতন অত্যাচার করিতেছে এবং সরফরাজপুরের কয়েকজন মুসলমান যখন কৃষ্ণদেবের ক্রীড়নক, তখন আপনি আমাদের নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে চলুন। সেখানে আপনার ভক্তরা গমন করিয়া আপনার নিকট তালিম গ্রহণ করিবে।

ময়েজ উদ্দিনের প্রস্তাবের জওয়াবে সৈয়দ নিসার আলী বলিলেন :

> আমি নারিকেলবাড়িয়াও যাইতে পারি, কিংবা তারাগুনিয়া গ্রামে অথবা চাঁদপুর গ্রামেও যাইতে পারি তাহাতে আমার কোন অসুবিধা নাই ; কিন্তু কথা হইতেছে, এই সকল অসহায় লোক, যাহারা আমার সঙ্গে ঈমানের পথে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাদিগকে শত্রুর কবলে রাখিয়া যাইতে পারি কি প্রকারে ? এখন তাহারা দেখিতে পাইতেছে যে, আমিও তাহাদের সঙ্গে আছি। তাহাদের সঙ্গে আমিও মালাউন জমিদারের নির্যাতন সহ্য করিতেছি ; এখন তাহারা মনোবল পাইতেছে। কিন্তু যখন তাহারা দেখিতে পাইবে যে, আমি তাহাদের সঙ্গে নাই, তখন তাহারা কি ভাবিবে, তাহাদের দৃঢ়তা কি বজায় থাকিবে ? আল্লাহ্‌র যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইবে। তবে আমার সম্মুখে হজরত রাসূলুল্লাহ্‌র যে আদর্শ রহিয়াছে, সেই আদর্শ মতই আমাকে চলিতে হইবে। হজরত রাসূলুল্লাহ্‌ যদি নিজের জান লইয়া মক্কা হইতে পলায়ন করিতেন, তাহাও তিনি পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। তিনি প্রথমে মুসলমান দিগকে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে নিরাপদ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি মুসলমানদিগকে মদীনায় প্রেরণ করিয়া পরে মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন। আমি কি প্রকারে ঈমানদারদিগকে সরফরাজপুরে শত্রুর মধ্যে ছাড়িয়া তারাগুনিয়ায় কিংবা চাঁদপুরে অথবা নারিকেলবাড়িয়া যাইতে পারি ?

মিস্‌কীন শাহের মত

সকল কথা শ্রবণ করিয়া মিস্‌কীন শাহ্ বলিলেন, 'আমি বিশ্বাস সাহেবের মতের সমর্থন করি। তবে সরফরাজপুরের ভক্তদিগকে ডাকিয়া তাহাদের মতামত জানিবার চেষ্টা করা এবং অধিকাংশের মতানুসারে আপনার কার্য করা একান্ত কর্তব্য।' মিস্‌কীন শাহের উপরোক্ত প্রস্তাব অনুসারে মগরেবের নামাজের পর তিতুমীরের সমস্ত মুরীদ-ভক্ত সমবেত হইলেন। তাঁহারা সকল কথা শ্রবণ করিলেন। তিতুমীর ভক্তদিগের সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিয়াছিলেন, ময়েজ উদ্দিন তাহা সকলকে শুনাইলেন। সকল কথা শ্রবণ করিয়া তিতুমীরের ভক্তেরা সকলেই বলিয়া উঠিলেন:

> আমরাও বিশ্বাস সাহেবের এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। যাঁহার অছিলায় আজ আমরা শয়তানের পথ পরিত্যাগ করিয়া হজরত নবী-এ ত্রি-জাহানের প্রচারিত আল্লাহ্‌র পথের সন্ধান পাইয়াছি, আল্লাহ্‌র দরবারে আমরা তাঁহার শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সর্বাগ্রে প্রার্থনা করিতেছি। যখনই আমরা প্রয়োজনের সম্মুখীন হইব, তখনই হজরত আলীর কদম মুবারকে আমাদের জান-মাল নিসার করিব।

তিতুমীরের নারিকেলবাড়িয়া গমন

পরের দিন প্রাতঃকালে নৌকা ঠিক হইল। হজরত আলী তিতুমীর মিস্‌কীন শাহ্ এবং যে পাঁচটি পরিবারের বাড়ীঘর কৃষ্ণদেব রায় পুড়াইয়া দিয়াছিল, সেই হবিবুল্লাহ্ মণ্ডল, হাফিজুল্লাহ মোল্লা, গোলাম নবী মণ্ডল, রমজান আলী মণ্ডল এবং রহমান বখ্‌শ মণ্ডলের পরিবারদিগকে সঙ্গে লইয়া ময়েজ উদ্দিন বিশ্বাস নৌকায় আরোহণ করিলেন এবং যথাসময় নারিকেলবাড়িয়ার ঘাটে গিয়া পৌঁছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উক্ত পাঁচটি পরিবারের ত্যাগ এবং মনের বল কতটা ছিল, তাহাই চিন্তার বিষয়। একদিকে আত্মীয়স্বজন, বিষয়সম্পত্তি এবং পৈতৃক ভিটা-বাড়ী আদি, অপর দিকে মোর্শেদ, ঈমান এবং অত্যাচার দমনের খেয়াল কোনটা বড়, কোনটা গুরুত্বপূর্ণ?

নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে আগন্তুকদিগের স্থান

নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে আগন্তুকদিগের স্থান কোথায় কি উপায়ে হইবে, ময়েজ উদ্দিন বিশ্বাসের তাহাই হইল চিন্তার বিষয়। ময়েজ উদ্দিন গ্রামের প্রধান কাবিল উদ্দিন মণ্ডল, হেদায়েত উল্লাহ্ খলীফা, হাশমত উল্লাহ্ মোল্লা, হুকুম আলী মণ্ডল, আমজিয়াদ আলী বিশ্বাস প্রমুখ ব্যক্তিদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিলেন।

সকলের মত অনুসারে ময়েজ উদ্দিন বিশ্বাস স্বীয় মোর্শেদ সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর এবং মিস্‌কীন শাহের ভার গ্রহণ করিলেন। কাবিল উদ্দিন মণ্ডল হাবিবুল্লাহ মণ্ডল ও তাহার পরিবারবর্গকে, হেদায়েত উল্লাহ খলীফাহ হাফিজুল্লাহ মোল্লা ও তাহার পরিবারবর্গকে, হাশমত উল্লাহ্ মোল্লা গোলাম আলী মণ্ডল ও তাহার পরিবারবগকে, হুকুম আলী মণ্ডল রমজান আলী মণ্ডল ও তাহার পরিবারবর্গকে এবং আমজিয়াদ আলী বিশ্বাস রহমান বখ্‌শ মণ্ডল ও তাহার পরিবারবর্গকে স্থান দিলেন।

নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে ওর্স (ওরস) মহফিল

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জুলাই তারিখে জমিদার কৃষ্ণদেব রায় বারাসাতের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে হাজির হইয়াছিলেন। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে মুসলমানেরা জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য কলিকাতা গমণ করিয়াছিলেন এবং ২৮শে তারিখে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। ১৭ই অক্টোবর তারিখে সরফরাজপুর হইতে তাহারা নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে আগমণ করিয়াছিলেন। ২৩শে অক্টোবর তারিখে সুফি আরেফ সমপ্রদায়ের প্রথানুসারে ওর্স-মহফিলের দিন ধার্য হইয়াছিল এবং বিভিন্ন স্থানের মুরীদদিগকে ওর্সের সংবাদ জানান হইয়াছিল।

নির্দিষ্ট দিনের সন্ধ্যার পর হইতে সৈয়দ নিসার আলীর মুরীদেরা নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে আগমন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ২৫শে অক্টোবর তারিখের প্রাতঃকালে মুরীদানেরা বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রায় পাঁচ শত মুরীদ এই ওর্সে যোগদান করিয়াছিলেন। সুফি ময়েজ উদ্দিন বিশ্বাস

এবং নারিকেলবাড়িয়া গ্রামের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা ওর্সের সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদেব রায়ের অবিরাম অত্যাচার

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর তারিখে পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় প্রায় সহস্রাধিক লাঠিয়াল, অস্ত্রধারী ও সড়কীওয়ালা সৈন্য লইয়া আসিয়া নারিকেলবাড়িয়া গ্রাম আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহারা গ্রামের বহু নরনারীকে মারপিঠ করিয়া জখম করিয়াছিলেন। সৈয়দ নিসার আলী, মিস্‌কীন শাহ্, ময়েজ উদ্দিন প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গুরুতরভাবে জখম হইয়াছিলেন।

৩০শে অক্টোবর তারিখে মুসলমানেরা পুলিশ ফাঁড়িতে ইত্তেলা করিয়াছিলেন। কিন্তু ফাঁড়িদার নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তদন্তে আসে নাই, আসিবার প্রয়োজনও মনে করে নাই।

এই আক্রমন সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে ছড়াইয়া পড়িল। বহু স্থানের মুসলমানেরা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। হজরত আলী তিতুমীর মুসলমানদিগের মধ্যে উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন:

> হে আমার প্রিয়তম ভ্রাতৃবৃন্দ! প্রাণের বেদনা উত্তেজনার ভিতর দিয়া প্রকাশ হইতে না দেওয়াই উত্তম। যাহারা মহৎ, তাহারা যুগে যুগে মানবের মধ্যে এই শিক্ষাই প্রচার করিয়াছেন। আর এই শিক্ষাই মানব জাতির জন্য কল্যাণপ্রসূ। ধর্ম পালন করিতে হইলে বিশেষতঃ ইসলাম ধর্ম পালন করিতে হইলে—শয়তান, মর্দুদ ও তাহার প্রিয় কাফেরদিগের দ্বারা অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। একবার খেয়াল করিয়া দেখ, আমাদের হুজুরে আকরম নবী-এ ত্রি-জাহান কি আদর্শ আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। কাফেররা এমনকি তাহার চাচা পর্যন্ত কতই না অত্যাচার করিয়াছিল। মক্কার কোরেশ কাফেররা তাঁহার উপর এবং বিশ্বাসী দলের উপর অত্যাচারের তুফান বহাইয়া দিয়াছিল; অথচ হজরত রসূলুল্লাহ্ এবং তাঁহার বিশ্বাসী দল প্রত্যেকেই ছিলেন তাহাদের

আত্মীয়-স্বজন--আপনার জন। সুখের বিষয়, আমাদের উপর আমাদের আত্মীয়-স্বজন কোন অত্যাচার করিতেছেন না। আমাদের স্বধর্মী নামে পরিচিত যে দুই চারিজন মুসলমান কাফেরদিগের দলভুক্ত হইয়াছে, তাহারা পথভ্রষ্ট—গোমরাহ।

আমাদের কর্তব্য, আমরা যাঁহার উম্মত, তাঁহার আদর্শকেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করা এবং তাহা গ্রহণ করা। উত্তেজিত হইও না। আল্লাহ্‌র আদেশ, বিধি ও নিষেধের প্রতি খেয়াল করিয়া দুনিয়াদারী কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ স্বীয় অধিকার পালন করিবেন। যাহারা তাঁহার প্রিয় বান্দা ও মোমেন হইবে, তাহাদিগকে তিনি পুনরায় দিন-দুনিয়ার শাহী দান করিবেন। আমরা যদি আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা ও মোমেন না হই, তাহা হইলে আমরা যদি কোন উপায়ে দিন-দুনিয়ার শাহী পাইও তাহা আমরা রক্ষা করিতে পারিব না। আর সেই জন্যই আজ ইংরাজ আমাদের রাজ্য গ্রহণ করিয়া তাহাদের তাবেদার করিতে পারিয়াছে।

সহ্য কর! সহ্য কর!! ঈমান সুদৃঢ় কর। বিশ্বাসকে শক্তিশালী কর। আর যদি একান্তই অধীর হও, তাহা হইলে বল, আমরা পুনরায় জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া বিচারপ্রার্থী হই।

কিন্তু হজরত আলী তিতুমীরের এই উপদেশ সকলের ভাল লাগিল না—সকলের প্রাণে রেখাপাত করিতে পারিল না।

চাঁদপুর হইতে বীরবর গোলাম মাসুমের আগমন

জমিদার ও নীলকর কৃষ্ণদেব রায়ের এই তৃতীয় বার অত্যাচারের সংবাদ যখন চাঁদপুর-হায়দরপুর পোঁছিল তখন হজরত আলী তিতুমীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ গওহর আলী, তাহার ভাগিনেয় বীরবর শেখ গোলাম মাসুম এবং হায়দরপুর, চাঁদপুর, কীর্তিপুর, সাইদপুর, রাজাপুর, বাগজোলা, নয়াপাড়া, আটঘরা প্রভৃতি গ্রামের পাঁচ শত বীর মুসলমান লাঠি, সড়কী, বল্লম লইয়া নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং উৎপীড়িত

মুসলমানদিগের সহিত সহানুভূতি দেখাইলেন। এই আগন্তুক দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন শেখ গোলাম মাসুম[১]।

শেখ গোলাম মাসুমের প্রথম কার্য

গোলাম মাসুম সদলবলে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হইলে সকলে উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়া 'প্রতিকার চাই, প্রতিকার চাই' বলিয়া গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল। গোলাম মাসুম সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরকে বলিলেন:

> হুজুর, এইভাবে খোলা ময়দানে বেড়া ঘেরা হুজরা ঘর সাধনার জন্য উপযুক্ত বটে, কিন্তু আজিকার দুনিয়ায় এই ব্যবস্থা নিরাপদ নহে। আমাদের শত্রু যখন প্রবল, তাহারা যখন গায়ে পড়িয়া আমাদের সহিত বিবাদ করিতেছে, তখন আমাদিগকেও একটু হুশিয়ার থাকিতে হইবে। কিছুটা আত্মরক্ষার উপযোগী করিয়া ঘিরিয়া ফেলিতে হইবে।

গোলাম মাসুম সুফি ময়েজ উদ্দিন বিশ্বাসকে বলিলেন, 'মিয়া ভাই, এই ময়দানের সমস্ত জমিই কি আপনার?' জওয়াবে বিশ্বাস সাহেব বলিলেন, 'আমাদের ভক্তবর্গের সকলের, আমার একার নহে।' গোলাম মাসুম বলিলেন, 'আপনার ভক্তবর্গকে ডাকুন।' বিশ্বাস সাহেব সকলকে ডাকিলেন। সকলে আসিলে গোলাম মাসুম বলিলেন:

> আপনাদের এই ময়দানের সমস্ত জমিই আমি হুজরা ঘরের সামিল করিয়া আত্মরক্ষার্থে ঘিরিয়া ফেলিতে চাই; আপনাদের অনুমতি আবশ্যক।

সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মতি জানাইলেন। অতঃপর গোলাম মাসুম বলিলেন, 'শুনিয়াছি, আপনাদের এই জমি লাখেরাজ। কিসের জন্য লাখেরাজ?' ময়েজ উদ্দিন বলিলেন:

> নওয়াব সরফরাজ খাঁর আমলে এখানকার মসজিদের জন্য তিনি

---

১ শেখ গোলাম মাসুম ছিলেন এই জীবনী লেখকের বড় চাচা আব্বা আল্লামা সুফি খোদদাদ সিদ্দিকী রাজীর শ্যালক পুত্র।

লাখেরাজ মঞ্জুর করাইয়া দিয়াছিলেন। আমার পর দাদার পিতাকে মসজিদের মোতাওয়াল্লী মনোনীত করিয়া তাহার নামে লাখেরাজের সনদ পাঞ্জা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বর্গীরা সে মসজিদ ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল।

ইহা বলিয়া তিনি (ময়েজ উদ্দিন) মসজিদের পোতা দেখাইয়া দিলেন।

অতঃপর সমস্ত ময়দান অতি দৃঢ়ভাবে ঘিরিয়া ফেলা হইল। মুরীদ ভক্তদিগের থাকিবার জন্য ঘেরার মধ্যে কয়েকখানি ঘর উঠান হইল। ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের পোতায় মসজিদের ঘর উঠান হইল। এই সকল ঘর ছাওয়া হইল নারিকেল পাতা দিয়া। ঘেরার দক্ষিণ ও উত্তর দিকে দুইটি প্রবেশ ও নির্গমন দ্বার রাখা হইল। দক্ষিণ দিকের প্রধান প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে প্রায় পাঁচ বিঘা জমি খোলা অবস্থায় থাকিল। তিন দিনের মধ্যে সকল কার্য সমাধা হইল। দক্ষিণ দিকের দরজায় নিয়মিত ভাবে দিবারাত্রি পাহারার বন্দোবস্ত করা হইল। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিকের ময়দানে শরীর চর্চার জন্য লাঠি খেলা, সড়কী চালনা শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল।

পরবর্তী শুক্রবারে নূতন মসজিদ আবাদ করা হইল এবং হজরত আলী সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের ইমামতিতে জুমার নামাজ আদায় করা হইল। এই দিন প্রায় সহস্রাধিক মুসল্লী জমাতে নামাজ আদায় করিয়াছিলেন।

গোলাম মাসুমের পরামর্শ সভা

শেখ গোলাম মাসুম হজরত আলী তিতুমীরের ও মিস্‌কীন শাহের সম্মতিক্রমে এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিলেন। সভায় বহু মুসলমান যোগদান করেন। গোলাম মাসুম দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেনঃ

অদ্যকার এই সভায় যাহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেক বহুদর্শী, জ্ঞানী ব্যক্তিও আছেন। আপনারা আমাদিগকে পরামর্শ দিন, এখন আমাদের কর্তব্য কি? যতদূর সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে,

> পুঁড়ার কৃষ্ণদেব রায় একক এই অন্যায় জুলুমে অগ্রসর হয় নাই-- কৃষ্ণদেবের পশ্চাতে বাংলার নীলকর হিন্দু জমিদারেরা প্রায় সকলেই আছেন। তাহা ব্যতীত বশিরহাট থানার দারোগা রাম রাম চক্রবর্তী, ইংরাজ নীলকর এবং খ্রীস্টান পাদ্রিরাও এই ষড়যন্ত্রের সহিত লিপ্ত রহিয়াছেন। ইহাদের উদ্দেশ্য কি? ইহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে, মুসলমানদিগকে পথভ্রষ্ট করা এবং ইংরাজ ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তথা ইংরাজ সরকারকে শক্তিশালী করা। ইহা ব্যতীত এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আর কোন উদ্দেশ্য নাই। সুতরাং আমাদের কর্তব্য কি?

শেখ গোলাম মাসুমের উক্তির জওয়াবে হোসায়েন আলী নামক এক বৃদ্ধ শরাহ্‌ওয়ালা বলিলেন, 'আমার মনে হয়, পুনরায় কলিকাতায় গিয়া জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া সকল কথা তাহাকে জানান হউক।'

হায়দর বখশ মণ্ডল নামক এক প্রবীন শরাহ্‌ওয়ালা বলিলেন, 'জজ সাহেবকে জানাইয়া কোন লাভ হইবে না। আমাদিগকে নিজ শক্তিতে দাঁড়াইতে হইবে।'

উকিল উদ্দিন নামক এক ধার্মিক ও প্রবীণ শরাহ্‌ওয়ালা বলিলেন:

> আমার মনে হয়, কোম্পানী সরকারের দৃষ্টি আমাদের দিকে আকর্ষণ করিবার একটি সহজ উপায় আছে। সে সহজ উপায় এই যে, এতদিন কৃষ্ণদেব বিনা কারণে মুসলমানদিগকে নির্যাতন করিয়াছে, এখন হইতে আমরা প্রকাশ্যে এই সব নির্যাতনের উপযুক্ত জবাব দিব।

হাফিজ উদ্দিন খাঁর মত

হাফিজ উদ্দিন খাঁ নামক এক পাঠান শরাহ্‌ওয়ালা বলিলেন:

> হোসায়েন আলী, হায়দর বখশ, উকিল উদ্দিন যাহা বলিলেন, আমি তাহা শুনিলাম ও বুঝিলাম। ইংরাজ জানে, কাল তাহারা হিন্দুর সাহায্যে ও শঠতামূলে আমাদের রাজ্য লইয়াছে। আর আজ যে তাহারা আমাদিগকে ভালচক্ষে দেখিবে, সে ধারনা

আমাদের হৃদয়ে পোষণ করা বাতুলতা মাত্র। ইংরাজ ইহা জানে ও বুঝে যে, মুসলমান বীরের জাতি। যে মুহূর্তে মুসলমান মনে প্রাণে তওহীদপরস্ত হইবে, সেই মুহূর্তেই মুসলমানেরা দিন-দুনিয়ার শাহী হাসেল করিবে। সুতরাং মুসলমানকে দাবাইয়া রাখাই ইংরাজদের প্রধান কার্য। এজন্য তাহারা তিনটি পথ গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের প্রথম পথ, মুসলমানে মুসলমানে বিরোধের সৃষ্টি। দ্বিতীয় পথ, হিন্দুকে বড় করিয়া মুসলমানকে পথভ্রষ্ট করা। তৃতীয় পথ, অস্ত্রবলে মুসলমানকে শাসনে রাখা। আর উচ্চবর্ণের হিন্দু কি চায়? তাহারা চায় ইংরাজের সহায়তায় তাহারা মুসলমানদিগকে বিপথগামী করিতে আর কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিয়া উভয় কণ্টককে দূরে নিক্ষেপ করিতে। এই দুইটি মনোভাব মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে কার্য করিতেছে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য কি? আমরা কোন পথ অবলম্বন করিব? মুসলমানদিগকে একই সঙ্গে দুইটি পথে যাত্রা শুরু করিতে হইবে। সে দুইটি পথের প্রথমটি হইতেছে ঈমান সুদৃঢ় করা, আর দ্বিতীয়টি হইতেছে, আহলে হনুদদিগের সহিত শক্তির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া। আমাদের হুজুর আলী ঈমান সুদৃঢ় করিবার পথ ও উপায় আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন। আর দ্বিতীয় পথটিতে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে শেখ গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে। তাহা হইলেই আমাদের পিতৃভূমিতে আমরা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব।

অতঃপর আরও অনেকে অনেক কথা বলিলেন। আলোচনার পর স্থির হইল যে, শরাহ্ওয়ালা দল পরিচালনা করিবেন শেখ গোলাম মাসুম। আর শরাহ্ওয়ালা দলের ঈমানে শক্তি জোগাইবেন হজরত আলী সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর। সর্বসম্মতিক্রমে প্রায় পাঁচ শত ঈমানদার বীর পুরুষকে বাছাই করিয়া লইয়া কৃষ্ণদেব রায়ের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা কারবার উদ্দেশ্যে দল গঠিত হইল।

অষ্টম অধ্যায়

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ৬ই নভেম্বর তারিখে পুঁড়া গ্রামের কৃষ্ণদেব রায়ের দল ও গোলাম মাসুমের শরাহ্‌ওয়ালা দলের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। ফলে দুই দলের কিছু সংখ্যক লোক হতাহত হয়।

কৃষ্ণদেব রায় এই সংঘর্ষের সংবাদ স্বপক্ষীয় বিভিন্ন এলাকায় এবং কলিকাতায় এমন বর্ণনা সহযোগে প্রেরণ করে, যাহাতে মনে হইতে পারে যে, মুসলমানরা অকারণে শান্তিপ্রিয় হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের নির্যাতন করিতেছেন।

এই সংবাদে গোবর ডাঙ্গার নীলকর জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, মোল্লা আটী নীলকুঠির ম্যানেজার মিঃ ডেভিস্‌কে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলেন। মিঃ ডেভিস্ প্রায় চারি শত হাবশী যোদ্ধা ও বিভিন্ন মারণাস্ত্র সহ তিতুমীরের নারিকেলবাড়িয়াস্থ খানকাহ শরীফ আক্রমণ করেন। ঘোরতর সংঘর্ষের ফলে উভয় পক্ষে পুনরায় কিছু সংখ্যক লোক হতাহত হইল। শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইয়া ডেভিস্ পলায়ন করিলেন কিন্তু তাহার বজরাখানি মুসলমানরা ইতিপূর্বেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিল।

উপরোক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে একদিন গোলাম মাসুমের নিয়োজিত গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল:

> গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় নারিকেলবাড়িয়ার খানকাহ আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে কয়েক শত লাঠিয়াল, সড়কী-ওয়ালা এবং বন্দুক-তরবারিধারী যশোহর হইতে আনাইয়াছে এবং শীঘ্রই তাহারা নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণ করিবে।

উপরোক্ত সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া গোলাম মাসুম এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিলেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন—হজরত আলী তিতুমীর, মিস্‌কীন শাহ্, সুফি ময়েজ উদ্দিন বিশ্বাস, শেখ গোলাম মাসুম, সৈয়দ

হামেদ আলী, শেখ তোরফাত উল্লাহ্, হায়দর বখশ্ মণ্ডল, শেখ কামরুল হক প্রভৃতি চতুর্দশ জন বুদ্ধিমান বিশিষ্ট মুসলমান। সৈয়দ হামেদ আলী বলিলেন, 'আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে হজরত আলী কি বলেন, তাহাই আমাদের সর্বাগ্রে জানা দরকার।' শেখ তোরফাত উল্লাহ্ বলিলেন, 'কোম্পানীর পুলিশের নিকট এ সংবাদ জানান উচিত।' সুফি ময়েজ উদ্দিন বিশ্বাস বলিলেন, 'আমাদের গুপ্তচরদিগকে পুনরায় সঠিক সংবাদ আনিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হউক।'

আলোচনা চলিতেছে, এমন সময় আর একজন গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ জানাইল, দেবনাথ রায় সসৈন্যে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া লাউ ঘাটির দিকে রওয়ানা হইয়াছে।

গুপ্তচরের মুখে উপরোক্ত সংবাদ অবগত হইয়া শেখ গোলাম মাসুম বলিলেন, 'দেবনাথকে নারিকেলবাড়িয়া পর্যন্ত আসিবার সুযোগ দেওয়া হইবে না।'

আদেশ প্রাপ্তি মাত্রই মুসলিম শরাহ্ওয়ালারা প্রস্তুত হইল। গোলাম মাসুম বলিলেন:

> সমস্ত শরাহ্ওয়ালা দলের আড়াই শত জোয়ান হুজরা ও খানকা রক্ষাকার্যে নিযুক্ত থাক এবং সাড়ে সাত শত জোয়ান আমার সঙ্গে অগ্রসর হও।

এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সুসজ্জিত আড়াই শত জোয়ান লাঠি, সড়কী, ঢাল লইয়া খানকাহ বাড়ী পাহারায় নিযুক্ত হইল এবং সাড়ে সাত শত জোয়ান শরাহ্ওয়ালা লাঠি, সড়কী, ঢাল লইয়া গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে লাউ ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল এবং লাউ ঘাটিতে উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হইল।

মুসলিম শরাহ্ওয়ালা দল লাউ ঘাটি উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল, দেবনাথ রায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্য পরিচালনা করিতেছে। গোলাম মাসুম অনুমান করিলেন, দেবনাথ রায়ের সৈন্য সংখ্যা প্রায় এক সহস্র। শেখ গোলাম মাসুম দেবনাথ রায়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:

> রায় মহাশয়! আপনি কি সত্যই হজরত আলী তিতুমীর ও তাহার শরহ্ওয়ালা শিষ্যদিগের সহিত লড়াই করিবার উদ্দেশ্যে লইয়া সদলবলে অগ্রসর হইতেছেন?

জওয়াবে দেবনাথ রায় বলিলেন, 'হাঁ। আমি সেই অহাবী তিতুর সহিত শক্তি পরীক্ষার জন্য যাইতেছি। তোমরা কাহারা?' গোলাম মাসুম বলিলেন:

আমরা তাহার শিষ্য। এক্ষণে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, আমাদের মোর্শেদের সহিত আপনার বিরোধ কি জন্য, কোন শ্রেণীর বিবাদের জন্য আপনি তাহার সহিত শক্তি পরীক্ষায় অগ্রসর হইয়াছেন?

দেবনাথ বলিলেন:

আমি তোমার নিকট কৈফিয়ৎ দিতে আসি নাই। তবে ভদ্রতার খাতিরে তোমাকে এইটুকু বলিতে পারি যে, তিতু অহাবী ধর্ম প্রচার করিতেছে এবং নীলচাষ বন্ধ করিবার জন্য আমাদের মুসলমান প্রজাদিগকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং তাহাকে ও তাহার দলবলকে শায়েস্তা করিতে যাইতেছি।

ইহা বলিয়া দেবনাথ রায় তাহার সৈন্যদিগকে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ করিলেন।

শরাহ্‌ওয়ালাদিগের দলপতি শেখ গোলাম মাসুম নিজের দলের লোকদিগকে ইঙ্গিতে জানাইলেন, 'দেবনাথের গতি রোধ কর।' জোয়ান শরাহ্‌ওয়ালাগণ মুহূর্তমধ্যে ব্যুহ রচনা করিয়া দেবনাথের সৈন্যদিগের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

উভয় দলের যুদ্ধ

শরাহ্‌ওয়ালা দলের জোয়ানদিগকে ব্যুহ রচনা করিয়া দেবনাথ রায় ও তাহার সৈন্যদিগের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইতে দেখিয়া দেবনাথ নিজ সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন, 'অহাবীদিগকে আক্রমণ কর।' আদেশ প্রাপ্তি মাত্র তাহারা গোলাম মাসুমের দলকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষের কয়েকজন লোক হতাহত হইল। দেবনাথের তরবারির আঘাতে খিজির নামক জনৈক শরাহ্‌ওয়ালার বাম বাহু দ্বিখণ্ডিত হইল।

খিজির খাঁর অবস্থা দর্শন করিয়া হায়দর বখ্‌শ মণ্ডল অলক্ষ্যে পাশ্চাৎ-দিকে হইতে দেবনাথের অশ্বের দক্ষিণ পায়ে জোরে লাঠির আঘাত করিল। অশ্ব তাহার সওয়ারসহ ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। দেবনাথ উঠিবার চেষ্টা

করিয়াছিলেন কিন্তু ভীমকায় অশ্বের দেহের চাপে দেবনাথের একখানি পা মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং দেবনাথ উঠিতে পারিলেন না। দেবনাথের সৈন্যরা প্রভুকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিল কিন্তু শরাহ্‌ওয়ালাদিগের সড়কীর তীব্রতার ফলে তাহাদের সাহসে কুলাইল না। দেবনাথ রায় সড়কীর আঘাতে এই স্থানে প্রাণত্যাগ করেন।

জমিদার মনোহর রায়ের পত্র

উপরোক্ত ঘটনার পর চুতনার জমিদার মনোহর রায় পুঁড়ার জমিদার ও নীলকর কৃষ্ণদেব রায়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম নিম্ন রূপ ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেনঃ

> নীল চাষের মোহ আপনাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। তাহারই ফলে আজ আমরা দেবনাথের ন্যায় একজন বীর পুরুষকে হারাইতে বাধ্য হইয়াছি। এখনও সময় আছে। আর বাড়াবাড়ি না করিয়া তিতুমীরকে তাহার কার্য করিতে দিন এবং আপনারা আপনাদের কার্য করিতে থাকুন। তিতু তাহার ধর্ম প্রচার করিতেছেন। তাহাতে আপনারা জোট পাকাইয়া বাধা দিতেছেন কেন? নীল চাষের মোহে আপনারা ইংরাজ নীলকরদিগের সহিত এবং পাদ্রিদিগের সহিত একতাবদ্ধ হইয়া দেশের ও দেশবাসী কৃষক সম্প্রদায়ের যে ক্ষতি যে সর্বনাশ করিতেছেন, তাহাই বা কৃষক সম্প্রদায় ভুলিবে কি প্রকারে? আপনারা যদি এই ভাবে দেশবাসীর উপর গায়ে পড়া হইয়া অত্যাচার চালাইতে থাকেন, আমি বাধ্য হইয়া তিতুমীরের দলকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইব। আমি পুনরায় আপনাদিগকে জানাইতেছি, নীলচাষের জন্য আপনারা আর দেশবাসীর অভিসম্পাত কুড়াইবেন না।
>
> শ্রী মনোহর রায় ভূষণ।

মিঃ পাইরনের পত্র

হুগলী গ্রামের নীলকুঠির এজেণ্ট মিঃ পাইরন হিন্দু নীলকর জমিদার-দিগের প্ররোচনায় এবং তাঁহাদের ষড়যন্ত্রে কলিকাতাস্থিত ম্যানেজার

মিঃ স্টরসকে লিখিয়া পাঠাইলেন:

> নীলচাষদ্রোহী ও কোম্পানীদ্রোহী তিতুমীরের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করিয়াছে। হিন্দু-ইংরাজ কাহারও ধনপ্রাণ ইজ্জত নিরাপদ নহে। সম্প্রতি তিনি এবং তাহার দলের লোকেরা বশিরহাটের দারোগা রাম রাম চক্রবর্তীকে হত্যা করিয়াছে। শীঘ্র তিতু ও তিতুমীরের দলের শাসন ও দমন আবশ্যক।

মিঃ পাইরনের উপরোক্ত পত্র প্রাপ্ত হইয়া মিঃ স্টরস মিঃ পাইরনের মূল পত্রের নকল এবং তৎসহ নিজের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া নদীয়ার কালেক্টর ও বারাসাতের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং মিঃ পাইরনের মূল পত্র ও তৎসহ নিজের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া ডেপুটি গভর্ণরের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সরকারী রিপোর্ট

দারোগা রাম রাম চক্রবর্তী তিতুমীর ও তাহার শরাহ্ওয়ালা দলের বিরুদ্ধে যে সকল রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিল এবং হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীরা যে সকল পত্র কালেক্টর ও জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে তিতুমীরের বিরুদ্ধে লিখিয়াছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া উক্ত কালেক্টর ও জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট গভর্ণরের নিকট তিতুকে ও তাহার শরাহ্ওয়াল দলকে শাসন করিবার জন্য রিপোর্ট দিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের তদানীন্তন গভর্ণর উপরোক্ত রিপোর্ট সকল ও মিঃ স্টরস প্রেরিত পাইরনের মূল পত্র প্রাপ্ত হইয়া নদীয়ার কালেক্টর ও আলীপুরের জজ সাহেবকে আদেশ করিলেন, 'তোমরা নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে গমন করিয়া বিস্তারিত অবস্থা জ্ঞাত হও এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা কর।'

গভর্ণরের আদেশে প্রাপ্ত হইয়া নদীয়ার কালেক্টর পুঁড়ার জমিদার ও নীলকর কৃষ্ণদেব রায়কে লিখিলেন, 'আপনি যথাসম্ভব শীঘ্র নদীয়ায় আগমন করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন।'

আলীপুরের জজ সাহেব তখন নদীয়ায় ছিলেন, কালেক্টর জজ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে গমনের জন্য দিন স্থির করিলেন।

কৃষ্ণদেব রায় কালেক্টরের আদেশনামা প্রাপ্ত হইয়া কালবিলম্ব না করিয়া নদীয়ায় আসিলেন এবং জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেবের বজরার পথ প্রদর্শকরূপে নারিকেলবাড়িয়া অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

মিঃ ডেভিসের পুনরাক্রমণের সংবাদ

এই সময় শেখ গোলাম মাসুম তাহার গুপ্তচরের দেওয়া সংবাদে জানিতে পারিলেন যে, শেরপুর নীলকুঠির ম্যানেজার মিঃ বেনজামিন স্বীয় লাঠিয়াল ও সড়কীওয়ালা সৈন্য লইয়া মিঃ ডেভিসের সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং মিঃ ডেভিস ও মিঃ বেনজামিন এক যোগে নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণ উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছেন।

উপরোক্ত সংবাদ অবগত হইয়া শরাহ্‌ওয়ালাদিগের দলপতি শেখ গোলাম মাসুম প্রায় সহস্রাধিক লাঠিয়াল, সড়কীওয়ালা ও ঢালী লইয়া মিঃ ডেভিস ও বেনজামিনের দলকে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলেন এবং বারঘরিয়া গ্রামে পৌঁছিয়া ঝোপ-জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, দূরে একখানি বজরা নদীপথে আসিতেছে। গোলাম মাসুম স্বীয় দলের লোকদিগকে বলিলেন, 'তোমরা প্রস্তুত থাক। বজরা নিকটবর্তী হইলেই আক্রমন করিবে।'

যথা সময় বজরা আসিয়া বারঘরিয়ার ঘাটে ভিড়িল। মুসলমান শরাহ্‌ওয়ালা দল উক্ত বজরাখানিকে নীলকর মিঃ ডেভিস ও বেনজামিনের বজরা মনে করিয়া আক্রমণ উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইল।

আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ

শরাহ্‌ওয়ালা দলের লোকেরা দেখিল, দুইজন সাহেব এবং তাহাদের সঙ্গে কৃষ্ণদেব রায় রহিয়াছে। সাহেবদ্বয়কে তাহারা ডেভিস ও বেনজামিন বলিয়া মনে করিল। কারণ, কৃষ্ণদেব রায় যখন সেই বজরায় ছিল, তখন সাহেবদ্বয়কে নীলকর মনে করাই স্বাভাবিক ছিল। কৃষ্ণদেব রায় জজ ও কালেক্টর সাহেবদ্বয়কে বলিলেন, 'হুজুর। তিতুমীরের প্রধান সেনাপতি

গোলাম মাসুম তাহার দলবল লইয়া আক্রমণ করিবার জন্য এখান পর্যন্ত আসিয়াছে।'

কৃষ্ণদেবের মুখে তাহারা গোলাম মাসুমের নাম শ্রবণ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন এবং কালেক্টর সাহেব সৈন্যদিগকে হুকুম দিলেন, 'গুলী চালাও এবং সম্ভব হইলে গ্রেফতার কর।'

কালেক্টরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যরা সশস্ত্র অবস্থায় বজরা হইতে অবতরণ করিল। তাহারা গুলি চালাইতে লাগিল। শরাহ্‌ওয়ালারাও লাঠি, তীর, সড়কী চালাইতে লাগিল। উভয় পক্ষের কয়েকজন হতাহত হইল। অবস্থা দর্শন করিয়া কালেক্টর যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে আদেশ দিলেন। কালেক্টর এবং সৈন্যরা বজরায় আরোহণ করিয়া নদীর মধ্যস্থলে আসিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

এই ব্যাপারে শরাহ্‌ওয়ালা দল প্রতারিত হইয়াছিল। যাহারা শরাহ্‌-ওয়ালা দলের গুপ্তচরদিগকে জজ ও কালেক্টরের আগমন সংবাদ গোপন করিয়া তৎস্থলে মিঃ ডেভিস ও মিঃ বেনজামিনের সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ সংবাদ জানাইয়াছিল, তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, কোম্পানী সরকারের নিকট তিতুমীর ও তাহার শরাহ্‌ওয়ালা দলকে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করা।

শরাহ্‌ওয়ালা দলের দলপতি গোলাম মাসুম যদি মিঃ ডেভিসের ও মিঃ বেনজামিনের পুনরাক্রমণের সংবাদে উতলা হইয়া বারঘরিয়া না যাইতেন, নারিকেলবাড়িয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তাহাদের উপর কালেক্টর ও জজ সাহেবের বিরূপ ধারণা জন্মিবার সুযোগ হইত না।

মুসলমানদিগের প্রতারিত হইবার আরও এক বিশেষ কারণ ইহাই যে, যখন বজরা নিকটবর্তী হইল, তখন তাহারা দেখিতে পাইল, তিনজন লোক বজরার রেলিং ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে—একজন কৃষ্ণদেব রায় এবং অপর দুইজন সাহেব। যখন তাহারা কৃষ্ণদেব রায়কে দেখিল, তখন তাহাদের কোন সন্দেহ রহিল না যে, সাহেব দুইজন মিঃ ডেভিস ও মিঃ বেনজামিন। কারণ ইতিপূর্বে শরাহ্‌ওয়ালা দলের কেহই কয়েকজন নীলকর সাহেব ব্যতীত অপর কোন সাহেবকে দেখে নাই—দেখিবার সুযোগও ঘটে নাই।

কৃষ্ণদেবের বিপদ

কালেক্টর সাহেব যখন সসৈন্যে বজরা হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন তখন তাহাদের সঙ্গে কৃষ্ণদেব রায়ও অবতরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কালেক্টর ও সৈন্যেরা যখন বজরা আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন, তখন কৃষ্ণদেব রায় প্রমাদ গণিল। এই সময় শরাহ্‌ওয়ালা দলের অন্যতম ব্যক্তি মতি উদ্দিনকে কৃষ্ণদেব রায় ধর্মপিতা সম্বোধনে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। এই মতি উদ্দিনকে বিহারীলাল সরকার 'মতি উল্লাহ্‌' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

নবম অধ্যায়

পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় যখন মতি উদ্দিনকে ধর্মপিতা মানিয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, তখন মতি উদ্দিন বলিল :

> রায় মহাশয়! আপনি ভীত হইবেন না ; আমি আপনাকে নিরাপদে পার করিয়া দিতেছি। আপনি মনে রাখিবেন, হজরত আলীর শরাহ্ওয়ালা সহচরেরা কাপুরুষ নহে। তাহারা নিরস্ত্র ও অসহায়ের প্রতি অত্যাচার করে না।

ইহা বলিয়া মতি উদ্দিন কৃষ্ণদেব রায়কে স্কন্ধে লইয়া ইছামতি নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল—কৃষ্ণদেব রায়কে পরপারে রাখিয়া আসিল।

অতঃপর বারাসাতের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আলেকজাণ্ডার তিতুমীর এবং তাহার শরাহ্ওয়ালাদলের বিরুদ্ধে কয়েকজন পাদ্রি ও ইংরাজ-বাঙ্গালী নীলকর-জমিদারদিগের নিকট হইতে অনবরত চিঠিপত্র ও রিপোর্ট প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ঠিক এমনই সময় তিনি নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মন্তব্য লিপিও প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং মিঃ আলেকজাণ্ডার স্থির করিলেন—তিতুমীর ও তাহার শরাহ্ওয়ালাদলের লোকদিগকে শাসন করা খুবই প্রয়োজন।

মিঃ আলেকজাণ্ডার তিনজন জমাদার এবং একত্রিশ জন বর্কন্দাজ সিপাহীকে বশিরহাট থানার নব নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত দারোগার সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। মিঃ আলেকজাণ্ডার দারোগাকে লিখিলেন :

> তুমি প্রেরিত সিপাহী ও জমাদারদিগকে সঙ্গে লইয়া অনতিবিলম্বে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে গমণ করিবে এবং তিতুকে সাবধান করিয়া দিবে। যদি সে সতর্ক না হয় এবং তাহার অত্যাচার চালাইতে থাকে, রিপোর্ট করিবে এবং জমাদার ও সিপাহীদিগকে বশিরহাট থানায় মোতায়েন রাখিবে।

থানার দারোগা যথাসময় আলেকজাণ্ডারের নির্দেশ প্রাপ্ত হইল এবং সে জমাদার ও সিপাহীদিগকে থানায় অবস্থিতির নির্দেশ দিয়া রিপোর্ট দিল :

> আমি আপনার নির্দেশমত জমাদার ও সিপাহীদিগকে সঙ্গে লইয়া নারিকেলবাড়িয়ায় গমন করিয়াছিলাম। কিন্তু তিতুর সেনাপতি শেখ গোলাম মাসুমের আক্রমন সহ্য করিতে না পারিয়া কোন গতিকে পলায়ন করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছি।

মিঃ আলেকজাণ্ডার দারোগার রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া তিতুর বিরুদ্ধে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট কড়া রিপোর্ট প্রেরণ করিলেন।

বাগুণ্ডির নিমক পোক্তান

এই সময় কলিকাতার অনতিদূরে বাগুণ্ডি নামক গ্রামে ইছামতি নদী তীরে ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিমক পোক্তান ছিল। উক্ত নিমক পোক্তান নারিকেলবাড়িয়া নামক গ্রাম হইতেও অধিক দূর ছিল না[১]।

কোম্পানী সরকার মিঃ আলেকজাণ্ডারের রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে নির্দেশ দিলেন :

> বাগুণ্ডির নিমক পোক্তানের সৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া আপনি নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে গমন করতঃ তিতুমীর ও তাহার দলের লোকদিগকে শায়েস্তা করিতে মুহূর্তও গাফিলী করিবেন না।

মিঃ আলেকজাণ্ডার কর্তৃপক্ষের উপরোক্ত আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বশিরহাট চলিয়া গেলেন এবং থানার নব নিযুক্ত ভার প্রাপ্ত কর্মচারীকে নির্দেশ দিলেন :

> আমি বাগুণ্ডির নিমক পোক্তানে যাইতেছি। তুমি পূর্ব প্রেরিত জমাদার ও বর্কন্দাজদিগকে সঙ্গে লইয়া বাদুড়িয়ায় গিয়া অপেক্ষা কর। আমি বাগুণ্ডি হইতে সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া বাদুড়িয়ায় গিয়া তোমার সহিত মিলিত হইব।

ইহা বলিয়া মিঃ আলেকজাণ্ডার বাগুণ্ডি চলিয়া গেলেন।

---

১ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাগুণ্ডির নিমক পোক্তান রাজা প্রতাপাদিত্যের ঈশ্বরীপুর হইতেও অধিক দূর ছিল না। বর্তমান সময় বাগুণ্ডি বশিরহাট মহকুমার অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর তিতুমীরের শত্রুপক্ষ প্রচার আরম্ভ করিল যে, শেরপুর—চৌরাশির ইংরাজ নীলকর মিঃ বেনজামিন নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণ করিবার জন্য আসিতেছেন।

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শরাহ্‌ওয়ালাদল এবং তাহাদের নায়ক শেখ গোলাম মাসুম চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কারণ, এই দিন শরাহ্‌ওয়ালা-দলের বিশিষ্ট জোয়ান-যোদ্ধারা মাসিক অবকাশ উপলক্ষে নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছিল। তাহাদের অনুপস্থিতিতে কি প্রকারে বেনজামিনের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হইবে, সেই চিন্তাতেই গোলাম মাসুম বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

শেখ গোলাম মাসুম স্থির করিলেন, যে পরিমাণ শরাহ্‌ওয়ালা নারিকেল-বাড়িয়ায় উপস্থিত আছে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বেনজামিনের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইলে বাদুড়িয়ার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে; কিন্তু নারিকেলবাড়িয়া রক্ষা করিবে কে? সুতরাং শেখ গোলাম মাসুম নারিকেল-বাড়িয়ায় উপস্থিত থাকিয়া বেনজামিনকে বাধা দান করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখের রাত্রে বারাসাতের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আলেকজাণ্ডার বাগুণ্ডির নিমক পোক্তান হইতে সসৈন্যে বাদুড়িয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার সঙ্গে একজন হাবিলদার, একজন জমাদার এবং পঞ্চাশজন বন্দুক ও তরবারিধারী সিপাহী ছিল। বেলা নয়টার সময় তিনি বাদুড়িয়া পৌঁছিলেন।

বাদুড়িয়া হইতে নারিকেলবাড়িয়া গ্রাম প্রায় তিন ক্রোশ উত্তর দিকে। মিঃ আলেকজাণ্ডার বাদুড়িয়া পৌঁছবার কিছু পরে বশিরহাটের দারোগা এবং জমাদার-বর্কন্দাজ বাদুড়িয়ায় পৌঁছিয়া মিঃ আলেকজাণ্ডারের সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই উভয় দলে সর্বমোট সৈন্য সংখ্যা ছিল একশত কুড়ি জন।

আলেকজাণ্ডারের আদেশ

মিঃ আলেকজাণ্ডার নবাগতদিগকে বলিলেন, 'তোমরা এই স্থানে

বিশ্রাম ও আহারের ব্যবস্থা কর[২]।' বৈকালে চারটার সময় আলেকজাণ্ডার বাহিনী নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমীরের হুজরার সম্মুখস্থিত ময়দানে উপস্থিত হইল। মিঃ আলেকজাণ্ডার দেখিতে পাইলেন, তিতুর অল্প সংখ্যক মুরীদ লাঠি, তীর-ধনুক ও সড়কী-ঢালে সুসজ্জিত হইয়া তরিজ বাঁধিয়া[৩] গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে দণ্ডায়মান আছে।

মিঃ আলেকজাণ্ডার গোলাম মাসুমকে চিনিতেন না, সুতরাং তিনি দারোগাকে গোলাম মাসুমের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দারোগা এবং কয়েকজন হিন্দু মিঃ আলেকজাণ্ডারকে গোলাম মাসুমের পরিচয় দিল। তাহারা গোলাম মাসুম সম্বন্ধে আরও বলিল, 'গোলাম মাসুম তিতুর বিদ্রোহী দলের দলপতি। উহার ন্যায় শক্তিমান বীরপুরুষ এদেশে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।'

গোলাম মাসুমের আদেশ

এই সময় শরাহ্ওয়ালা বীর মোজাহিদ দলের দলপতি শেখ গোলাম মাসুম স্বীয় অধীনস্থ শরাহ্ওয়ালাদিগকে বলিলেন:

> ভাই সকল! এই বানু সাহেব (বেনজামিন) তাহার দলবল লইয়া কৃষ্ণদেব রায় প্রভৃতি জাতি ও দেশদ্রোহীদিগের কোমতে[৪] আসিয়াছে। তোমরা নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকিও না, আক্রমন কর। বানু এবং উহার দলের একজনও যেন ফিরিয়া যাইতে না পারে।

দলপতির আদেশ শ্রবণ করিয়া আলী হোসাইন নামক সড়কীওয়ালা তাহার সড়কী ঘুরাইয়া সিপাহীদিগের উপর নিক্ষেপ করিল। আলী হোসেনের সড়কীর আঘাতে দুইজন কোম্পানী সরকারের সিপাহী সড়কী বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

পূর্বেইত তিতুমীর এবং তাহার শরাহ্ওয়ালা দলের উপর মিঃ আলেকজাণ্ডারের বিরূপ ধারনা জন্মিয়াছিল, তাহার উপর গোলাম মাসুমের

---

২ বর্তমান সময় যে স্থানে বাদুড়িয়া থানা, বাদুড়িয়া মিউনিসিপ্যাল অফিস ও দাতব্য চিকিৎসালয় অবস্থিত, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে ঐ স্থানে সৈন্যরা রন্ধনাদি করিয়া আহারাদি করিয়াছিল।

৩ তরিজ বাঁধিয়া=ব্যুহ রচনা করিয়া।

৪ কোমতে=সাহায্যের জন।

পরিচয় পাইয়া এবং গোলাম মাসুমের জনৈক সড়কীওয়ালা সৈন্য কর্তৃক দুইজন সিপাহীর মৃত্যুতে তিনি (মিঃ আলেকজাণ্ডার) অধীন সৈন্যদিগকে গুলী চালাইবার আদেশ দিলেন। মুহূর্ত মধ্যে গুলীর আঘাতে কয়েকজন শরাহ্‌ওয়ালা সৈন্য আহত ও শহীদ হইল।

গোলাম মাসুম এই অবস্থা দর্শন করিয়া নিজের দলের লোকদিগের প্রতি আদেশ করিলেন:

> তোমরা যেমন করিয়া পার বানুকে এবং তাহার সৈন্যদিগকে পরাস্ত কর। বানু যেমন কৃষ্ণদেবের হইয়া, বিবাদ করিতে আসিয়াছে, তোমরা বানুকে তেমনই উপযুক্ত শিক্ষা দাও।

দলপতির ক্রোধমিশ্রিত পুনরাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শরাহ্‌ওয়ালা দলের লোকেরা মিঃ আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদিগকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিল। একজন জমাদার, দশজন সিপাহী এবং তিনজন বর্কন্দাজ নিহত হইল। দারোগা ও একজন জমাদার শরাহ্‌ওয়ালা দলের হস্তে বন্দী হইল। মিঃ আলেকজাণ্ডার এবং তাহার সৈন্যরা যে, 'যেদিকে পারিল পলায়ন করিল।

সমসাময়িক লোকদিগের বর্ণনায় জানিতে পারা গিয়াছে যে সাহেব তখন দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য। কোনদিকে কোন পথে ঘোড়া ছুটিতেছে, তাহার ঠিক নাই। ঘোড়া যথেচ্ছা দৌঁড়িতে দৌঁড়িতে সওয়ারসহ ভড়ভড়িয়ার বিলে পড়িয়া কর্দমে আবক্ষ প্রোথিত হইল। মিঃ আলেকজাণ্ডার কর্দমাক্ত কলেবরে ভীতচিত্তে মুমূর্ষপ্রায় অবস্থায় কলিঙ্গা গ্রামে উপস্থিত হইলেন। কয়েকজন স্থানীয় ব্রাহ্মণ তাহার শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া তাহাকে সাহায্য করিলেন। সাহেব কয়েকদিন কলিঙ্গায় বিশ্রাম করিয়া বাগুণ্ডিতে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

মিঃ আলেকজাণ্ডারের রিপোর্ট ও তাহার প্রতিক্রিয়া

মিঃ আলেকজাণ্ডার বাগুণ্ডি হইতে বারাসাত প্রত্যাবর্তন করিয়া উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট প্রেরণ করিলেন। এই রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া কর্তৃপক্ষ লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল স্টুয়ার্টকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া, তাহার অধীনে একশত ঘোড়-সওয়ার গোরা সৈন্য, তিনশত পদাতিক দেশীয়

সৈন্য, দুইটি কামান এবং কয়েকজন কুলি সহ তিতুমীর ও তাহার দলকে শায়েস্তা করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।

কর্ণেল স্টুয়ার্ট এবং তাহার অধীন সৈন্যেরা যখন নেহালপুর (ইংরাজি দৈনিক 'দি মুসলমান' সম্পাদক মুজীবুর রহমানের জন্ম পল্লী) গ্রামের উপকণ্ঠ মেটিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। সৈন্য দলের কোলাহলে পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। পরের দিন প্রভাতে পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের বহু লোক মেটিয়ায় উপস্থিত হইয়া ইংরাজ সৈন্যের গতিবিধি জানিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

এই দলের মধ্যে গোকনা গ্রামের নীলকুঠির দারওয়ান রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিল। রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অল্প ইংরাজি জানিত। সে স্টুয়ার্টকে নমস্কার করিল এবং আত্ম পরিচয় দিয়া সৈন্যদলের আগমনের কারণ জানিবার আগ্রহ জানাইল। স্টুয়ার্ট বলিলেন :

> আমরা তিতুমীর এবং তাহার দলের লোকদিগের অত্যাচার দমন করিবার জন্য গভর্ণর জেনারেলের আদেশে নারিকেলবাড়িয়ায় যাইব। আপনি কি আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারেন?

রাম চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মতি জানাইল।

কর্ণেল স্টুয়ার্ট ও তাহার সৈন্যদল ছোট হাজেরী (প্রাতঃরাস) সমাপ্ত করিয়া রামচন্দ্রের সঙ্গে রওয়ানা হইলেন। অপরাহ্ন প্রায় দুইটার সময় তাহারা বাদুড়িয়ার পৌঁছিলেন। বাদুড়িয়ায় পৌঁছিয়া সকলে মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করিলেন।

তিতুমীরের তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ

সেনাপতি কর্ণেল স্টুয়ার্ট রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দারওয়ান বাবু! আপনি কি ঘোড়ায় চড়িতে পারেন?' জওয়াবে রামচন্দ্র জানাইল, সে ঘোড়ায় চড়িতে পারে। তখন স্টুয়ার্ট ঘাসিয়াড়াকে বলিলেন, 'এই বাবুর জন্য একটি ঘোড়া লাগাইয়া আন।' অপর দুইজন গোরা সৈন্যকে বলিলেন, 'তোমরা দুইজনও এই বাবুর সঙ্গে যাও এবং নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে গিয়া তিতুমীর সম্বন্ধে সকল সংবাদ জানিয়া আইস।'

আদেশ প্রাপ্তি মাত্রই তিনজন নারিকেলবাড়িয়া অভিমুখে রওয়ানা হইল এবং যথা সময় তাহারা নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হইল। পথ-প্রদর্শক রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দূর হইতে গোরা সৈন্যদ্বয়কে তিতুমীরের হুজরা ঘর দেখাইয়া দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

শরাহ্ওয়ালাগন হঠাৎ দুইজন ইংরাজ ঘোড়-সওয়ারকে দর্শন করিয়া দলপতি গোলাম মাসুমকে জানাইল। গোলাম মাসুম ইংরাজ সৈন্যদ্বয়কে আক্রমণ করিবার আদেশ দিলেন।

দলপতির আদেশ প্রাপ্ত মাত্রই তাহারা অশ্বারোহীদ্বয়কে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল,–তাহারা হৈ-হল্লা করিয়া উঠিল। সুতরাং অশ্বদ্বয় ভড়কাইয়া গিয়া সওয়ার সহ ছুটিয়া চলিল। একটি অশ্ব সওয়ার সহ নিকটবর্তী অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় প্রবেশ করা মাত্রই গাছের একটি মোটা শাখার আঘাতে সওয়ার আহত হইয়া মারা গেল। অপর অশ্বারোহী বাদুড়িয়ায় উপস্থিত হইয়া সেনাপতিকে সকল সংবাদ জানাইল। রামচন্দ্রও কিছু পরে বাদুড়িয়ায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার মনগড়া সংবাদ স্টুয়ার্টকে শুনাইল। কর্ণেল স্টুয়ার্ট সংবাদ শ্রবণ করিয়া আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন।

কোম্পানী সৈন্যের যুদ্ধযাত্রা

অতঃপর কর্ণেল স্টুয়ার্ট সৈন্যদল ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি এবং কামান দুইটি সহ নারিকেলবাড়িয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহারা রাত্রি আটটার সময় নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুরমীরের আস্তানার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সৈন্যরা সেনাপতির আদেশে সমস্ত নারিকেলবাড়িয়া গ্রাম ঘেরাও করিয়া রহিল।

সেনাপতি কর্ণেল স্টুয়ার্টের আদেশে সৈন্যরা সুসজ্জিত অবস্থায় অস্ত্র হস্তে সারারাত্রি নারিকেলবাড়িয়া গ্রাম টহল দিতে লাগিল।

সে রাত্রে তিতুমীর আল্লাহ্‌র ধিয়ানে ছিলেন; এমন সময় মিস্‌কীন শাহ্ তথায় আসিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং তিনি তিতুমীরকে বলিলেন:

> যে কার্যের জন্য আপনার নিকট আমার আগমন, আমার সে কার্য শেষ হইয়াছে। আমি আপনার শাহাদাত প্রাপ্তি পর্যন্ত এখানে

> অবস্থিতি করিব। এখন আসুন আমরা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হই। পরজগতে যাহাতে আমি আপনার সহচররূপে স্থান পাই, আপনি তাহার জন্য দোওয়া করুন।

মিস্‌কীন শাহের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া তিতুমীর সহাস্যবদনে উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—মিস্‌কীন শাহও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন। এই অবস্থায় যে কতক্ষণ কাটিয়াছিল এবং উভয় সাধকের বুকের ভিতর যে তখন কি খেলা চলিতেছিল, একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালাই তাহা অবগত।

অতঃপর দুইজনেই উপবেশন করিলেন। তিতুমীর মিস্‌কীন শাহ্‌কে বলিলেন :

> ইহকালে কিছুদিনের জন্য আমাদের চাক্ষুষ দর্শনে বাধা জন্মিল বটে, আমাদের ছাড়াছাড়ি হইল বটে কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে পরকালে আমরা উভয়ে পুনরায় মিলিত হইব।

দশম অধ্যায়

তিতুমীরের ওয়াসিয়াত ও নসিহাত

অতঃপর সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর স্বীয় অনুচর, সহচর, ভক্ত ও মুরীদদিগকে আহ্বান করিলেন। আহ্বান মাত্রই সকলে আসিয়া হজরত আলীর কদম-বুচি করিল। তিতুমীর সকলকে বলিলেন :

ভাই সকল! তোমাদের সহিত আমার দুইটি সম্বন্ধ। সে দুইটির মধ্যে একটি হইতেছে, আমি তোমাদের মোর্শেদ—তোমাদের উপদেষ্টা এবং তোমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র। আর দ্বিতীয়টি হইতেছে, আমি এবং তোমরা ইসলাম ধর্মের মূলনীতির দিক দিয়া পরস্পর পরস্পরের ভাই—ইখওয়াতুন।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই অবগত আছ এবং অনেকেই শুনিয়া থাকিবে আমার অদৃষ্টলিপি শাহাদাতের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। যে দুইজন আউলিয়ায়ে-কিরাম বহু পূর্বেই এদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন হইতেছেন বাংলার দরবেশ এবং অপর জন হইতেছে দিল্লীর দরবেশ। ইহারা আমার মোর্শেদ নহেন, কিন্তু আমি ইহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি।

আমার পূর্ব পুরুষ, মহাত্মা ও মহা পুণ্যবান হজরত মুর্তজা আলী, তাপস প্রবর হজরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন এবং ঐ বংশের আরও বহু আল্লাহওয়ালে ন্যায়, নীতি এবং সত্যের জন্য শাহাদাত-সৌভাগ্য অর্জন করিয়া গিয়াছেন। আমি তাহাদের অযোগ্য বংশধর হইয়াও যে সেই মহান সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে চলিয়াছি, আমার পক্ষে তাহা কম গৌরবের ও কম আনন্দের কথা নহে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি দ্বীন-ইসলামের কোন স্থায়ী খিদমাত করিয়া যাইতে পারিলাম না। আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। সেই সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের যিনি একমাত্র কর্তা, তাহার যাহা ইচ্ছা, তাহার এই দাসেরও তাহাই ইচ্ছা। আমার বিশ্বাস, হাশরের মহাবিচারের পর, আমি এবং আমার অকৃত্রিম মুরীদ ও ভক্তেরা হজরত মুর্তজা আলী, হজরত ইমাম হাসান ও হজরত ইমাম হোসায়েনের সুপারিশে হজরত নূর নবীর চরণে আশ্রয় পাইব। আর যাহারা বে-ঈমান ও মুনাফেক, তাহাদের অবস্থা ভিন্নরূপ হইবে।

ভাই সকল! তোমাদের মধ্যে যাহাদের ভাগ্যে শাহাদাতের গৌরব মিলিবে না, নিশ্চয় জানিবে, তাহাদের উপর বহু লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ঘটিবে। কিন্তু সে জন্য যেন অনুতাপ করিও না; সেজন্য যেন ভাঙ্গিয়া পড়িও না। আল্লাহ্ তায়ালার দরবার হইতে এই দুনিয়ায় এবং পর জগতে বহু পুরস্কার পাইবে। আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র শেষ রসূলের হুকুম তামিল করিবার জন্য সহস্র বিপদ আপদ মাথার উপর গ্রহণ করিও।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। কিন্তু অনেক কোরবানীর পর, তাহাদের তক্দীরে স্বাধীনতার সূর্য দেখা দিবে। যাহারা আল্লাহ্র তওহীদ বিরোধী, আল্লাহ্র শেষ রসূলের উপর বিশ্বাসী নহে, তাহাদিগকে কোনমতেই কখনও বিশ্বাস করিবে না।

সেনাপতি স্টুয়ার্টের নিকট সৈন্যদিগের আদেশ প্রার্থনা

নারিকেলবাড়িয়া গ্রামের যে সকল অধিবাসীর মনোবল ছিল না, যাহাদের ঈমান দুর্বল ছিল, সেই রাত্রি তাহারা কোম্পানীর সৈন্য দর্শন করিয়া জৈ-জাকার দিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কোম্পানীর সৈন্যরা এই জৈ-জাকারপূর্ণ ক্রন্দনের ভিন্নরূপ অর্থ করিল। আর যাহারা গোপনে কৃষ্ণদেবের দলভুক্ত হইয়াছিল, তাহারা কৃষ্ণদেবের শিক্ষামত রাত্রির অন্ধকারে কোম্পানী সৈন্যের উপর ঢিল ও কাঁচা বেল নিক্ষেপ করিয়া সৈন্যদিগকে

তিতুমীর ও তাহার শরাহ্‌ওয়ালা দলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিল। এই অবস্থায় কোম্পানী সৈন্য সেনাপতি লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল স্টুয়ার্টের নিকট তিতুমীর এবং তাহার শরাহ্‌ওয়ালা দলকে আক্রমনের প্রার্থনা জানাইল। কিন্তু সেনাপতি আদেশ দিলেন না—তিনি সৈন্যদিগকে প্রভাতের অপেক্ষা করিবার জন্য উপদেশ দান করিলেন।

আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান কাহারও সুখ-সৌভাগ্য বা দুঃখ-দৈন্যের জন্য অপেক্ষা করে না। সুতরাং ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই নভেম্বরের নিশাবসান হইল এবং ১৪ই নভেম্বরের প্রকৃত প্রভাত—সুবেহ-সাদিক দেখা দিল।

তিতুমীরের খানকায় আজান ধ্বনি হইল—'আল্লাহো আকবর।' আজান বলিলেন, শেখ গোলাম মাসুম। আজান শেষ হওয়ার পর শরাহ্‌ওয়ালা-দলের সকলে সুন্নত নামাজ আদায় করিয়া ইমাম তিতুমীরের পশ্চাতে ইক্তাদা করতঃ ফজরের ফরজ নামাজ আদায় করিলেন। ক্রমে সূর্য উদয় হইল।

কৃষ্ণদেব রায়ের আগমন ও সুপারিশ

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ ই নভেম্বরের পূর্বাহ্ন আটটার সময় পুঁড়া গ্রাম হইতে কৃষ্ণদেব রায় কয়েকজন পাইক বর্কন্দাজ সঙ্গে লইয়া নারিকেল-বাড়িয়া গ্রামে—ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সেনাপতি স্টুয়ার্টকে বলিলেন :

> এই গ্রামের ও এই শরাহ্‌ওয়ালা দলের সকলেই বিদ্রোহী নহে। আপনি গত রাত্রে যাহাদিগকে গ্রেফতার করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোম্পানী-ভক্তও আছে। তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য আমি আপনার নিকট আবেদন জানাইতেছি।

জওয়াবে কর্ণেল স্টুয়ার্ট বলিলেন :

> সে সুযোগ এখন আর নাই। রাত্রিকালে সে সুযোগ ছিল। তবে আমি আপনাকে এই পর্যন্ত বলিতে পারি, যাহারা আত্মসমর্পন করিবে, তাহাদের মধ্যে যদি কেহ কোম্পানী সরকারের ভক্ত থাকে, আপনার নিশানহিদি মতে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

অতঃপর সেনাপতি স্টুয়ার্ট গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিং-এর আদেশ মোতাবেক স্বীয় কর্তব্য পালনে অগ্রসর হইলেন। তিনি তাহার সহচর ও পথ প্রদর্শক রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া বীর পদক্ষেপে হজরত আলী তিতুমীরের হুজরা ঘরের সম্মুখস্থ বাঁশের বেড়া ঘেরা প্রধান প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি সাদা তহবন্দ, সাদা পীরহাণ ও সাদা পাগড়ীতে অঙ্গ শোভা বর্দ্ধন করতঃ আকীকুল বাহার দানার তসবীহ্ হাতে লইয়া উপবিষ্ট অবস্থায় আল্লাহ্‌র ধিয়ানে নিমগ্ন আছেন। স্টুয়ার্ট রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ লোকটি কে?' জওয়াবে রামচন্দ্র বলিল, 'এই ব্যক্তিই তিতুমীর।' কর্ণেল স্টুয়ার্ট বলিলেন, 'ইহাকে দেখিয়াত বিদ্রোহী বলিয়া মনে হয় না?' রামচন্দ্র বলিলেনঃ

> এই ব্যক্তিই বিদ্রোহী তিতুমীর। নিজেকে তিতু বাদশাহ্ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। অদ্য আপনাদিগকে দেখিয়া নিজের ভঙ্গি পরিবর্তন করতঃ সাধু সাজিয়াছে।

কর্ণেল স্টুয়ার্ট, বলিলেনঃ

> আমি যাহা বলি, আপনি তিতুকে তাহা বুঝাইয়া বলুন এবং জওয়াবে তিতু যাহা বলে, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন। আমি তিতুর জবাব শ্রবণ করিয়া আমার কর্তব্য স্থির করিব।

ইহা বলিয়া সেনাপতি স্টুয়ার্ট স্বীয় পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া তরবারির অগ্রভাগে বিদ্ধ করতঃ ইংরাজী ভাষায় বলিলেনঃ

> মহাশয়! আমি ভারতবর্ষের মহামান্য গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিং-এর প্রেরিত সেনাপতি। উক্ত মহামান্য গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর আপনার দলবল সহ আপনাকে গ্রেফতার করিবার জন্য এই আদেশ-নামা সহ আমাকে এই সৈন্য দলের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি আপনার দলবল সহ স্বেচ্ছায় আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন কিনা, আমি তাহা জানিতে চাহিতেছি।

সেনাপতি স্টুয়ার্টের উপরোক্ত উক্তি শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র বাংলা ভাষায় তিতুমীরকে বলিল ঃ

> এই সেনাপতি সাহেব তোমাকে তরবারি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'আপনি কোম্পানী সরকারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন;

এক্ষণে যপমালা ধারণ করিয়াছেন। আসুন তরবারি ধারণ করিয়া বাদশার যোগ্য পরিচয় দিন।'

তিতুর জওয়াব ঃ

সেনাপতি যদি ঐ উক্তি করিয়া থাকেন, তাহার উক্তি ভ্রান্তিমূলক। আমি কোম্পানী সরকারের সহিত যুদ্ধ করি নাই। তবে পরে স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল। বর্তমান সময় হিন্দুদিগের ন্যায় আমারাও কোম্পানী সরকারের প্রজা। নীলকরদিগের অত্যাচার দমনের জন্য এবং মুসলমান নামধারীদিগকে প্রকৃত মুসলমান করিবার জন্য আমি সামান্য চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। ইহাই আমার প্রথম জিহাদ। ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে যে জিহাদ, তাহা আমার জিহাদ পরিকল্পনার দ্বিতীয় জিহাদ।

রামচন্দ্রের ব্যাখ্যা—তিতুমীরের জওয়াব শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র সেনাপতি কর্ণেল স্টুয়ার্টকে ইংরাজী ভাষায় বলিল ঃ

বিদ্রোহী তিতুমীর বলিতেছে, আত্মসমর্পণ করিব না, যুদ্ধ করিব। আমি তোপ, গোলা-গুলীর কোন তোয়াক্কাই রাখি না। আমার এমন ক্ষমতা আছে, যে ক্ষমতার বলে আমি এবং আমার সহচর মিস্‌কীন শাহ্ উহা টপ্ টপ্ করিয়া খাইয়া ফেলিব। আমিই এদেশের বাদশাহ্, কোম্পানী কে?

কর্ণেল স্টুয়ার্ট রামচন্দ্রের মুখে তিতুর জওয়াব শ্রবণ করিয়া হাস্য করিলেন এবং সৈন্যদিগের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া যুদ্ধের আদেশ দিলেন।

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর প্রাতঃকাল বেলা প্রায় নয়টার সময় সেনাপতি স্টুয়ার্টের আদেশ প্রাপ্ত হওয়ামাত্রই যুদ্ধের ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। পদাতিক সৈন্য তরবারি কোষমুক্ত করিল। অশ্বারোহী সৈন্য বন্দুকে সঙ্গিন চড়াইল। তাহারা অভূতপূর্বভাবে হুঙ্কার করিতে করিতে তিতুর আস্তানার দিকে অগ্রসর হইল।

সেনাপতি স্টুয়ার্ট কামান দুটিকে আস্তানার সম্মুখস্থিত প্রধান তোরণের সম্মুখে-যে স্থানে তিতুমীর তসবীহ্ হস্তে বসিয়া শাহাদাতের অপেক্ষা করিতেছিলেন, ঠিক তাহার সম্মুখভাগে স্থাপিত করিবার আদেশ দিলেন। কামানের ভীম মূর্তি দর্শন করিয়া শরাহ্‌ওয়ালাদলের বীর মোজাহিদরা নারায়ে—তক্‌বীর ধ্বনি করিয়া গগন পবন মুখরিত করিয়া তুলিল।

জনৈক বর্ণনাকারীর বর্ণনা

আমার অনুসন্ধানের সময় শরাহ্‌ওয়ালা দলের জনৈক ভক্ত আমার নিকট নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছিলেন:

বাঁশের দ্বারা ঘেরা বেড়ার প্রধান দ্বারে তিতু ধ্যানে আত্মচেতনাহীন। শরাহ্‌ওয়ালাদলের বীরবৃন্দ, ধ্যানমগ্ন, মধুর দরবেশ মূর্তি একাগ্র নয়নে নিরিক্ষণ করিতে করিতে ভক্তির ক্ষীরধারে আপ্লুত হইতেছে। যেন ভক্তবৎসলের মোহকররূপে বিমোহিত হইয়া নিস্পন্দ নিস্তব্ধভাবে তাহারা চিত্রার্পিত মূর্তিবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

শরাহ্‌ওয়ালা বাহ্য বিভীষিকা বিস্মৃত হইয়া ভক্তিগদগদচিত্তে যেন তাহাদের মোর্শেদের মুখ কমলের অনাবিল মকরন্দ পান করিতে-ছিলেন, তখন তাহারা মনে করিয়াছিল কি তুচ্ছ সাম্রাজ্য-রাজ্য, কি তুচ্ছ ধন-সম্পদ, কি তুচ্ছ স্ত্রী–পুত্র, কি তুচ্ছআত্মীয়-স্বজন। এই সময় তিতুর ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি উচ্চকণ্ঠে কলেমায়ে তৈয়ব আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

ঠিক এমনই সময়ে কর্ণেল স্টুয়ার্ট কর্তৃক কামান হইতে সম্ভবতঃ ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে ফাঁকা আওয়াজ করা হইল। কিন্তু ভয় করিবে কে? তিতু তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। তাহার ভক্তরা তখন শাহাদত বরণ করিবার জন্য মাতোয়ারা। তাহাদের তখন ধারণা, 'হইব বিজয়ী, নহে হইব শহীদ'। সুতরাং ভয় করিবে কে?

উভয় পক্ষে যুদ্ধ

দলপতি শেখ গোলাম মাসুম তাহার অধীন বীর মোজাহিদদিগকে আদেশ করিলেন, 'আক্রমণ কর। কাপুরুষের ন্যায় মরিয়া কোন লাভ নাই। লড়িব এবং লড়িয়া বীরের ন্যায় মরিব।' বীর মোজাহিদরা লাঠি, সড়কী, ঢাল, তরবারি, ঢিল এবং বাঁশের বন্দুক লইয়া কোম্পানী সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের আক্রমণে অনেক কোম্পানী সৈন্য হতাহত হইল।

কোম্পানীর গোরা ও কালা সৈন্যরাও শরাহ্‌ওয়ালাদিগকে আক্রমণ করিল। কতকগুলি বীর মোজাহিদ তাহাদের হস্তে গ্রেফতারও হইলেন,

কতকগুলি শহীদও হইলেন।

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ ই মার্চ, তিতু এবং তাহার কতকগুলি ভক্ত আত্মচেতনাহীন অবস্থায় যেমন ছিলেন, তেমনি থাকিলেন। কোম্পানী সেনাপতির আদেশে এবার সৈন্যরা সত্যিকারের গোলা-বারুদ পুরিল, কামান দাগা আরম্ভ করিল। মুহুর্মূহুঃ ধূম উদগীরণ করতঃ গোলা ছুটিয়া চলিল। পর পর দুইটি গোলা হজরত আলী সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের উপর আসিয়া পড়িল এবং তাহাতেই তিনি শাহাদত প্রাপ্ত হইলেন। (ইন্না লিল্লাহে-----)।

বাংলা দেশে শরীয়ৎ জারির আকাঙ্খা এবং দেশকে স্বাধীন করিয়া পাক করার কামনা তাহার অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

বন্দীদিগের অবস্থা

শরাহ্‌ওয়ালা দলের যে সকল মুসলমান সেনাপতি স্টুয়ার্টের সৈন্যদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন, সেনাপতি তাহাদিগকে লইয়া বারাসাত চলিয়া গেলেন। বন্দীদিগের আহারের জন্য কোম্পানী সরকার প্রত্যেক সন্ধ্যায় এক ছটাক হিসাবে চাউল এবং একটু লবণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে বন্দীদিগকে বারাসাত জেল হইতে আলীপুর জেল-হাজতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

ওয়াকেফহাল ব্যক্তিদিগের প্রমুখাৎ জানা গিয়াছে যে, ঐ সকল বন্দীদিগের দ্বারা বারাসাত-টাকী রোড এবং দেউলিয়া—বাদুড়িয়া রোড প্রস্তুত করান হইয়াছিল। প্রচার করা হইয়াছে যে, বারাসাত—টাকী রোড টাকীর জমিদার কালীনাথ রায় চৌধুরী নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন, সে কথা সত্য নহে। আরও প্রচার করা হইয়াছে যে, দেউলিয়া –বাদুড়িয়া রোডটিও সাতক্ষীরার জমিদার প্রাণনাথ রায় চৌধুরী নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এ কথাও সত্য নহে।

বন্দীদিগের বিচার

বন্দীদিগের বিচার সম্বন্ধে দুইজন লেখক দুই প্রকার বর্ণনা লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন। 'বঙ্গবাসী' সম্পাদক বিহারী লাল সরকার লিখিয়াছেন:

> 'বন্দীদিগের বিচার আলীপুরে হইয়াছিল। সর্বমোট তিনশত বন্দীর মধ্যে একশত চল্লিশ জনের কারাদণ্ড হইয়াছিল। সেনাপতি শেখ গোলাম মাসুমের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।'

কিন্তু বিহারীবাবু অতি আধুনিক লেখক।

সমসাময়িক লেখক ওকেন্‌লী সাহেব তাহার 'দি অহাবিজ ইন ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তিকায় লিখিয়াছেন:

> আলীপুরের জজ ও কালেক্টর বন্দীদিগকে লইয়া নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে গিয়াছিলেন। সে স্থানে তিতুমীরের আড্ডার সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গণে এক সভা হইয়াছিল। সেই সভায় বহু গ্রামের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণে অপরাধীদিগের বিচার করা হইয়াছিল। বিচারে শেখ গোলাম মাসুমের প্রাণদণ্ড, কতকগুলি লোকের দ্বীপান্তর এবং কতকগুলি লোকের কারাদণ্ড হইয়াছিল। মাসুমের ফাঁসি তিতুর আড্ডার সম্মুখস্থিত ময়দানেই হইয়াছিল। সর্বমোট বন্দীর সংখ্যা ছিল আট শত।

ওকেন্‌লীর মতে 'বহু গ্রামের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন' কিন্তু আমরা তাহার এই মত সমর্থন করিতে পারিতেছি না। কারণ এইযে, পুঁড়া, টাকী, গোবরা-গোবিন্দপুর, যাদুরাটী, আড়াবালিয়া প্রভৃতি ছয়-সাতখানি গ্রামের হিন্দু এবং কৃষ্ণদেব রায়ের অনুগৃহীত উচ্ছিষ্টভোজী পুঁড়া, সরফরাজপুর প্রভৃতি তিন চারিখানি গ্রামের কয়েকজন মুসলমান তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারাই সাক্ষ্য দিয়াছিল। আজিও তদঞ্চলে মুখে মুখে এই কথা চলিয়া আসিতেছে। যে সকল মুসলমান সাক্ষ্য দিয়াছিল, তাহাদের বংশধরেরা আজিও মুসলমান সমাজে অস্পৃশ্য।

তিতুমীরের পুত্র

তিতুমীর শহীদের তিন পুত্র—সৈয়দ গওহার আলী, সৈয়দ জওহার আলী এবং সৈয়দ তোরাব আলী। তিতুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ গওহার আলীর দক্ষিণ উরু গোলার আঘাতে উড়িয়া গিয়াছিল। তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট

পরে নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তিতুর তিন পুত্রেরই পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু-লীগের চেষ্টায় তাহা পরে বন্ধ হইয়া যায়।

গোলাম মাসুমের ফাঁসির পর জজ তাহার কলিজা ওজন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, ওজনের ফলে জানা গিয়াছিল, তাহা পাঁচ সের হইয়াছিল।

তিতুমীর ও তাহার সহচরদিগের মধ্যে যাহারা যুদ্ধে ও তোপের গোলার আঘাতে শহীদ হইয়াছিলেন, সেনাপতি স্টুয়ার্ট তাহাদের লাশের সদ্‌গতির জন্য হুগলী গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমানের উপর ভারার্পণ করিয়াছিলেন। নারিকেলবাড়িয়া গ্রামেই তাহাদের কবর হইয়াছিল।

তিতুমীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ কামানের গোলার আঘাতে টুক্‌রা টুক্‌রা অবস্থায় দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। হুগলী গ্রামের মুসলমানেরা তাহা সংগ্রহ করিয়া তিতুর স্থাপিত মসজিদের পার্শ্বে কবর দিয়াছিলেন।

॥ সমাপ্ত ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]